ঋষি-চরিত

শ্রীজগদ্বন্ধু মৈত্র।

ঋষিচরিত।

বশিষ্ঠ, নারদ, বাল্মিকী, যাজ্ঞবল্ক প্রভৃতি

পূজ্যপাদ ঋষিদিগের জীবনবৃত্তান্ত।

প্রথমভাগ।

"গুরুশিষ্যসংবাদ," "প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী"

প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীজগদ্বন্ধু মৈত্র প্রণীত।

———:০:———

ঢাকা, গেণ্ডারিয়া আশ্রম হইতে

গ্রন্থকারকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২১ সাল।

——:০:——

মূল্য ॥০ আট আনা।

প্রতিভা প্রেস, হইতে

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১নং সরকার লেন, কলিকাতা।

৪৭১৪

গ্রন্থকারের নিবেদন।

দেবতা মন্ত্রমূর্ত্তি। একটি ক্ষুদ্রতম অশ্বত্থ বৃক্ষের মধ্যে যেমন একটি প্রকাণ্ড মহীরুহ সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ স্বল্পাক্ষর বীজমন্ত্রের অভ্যন্তরে তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা অন্তর্নিহিত হইয়া অবস্থিতি করেন। ঋষিগণ এই সকল মন্ত্রমূর্ত্তি দেবতার দ্রষ্টা। তাঁহারা তপোবলে সমস্ত মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ("ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ।") মন্ত্রদ্রষ্টা বলিয়াই তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ। যাঁহাদের নিকট দেবতা প্রকাশিত হন, ঈশ্বরকে যাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে দেশ ও কালের ব্যবধান চলিয়া যায়। অষ্টসিদ্ধি তাঁহাদিগের করতলগত হওয়াতে তাঁহারা লোকোত্তর শক্তিশালী হন এবং দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়া অতীতঅনাগতদর্শী ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইয়া থাকেন। ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের সহিত তাঁহাদিগের জ্ঞান যুক্ত হইয়া তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন। ঋষিগণ এই অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা ভ্রমপ্রমাদশূন্য; এই কারণেই তাঁহাদিগের প্রণীত দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ অভ্রান্ত। এই জন্যই হিন্দুগণ অবিচারে নতশিরে তাঁহাদিগের অনুশাসন মানিয়া থাকেন। এ হেন জগৎপূজ্য অনন্তজ্ঞান ও শক্তির আধার ঋষিদিগের পবিত্র জীবনের ইতিবৃত্ত কাহার না জানিতে ইচ্ছা হয়?

মহৎ জীবনের আখ্যায়িকা পাঠ করিতে হইলে আমাদিগকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইতে হয়; অথচ ভারতভূমি রত্নপ্রসূ। অসংখ্য মহাপুরুষ এই দেশে প্রাদুর্ভূত হইয়া ইহাকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল মহাজনদিগের বরণীয় জীবনবৃত্তান্ত প্রচারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই জন্যই এই ঋষিচরিত প্রকাশিত হইল। মহৎ ব্যক্তিদিগের পবিত্র জীবন আলোচনা করিলে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, এজন্য লেখকের গুণপণা ও লিপিনৈপুণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পূজ্যপাদ ঋষিদিগের পবিত্র ও মহত্তর জীবনকাহিনীর প্রতি সুধী পাঠকগণ বোধ হয় উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। এই বিশ্বাসের বলেই ঋষিচরিত তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে সাহসী হইলাম।

সহৃদয় পাঠকদিগের নিকট উৎসাহপ্রাপ্ত হইলে সত্বরই ঋষি-চরিতের দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশ করিতে যত্নশীল হইব।

সূচীপত্র।

ঋষি-চরিত।
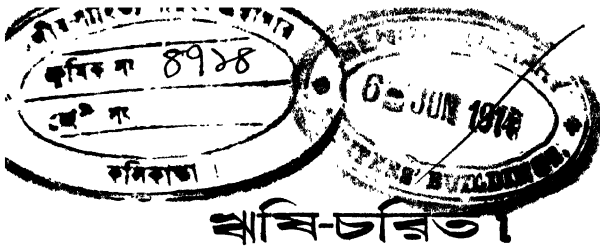
ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ।

সপ্ত প্রকার ঋষির মধ্যে ব্রহ্মর্ষি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।* ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য ভগবান্ বশিষ্ঠ সেই ব্রহ্মর্ষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তিনি ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগেরও বরণীয়। অসামান্য তপোবলসম্পন্ন ক্ষমার অবতার বশিষ্ঠদেব কমল-যোনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। ভৃগু, অত্রি, পুলস্ত্য প্রভৃতি স্বয়ম্ভুর মানস-পুত্রগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। বেদের মন্ত্রকর্ত্তা ঋষিদিগের মধ্যে তিনি এক জন প্রধান। প্রজাপতি কর্দ্দমের অন্যতমা দুহিতা পতিদেবতা অরুন্ধতীর সহিত তিনি উদ্বাহ-পাশে বদ্ধ হন। দেবী অরুন্ধতী পতিব্রতাগণের শিরোমণি ও আদর্শ সতী ছিলেন। তিনি সুখেদুঃখে, রোগেশোকে, সম্পদেবিপদে, ছায়ার ন্যায় পতির পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিয়া নিয়ত তাঁহার সেবা করিতেন। কেবল পতিসেবা দ্বারাই তিনি ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করিয়া ধর্ম্মরাজ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে ঋষির এক শত পুত্র উৎপন্ন হয়। পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শক্তি, সর্ব্ব শাস্ত্রবিশারদ বেদবিদ্ ও প্রভূত তপোবলসম্পন্ন

---

* সপ্ত ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি মহর্ষি পরমর্ষয়ঃ।
কাণ্ডর্ষিশ্চ শ্রুতর্ষিশ্চ রাজর্ষিশ্চ ক্রমাবরাঃ॥

বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষি, ভেল প্রভৃতি পরমর্ষি, জৈমিনি প্রভৃতি কাণ্ডর্ষি, সুশ্রুত প্রভৃতি শ্রুতর্ষি ও জনকাদি রাজর্ষি। রাজর্ষি হইতে পর পর ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ।

ছিলেন। অদৃশ্যন্তী নাম্নী এক লাবণ্যবতী সুশীলা ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর সহিত তিনি পরিণয়পাশে আবদ্ধ হন।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ভারতবর্ষের অনেক স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন; এজন্য নানা স্থানে তাঁহার তপোবন ছিল। আসাম প্রদেশে তাঁহার এক আশ্রম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আসামবাসিগণ এই স্থানকে বশিষ্ঠাশ্রম নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ঋষির এই তপঃক্ষেত্র প্রকৃতির রম্য নিকেতন। নিসর্গসুন্দরী প্রিয়সখী শান্তিদেবীর সহিত এখানে নিরন্তর নর্ম্মক্রীড়া ও শান্তসুধাসম্ভোগ করিয়া থাকেন। এই শান্তরসাস্পদ পবিত্র তপোবনে উপনীত হইলে প্রাণ পুলকিত হয়। অপবিত্র বিষয়াসক্ত মনে পবিত্র শান্তরসের সঞ্চার হইয়া ভগবৎ পদারবিন্দে রতির উদয় হয়। হৃদয়-সরোবরে ভক্তির অপূর্ব্ব লহরীমালা ক্রীড়া করিতে থাকে। যাঁহারা এই স্থানে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার পবিত্রতা গাম্ভীর্য্য ও মহিমা উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রসন্নসলিলা একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ইহার অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে অধিকতর রমণীয় ও মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যে প্রস্তরখণ্ডের উপর সমাসীন হইয়া তপশ্চর্য্যা করিতেন, তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। পূজ্যপাদ জনৈক মহাজনের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে তপোধন বহু দিন পীতসমুদ্রের তীরবর্ত্তী চীন দেশের কোন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি সূর্য্য-বংশীয় রাজাদিগের কুলগুরু ছিলেন, এজন্য অযোধ্যার নিকটেও তাঁহার আর একটি তপোবন ছিল। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে ইক্ষ্বাকুকুল-প্রদীপ মহারাজ দিলীপ রাজ্ঞী সুদক্ষিণাসমভিব্যাহারে পূর্ব্বাহ্নে রাজধানী অযোধ্যা হইতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্নে গুরুদেবের তপোবনে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই অনুভূত হয় যে ব্রহ্মর্ষির এই তপঃক্ষেত্র

অযোধ্যা হইতে অধিক দূরে অবস্থিত ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সেই পবিত্র তপোবনের স্থান নির্ণীত হওয়া সুকঠিন।

কান্যকুব্জপতি গাধিরাজনন্দন বিশ্বামিত্রদ্বারা বশিষ্ঠদেব সাতিশয় উপদ্রুত হইয়াছিলেন। রাজা বিশ্বামিত্র মৃগয়া উপলক্ষে তাঁহার তপোবনে উপনীত হইলে তিনি নন্দিনী নাম্নী লোকোত্তর ক্ষমতা-শালিনী হোমধেনুর সাহায্যে তাঁহার আতিথ্য সৎকার করেন। কামধেনু সুরভিনন্দিনী ব্রহ্মর্ষির আদেশে বিবিধ সুস্বাদু উপাদেয় অন্নপান দ্বারা সসৈন্য বিশ্বামিত্রের তৃপ্তিসাধন করিলেন। নন্দিনীর এই প্রকার অলোকসামান্য শক্তি সন্দর্শন করিয়া বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-দেবকে বলিলেন, ভগবন্! আমি আপনাকে এক লক্ষ পয়স্বিনী গাভী প্রদান করিতেছি, আপান তদ্বিনিময়ে আমাকে নন্দিনী প্রদান করুন। বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পূজ্যপাদ ঋষি বলিলেন, মহারাজ! নন্দিনীকে পরিত্যাগ করিতে আমি সর্ব্বথা অসমর্থ। আমাদিগের অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য এবং জীবনযাত্রা সমস্তই নন্দিনীর অধীন। তাহাকে পরিত্যাগ করিলে আমাদিগের যজ্ঞ প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং প্রাণযাত্রার উচ্ছেদ হওয়াতে আমাদিগকে নিরতিশয় অবসন্ন হইতে হইবে। অতএব আপনার অভিলাষ অনুসারে কার্য্য করিতে আমি নিতান্তই অশক্ত। আপনি এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিবেন। ব্রহ্মর্ষির বাক্য বিশ্বামিত্রের মনঃপূত হইল না। তিনি নন্দিনীগ্রহণে স্থিরসংকল্প হইয়া ঋষিকে অনাদরপূর্ব্বক অনুচরগণকে আজ্ঞা দিলেন যে তোমরা বল-পূর্ব্বক নন্দিনীকে গ্রহণ করিয়া রাজধানীতে লইয়া চল। রাজাদেশে রাজভৃত্যগণ ধেনুবন্ধন করিয়া রাজধানীতে লইয়া চলিল। বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্রের এই প্রকার অত্যাচার অবলোকন করিয়া সাতিশয় রুষ্ট

হইলেন। তিনি নন্দিনীকে বলিলেন, কল্যাণি! এই গর্ব্বিত ক্ষত্রিয় তোমার ও আমার উপর যে দুর্ব্যবহার করিতেছে, তুমি তাহার প্রতিবিধান কর। ব্রহ্মর্ষির আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নন্দিনী স্বকীয় দেহ হইতে বিবিধ সৈন্য উৎপাদন করিলেন। সেই সকল সেনা প্রবল পরাক্রমে বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট করিল। সমস্ত বল ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়াতে রাজা বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বশিষ্ঠদেবের প্রাণবিনাশ করিবার জন্য তাঁহার উপর বিবিধ অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তপোবলসম্পন্ন ঋষি তন্নিক্ষিপ্ত সমস্ত অস্ত্র প্রতিহত করিলেন। ঋষিকর্ত্তৃক সমুদায় সৈন্য নিহত এবং অস্ত্রসমূহ নিরাকৃত দর্শন করিয়া রাজা লজ্জাবনত বদনে আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন এবং ব্রহ্মর্ষির প্রতি বদ্ধবৈর হইয়া তাঁহার উচ্ছেদ কামনায় মহাদেবের তুষ্টিসাধনের জন্য কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ শূলপাণি তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিবিধ দিব্যাস্ত্র প্রদান করিলেন। মহাদেবের নিকট অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বামিত্র বৈরনির্যাতন মানসে ব্রহ্মর্ষির তপোবনে উপস্থিত হইলেন এবং দিব্যাস্ত্রবর্ষণপূর্ব্বক আশ্রমপীড়া উৎপাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্ত্রাঘাতে অনেক আশ্রমবৃক্ষ ভগ্ন ও মৃগ পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীগণ নিহত হইল। ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের এই প্রকার অত্যাচারে রুষ্ট হইয়া দণ্ডগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত অস্ত্র প্রতিহত করিলেন। এইরূপে হতদর্প ও অবমানিত হইয়া বিশ্বামিত্র বৈরসাধনাভিলাষে রাক্ষসরূপী রাজা কল্মাষপাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহাদ্বারা বশিষ্ঠদেবের শত পুত্রের প্রাণনাশ করিলেন। ক্ষমার অবতার ঋষি বিশ্বামিত্রের এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিলেন; সামর্থ্য-সত্ত্বেও তিনি তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিলেন না। শত পুত্র এই

প্রকার নিষ্ঠুরভাবে নিহত হওয়াতে তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। পুত্রশোকের তীব্র অনলে তাঁহার অন্তর জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। শোকের দারুণ জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি আত্মবিনাশের সংকল্প করিলেন। তিনি এক পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিম্নে পতিত হইলেন. কিন্তু তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল না। এমন কি শরীরে বিন্দুমাত্র আঘাতও লাগিল না। অতঃপর তিনি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিপতিত হইলেন, কিন্তু হুতাশন তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন না। তপোবলসম্পন্ন ঋষির স্পর্শে অগ্নির দাহিকাশক্তি অন্তর্হিত হইল। অনলে মৃত্যু না হওয়াতে তিনি কণ্ঠদেশে গুরুভার প্রস্তরবন্ধনপূর্ব্বক সমুদ্রে পড়িলেন। কিন্তু সাগর তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না; তরঙ্গরূপ বাহুদ্বারা তীরে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে বারংবার চেষ্টা করিয়াও যখন তিনি আত্মবিনাশে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন নিরুপায় হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু পুত্রশূন্য আশ্রম তাঁহার নিকট সাতিশয় ক্লেশকর বোধ হইতে লাগিল। তিনি একান্ত কাতর ও অধীর হইয়া পড়িলেন। শূন্য আশ্রমে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তিনি পুনর্ব্বার বহির্গত হইলেন। গমন সময়ে পথিমধ্যে তরঙ্গসংকুল আবর্ত্তপূর্ণ এক নদী দর্শন করিয়া লতাপাশদ্বারা স্বকীয় হস্তপদ বন্ধনপূর্ব্বক তাহাতে পতিত হইলেন। কিন্তু তিনি সলিলে নিমজ্জিত হইলেন না। স্রোতস্বতী তাঁহাকে পাশমুক্ত করিয়া তীরে নিক্ষেপ করিল। নদীকর্ত্তৃক পাশমুক্ত হওয়াতে ঋষি ঐ তটিনীর নাম বিপাশা রাখিলেন। অনন্তর তিনি শোকের দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক স্থানে বিবিধ জলজন্তু পূর্ণ হৈমবতী নাম্নী এক বেগবতী নদী দর্শন করিয়া মৃত্যু কামনায় তাহার স্রোতে নিপতিত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার প্রাণবিয়োগ

হইল না। সরিদ্বরা ঋষিকে অগ্নিতুল্য দর্শন করিয়া শতধা বিদ্রুত হইলেন। বশিষ্ঠদেব স্রোতস্বতীকে এইরূপে বিদ্রুত হইতে দেখিয়া তাহার নাম শতদ্রু রাখিলেন। পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াও যখন তিনি আত্মবিনাশে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন বিষণ্ণবদনে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। শ্বশুরকে সমাগত দেখিয়া শক্তি-পত্নী অদৃশ্যন্তী অতীব প্রীত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইলেন। সেই সময়ে তিনি অন্তঃস্বত্তা ছিলেন। তাঁহার গর্ভস্থ বালক সম্পূর্ণ অর্থযুক্ত বেদ উচ্চারণ করিতেছিল। সেই বিশুদ্ধ বেদধ্বনি কর্ণগোচর হওয়াতে বশিষ্ঠদেব পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া পুত্রবধূকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নন্দিনি! এই যে বেদধ্বনি আমি শুনিতে পাইতেছি, ইহা কোথা হইতে আসিতেছে? এখানে ত কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না; তবে কে এই বেদধ্বনি করিতেছে? শ্বশুরের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী অদৃশ্যন্তী বলিলেন, পিতঃ! আমার গর্ভে আপনার এক পৌত্র অবস্থান করিতেছে। সেই গর্ভস্থ বালককর্ত্তৃক উচ্চারিত বেদধ্বনি আপনি শুনিতে পাইতেছেন। এই শিশু দ্বাদশ বৎসর আমার গর্ভে বাস করিয়া ষড়ঙ্গ নিখিল বেদ অধিকার করিয়াছে। বশিষ্ঠদেব স্নুষার বাক্যশ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন এবং আমার বংশলোপ হয় নাই মনে করিয়া মৃত্যুবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতমনে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

অতঃপর তিনি মনে মনে এই চিন্তা করিলেন যে আমাকে এই নিদারুণ শোকের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে হইবে; মায়া যাহাতে আমাকে আর মোহগর্ত্তে নিপাতিত করিয়া ক্লেশপ্রদান করিতে না পারে, আমাকে অবশ্যই তাহার উপায়বিধান করিতে হইবে। আমি তপোবলে মায়াকে অতিক্রম করিয়া শোক ও মোহের অতীত অবস্থা

লাভ করিব। ত্রিগুণ বিনষ্ট করিয়া অচ্যুত ও অনাময় বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব। এই প্রকার স্থিরসংকল্প হইয়া তিনি তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। পবিত্র আসনে সমাসীন হইয়া স্থিরচিত্তে কঠোর যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইন্দ্রিয়নিচয়ই সমস্ত সুখদুঃখের কারণ; তাহারা সর্ব্বদা বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হওয়াতেই হর্ষবিষাদের উদ্ভব হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগের বিষয়াভিমুখী গতিকে রোধ করিতে হইবে। এই স্থির করিয়া তিনি তাহাদিগকে বিষয় হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক ভ্রূমধ্যে নিরোধ করিলেন। এক স্থানে অবরুদ্ধ হওয়াতে তাহারা সম্পূর্ণ অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িল। তখন তাহাদের বহির্ম্মুখী গতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সংস্পর্শশূন্য ও নিশ্চল হইলে তাঁহার সংকল্পবিকল্প একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। এই প্রকার তপস্যার দ্বারা তিনি পঞ্চকোষ ভেদ করিয়া মায়াতীত হইলেন। তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল। মায়াধিপতি ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাতে তাঁহার হৃদয়গ্রন্থির ভেদ হইল, সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া গেল, সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হইল। তিনি অচ্যুত বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্রহ্মবিদের সমস্ত লক্ষণ তাঁহাতে প্রকাশিত হইল।

মনু অত্রি প্রভৃতি স্মৃতিকর্ত্তা ঋষিদিগের মধ্যে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব অন্যতম। তৎপ্রণীত স্মৃতিগ্রন্থের নাম বশিষ্ঠ-সংহিতা। এতদ্ব্যতীত অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রকে তিনি তত্ত্বজ্ঞান ও মোক্ষধর্ম্মসম্বন্ধে যে সকল মহামূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থবদ্ধ হইয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই উপাদেয় গ্রন্থ জ্ঞানপথাবলম্বি-দিগের অতি আদরের বস্তু।

দেবর্ষি নারদ।

ভক্তচূড়ামণি নারদ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মানসপুত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি স্বয়ম্ভূ তাঁহার মানস হইতে ভক্তিপথের আদি আচার্য্য সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বেদাদি নিখিল শাস্ত্রে পারদর্শী ও সর্ব্ব বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিলেন। পুত্রচতুষ্টয়কে জ্ঞানে, ধর্ম্মে সমুন্নত এবং অসাধারণ তপোবলসম্পন্ন অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে প্রজাসৃষ্টি করিতে বলিলেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি হইল না। প্রবৃত্তিমার্গ হইতে নিবৃত্তিপন্থাই তাঁহাদিগের অধিক মনঃপূত হওয়াতে তাঁহারা মোক্ষমার্গে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, কর্দ্দম, দক্ষ ও নারদ এই একাদশ পুত্র তাঁহার মন হইতে সৃষ্টি করিলেন। তিনি ইহাঁদিগকে বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। পিতার নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ইহাঁরা সকলেই সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ও বেদবিদ্ এবং কঠোর তপস্যা দ্বারা অসাধারণ তপোবলসম্পন্ন হইলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা পুত্রদিগকে প্রাপ্তবয়স্ক কৃতবিদ্য ও তপোবলসম্পন্ন সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে দারপরিগ্রহপূর্ব্বক প্রজাসৃষ্টি করিতে বলিলেন। মরীচি প্রভৃতি পুত্রগণ সকলেই পিতার আদেশ প্রতিপালন করিলেন; কেবল নারদ পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে সম্মত হইলেন না। সেই আজন্মবিরক্ত ভগবদ্ভক্তের নিকট প্রবৃত্তিমার্গ অশেষ ক্লেশের আকর বলিয়া মনে হইল। তিনি নিবৃত্তিপন্থায় বৈরাগ্যমার্গে প্রবেশাভিলাষী হইয়া পিতাকে বলিলেন, তাত! আপনি আমাকে অশেষ যন্ত্রণা ও বন্ধনের

কারণ সংসারবর্ত্মে প্রবেশ করিবার জন্য আগ্রহ করিতেছেন কেন? বিবিধ যাতনার নিদান প্রবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করিতে আমার কিছুমাত্র উৎসাহ হইতেছে না। বিষয়ে লিপ্ত হইয়া দারুণ কষ্টভোগ করিতে আর আমাকে আদেশ করিবেন না। যাহাতে ভগবৎপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তিলাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইতে পারি, আপনি আমাকে সেইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। দেখুন, বিষয়সেবাদ্বারা মানুষকে কেবলই বাসনাজালে জড়িত হইয়া নানাপ্রকার ক্লেশভোগ করিতে হয়। মায়া বিষয়াসক্ত পুরুষকে বিবিধ দুর্গতির মধ্যে নিপাতিত করিয়া সাতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত করে। বাসনার অগ্নিতে তাহাকে দিবানিশি দগ্ধ হইতে হয়। পুনঃপুনঃ তাহার গর্ভবাস হইয়া থাকে। এই প্রকার বিবিধ ক্লেশের আগার বিষযসেবা করিতে কি কোন বুদ্ধিমান্ লোকের আগ্রহ হইতে পারে? আমি মিনতিপূর্ব্বক আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি আমাকে এই ঘোরতর বিষয়গর্ত্তে নিপাতিত করিবেন না। আমি আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবন ভগবৎসেবায় অর্পণ করিয়া দুস্তর ভবসাগরের পারগামী হইব। আমি কিছুতেই মোহপাশে আবদ্ধ হইতে পারিব না।*

---

* পাশ্চাত্য মনিষীগণ স্থির করিয়াছেন যে মানবজাতি প্রথমে অত্যন্ত অসভ্য ও অজ্ঞান ছিলেন, তাঁহারা লেখাপড়া জানিতেন না। তাঁহাদের বাসগৃহ ছিল না। উন্নত ধর্ম্মজ্ঞান তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা উন্নতিলাভ করিয়াছেন। আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত কিন্তু এ কথা বলেন না। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাই যে সৃষ্টিকর্ত্তার প্রথম সৃষ্ট মনুষ্য সনকাদি ঋষিগণ জ্ঞানে, ধর্ম্মে সাতিশয় উন্নত ছিলেন। সর্ব্ববিধ ব্যবহারিক জ্ঞান, সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। ভক্তিমার্গের তাঁহারাই আদি গুরু। তাঁহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে ভক্তি বিষয়ে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তী

নারদের বাক্য সৃষ্টিকর্ত্তার মনঃপূত হইল না। আজ্ঞালংঘননিবন্ধন ব্রহ্মা সাতিশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন, তুমি আমার পুত্র হইয়া আমার আদেশ প্রতিপালন করিলে না, এজন্য তোমাকে গন্ধর্ব্ব জাতিতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পঞ্চাশৎ পত্নীর পতি হইতে হইবে। গন্ধর্ব্ব জন্মের পর তোমাকে শূদ্রদেহ ধারণ করিতে হইবে। পিতার এই নিদারুণ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া নারদ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহাকে অচিরেই গন্ধর্ব্বদেহ ধারণ করিতে হইল। গন্ধর্ব্বজন্মপরিগ্রহ করিয়া তিনি উপবর্হণ নামে পরিচিত হইলেন। ক্রমে তিনি যৌবনপ্রাপ্ত হইয়া চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের পঞ্চাশৎ কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

একদা ব্রহ্মা দেবতা ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে পুষ্কর তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া উপবর্হণকে আহ্বান করিলেন। উপবর্হণ আগমন করিলে স্বয়ম্ভূ সমাগত দেবতা ও ঋষিদিগের সমক্ষে তাঁহাকে নৃত্যগীত করিতে বলিলেন। উপবর্হণ কৃষ্ণলীলা অবলম্বনপূর্ব্বক সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। নৃত্যবিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। তাঁহার তানলয়বিশুদ্ধ সুমধুর ভগবল্লীলাকীর্ত্তন শ্রবণ ও মনোহর নৃত্য দর্শন করিয়া দেবদেবী ও ঋষিগণ নিরতিশয় পরিতোষপ্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা তাঁহার সঙ্গীত ও নৃত্যনৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আশাতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গীতপিপাসা পরিতৃপ্ত না হওয়াতে তাঁহারা তাঁহাকে পুনর্ব্বার গান করিতে বলিলেন। উপবর্হণ শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা গান করিতে লাগিলেন। গোপীদিগের বিরহবর্ণন সময়ে সাতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়াতে তাঁহার তালভঙ্গ হইল। ইহাতে

আচার্য্যগণ তাহাই অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আজি পর্য্যন্ত সেই আদি জ্ঞানীদিগের অনুশাসন অনুসারে হিন্দুসমাজের সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইতেছে। হিন্দুগণ অবনত মস্তকে তাঁহাদের অনুশাসন মানিয়া চলিতেছেন।

দেবতা ও ঋষিগণ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের বদন হইতে অগ্নি নির্গত হইতে লাগিল। এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া উপবর্হণ সাতিশয় ভীত হইলেন। তিনি দেবতা ও ঋষিদিগের কোপাগ্নি হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায়ান্তর না দেখিয়া সাতিশয় ব্যাকুল মনে ভগবান্‌কে স্তুতি করিতে লাগিলেন। উপবর্হণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দীনার্ত্তিহারী ভগবান্ সেই স্থলে আবির্ভূত হইলেন। তিনি বিপন্ন উপবর্হণকে অভয়প্রদান করিয়া বলিলেন, বৎস! তোমার কোন ভয় নাই। আমি শরণাগতবৎসল। যে ব্যক্তি একান্ত ভাবে আমার শরণাপন্ন হয়, তাহার কোন বিপদ থাকিতে পারে না। দেবতা ও ঋষিদিগের ক্রোধাগ্নি তোমার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তবে প্রজাপতি ব্রহ্মা তোমাকে যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহা তোমাকে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবে না। এই জন্মের পর তুমি দাসীগর্ভে উৎপন্ন হইয়া পঞ্চম বৎসর বয়সে এক জন ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হইবে। দীক্ষা-প্রাপ্তির দশ বৎসর পরে তুমি শূদ্রদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবর্ষিত্ব লাভ করিয়া আমার পার্ষদ হইবে। এই বলিয়া ভগবান্ তিরোহিত হইলেন।

যথাসময়ে উপবর্হণ গন্ধর্ব্বদেহত্যাগ করিয়া এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই দাসী এক জন ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণের পরিচারিকা ছিল। একদা বর্ষাকালে কয়েকজন ঋষি সেই ব্রাহ্মণগৃহে সমুপস্থিত হইয়া চারি মাস অবস্থিতি করেন। বালক নারদ মাতাকর্ত্তৃক এই সকল অতিথি ঋষির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া একান্তভাবে তাঁহাদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ বালকের পরিচর্য্যা ও ভক্তিতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট প্রদান

করিলেন। বালক ভক্তিপূর্ব্বক সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। সাধুর ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করাতে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়া ভগবদ্‌পাদপদ্মে ভক্তির উদয় হইল। সেই সকল মহাজন নিরন্তর ভগবৎপ্রসঙ্গ ও হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেন। বালক বালচাপল্য পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে ভক্তির সহিত তাহা শুনিতেন। বালকের এইরূপ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া সেই সকল পরম দয়ালু ঋষি তাঁহার উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন কৃপা করিয়া তাঁহাকে দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিলেন। চারি মাস গত হইলে ঋষিগণ চলিয়া গেলেন। দীক্ষাপ্রাপ্তির পরই বালকের মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। এক্ষণে গুরুগণ প্রস্থান করিলে তাঁহার মনে গৃহত্যাগের প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। কিন্তু অসহায়া জননীর অবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি তাঁহার গৃহপরিত্যাগের বলবতী ইচ্ছাকে সংযত করিলেন। যে দুঃখিনী মাতার তিনিই একমাত্র অবলম্বন, যিনি তাহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন, এক মুহূর্ত্ত তিনি চক্ষুর অন্তরাল হইলে যিনি দশদিক্ শূন্য দেখেন, সেই স্নেহময়ী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিলে তাঁহার নিদারুণ ক্লেশ হইবে, পুত্রশোকে তাঁহার প্রাণবিনষ্ট হওয়াও অসম্ভব নহে, এই সকল চিন্তা নারদের মনে উদিত হওয়াতে তিনি মনের প্রবল বেগ সংবরণ করিয়া মাতৃসেবায় রত হইলেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে একদা তাঁহার জননী রাত্রিকালে গোদোহন করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক বিষধর সর্প তাঁহার পদে দংশন করিল। মাতা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। জননীর পরলোকপ্রাপ্তির পর নারদ সেই ব্রাহ্মণগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি নানা জনপদ, গ্রাম, নদী ও পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া এক অরণ্যে উপনীত হইলেন। তথায় এক হ্রদের তীরে উপবেশন করিয়া পথশ্রম

দূর করিলেন। পরে সেই হ্রদে স্নান ও জলপান করিয়া তিনি এক বটবৃক্ষমূলে উপবেশন পূর্ব্বক গুরুদত্ত মন্ত্র জপ ও ভগবচ্চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়াকাশ আলোকিত করিয়া সমুজ্জ্বল প্রভায় ভগবান্ প্রকাশিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া নারদের সমস্ত শরীর পুলকে লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। প্রেমভরে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার এই অবস্থা অধিককালস্থায়ী হইল না। অচিরেই ভগবান্ তাঁহার ভুবনসুন্দর মনোহর রূপ অপসারিত করিলেন। ভগবান্ অন্তর্হিত হইবামাত্র নারদ সাতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তিনি পুনরায় ভগবদ্দর্শনের জন্য লালায়িত হইয়া সমাহিতচিত্তে আসনে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন। কিন্তু ভগবান্ আর দর্শন দিলেন না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও যখন নারদ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। ভগবান্ নারদের এইরূপ অবস্থা সন্দর্শন করিয়া মেঘগম্ভীর সুমধুর বাক্যে অন্তরাল হইতে বলিলেন, নারদ! এই জন্মে তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। আমার প্রতি তোমার অনুরাগবৃদ্ধির জন্য একবার তোমাকে দর্শন দিলাম। আমাতে অনুরক্ত ব্যক্তির সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়। তাহার কিছুই অপূর্ণ থাকে না। তাহার কাম-ক্রোধাদি সমস্ত রিপু সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব তুমি আমাতে ভক্তি দৃঢ় রাখিয়া ভজন করিতে থাক। অচিরেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। শীঘ্রই তুমি এই শূদ্রদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার পার্ষদতনু লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ আশ্বস্ত হইলেন। তিনি একান্তমনে দৃঢ়ভক্তির সহিত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে তিনি শূদ্রদেহ পরিহার-

পূর্ব্বক ভগবানের পার্ষদতনু লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। অতঃপর তিনি দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট ভক্তি ও উপাসনাতত্ত্বসম্বন্ধে বিবিধ উপদেশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সকল উপদেশ গ্রন্থবদ্ধ হইয়া নারদ-পঞ্চরাত্র নাম অভিহিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ভক্তিবিষয়ে তিনি এক খানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের নাম নারদকৃত ভক্তিসূত্র।

ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ ইহাঁরই নিকট দীক্ষালাভ করিয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপু তপস্যা করিবার জন্য মন্দর পর্ব্বতে গমন করেন। এই সুযোগে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার প্রিয়মহিষী গর্ভবতী কয়াধূকে অপহরণ করিয়া অমরাবতীতে লইয়া যাইতেছিলেন। দৈবাৎ পথিমধ্যে দেবর্ষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। নারদ ভয়বিহ্বলা কয়াধূকে অবলোকন করিয়া দেবেন্দ্রকে বলিলেন, দেবরাজ! এই নিরপরাধা রমণীর প্রতি তুমি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ কেন? বলপূর্ব্বক ইহাঁকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? পরস্ত্রী মাতৃবৎ; তাঁহাকে মন্দ অভিপ্রায়ে হরণ করা কি ত্রিদশাধিপতির উচিত? ইনি পরমা সাধ্বী, তুমি ইহাঁর প্রতি কোন প্রকার দৌরাত্ম্য করিও না। দেবর্ষির বাক্যশ্রবণ করিয়া ইন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! এই রমণীর প্রতি আমার কোনরূপ কুঅভিসন্ধি নাই। আর আমি ইহাঁর সহিত কোন প্রকার দুর্ব্যবহারও করিব না। ইহাঁর গর্ভে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর যে সন্তান অবস্থিতি করিতেছে, সে আমার শত্রু। সে ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার প্রাণবিনাশ করিয়া ইহাঁকে পরিত্যাগ করিব। এই অভিপ্রায়েই আমি ইহাঁকে লইয়া যাইতেছি। যে পর্য্যন্ত ইনি সন্তান-প্রসব না করিবেন, তত দিন আমার আলয়ে সসম্মানে অবস্থিতি

করিবেন। ইন্দ্রের বাক্যশ্রবণ করিয়া নারদ বলিলেন, দেবেন্দ্র! এই রমণীর গর্ভে যে বালক অবস্থান করিতেছে, তাহা হইতে তোমার বিন্দুমাত্রও আশঙ্কার কারণ নাই। তিনি পরম ভাগবত। তুমি এই রমণীকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর। যত দিন ইহাঁর পতি তপস্যা করিয়া প্রত্যাগত না হইবেন, তত দিন ইনি আমার আশ্রমে কন্যা-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিতা হইবেন। পরে ইহাঁকে স্বামীসদনে প্রেরণ করিব। দেবর্ষির বাক্যশ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের অসুরভীতি বিদূরিত হইল। তিনি কয়াধুকে দেবর্ষিহস্তে সমর্পণ করিয়া অমরাবতীতে প্রস্থান করিলেন। দেবর্ষিও কয়াধুসমভিব্যাহারে আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। কয়াধূ দেবর্ষির আশ্রমে রহিলেন। এই সময়েই নারদ গর্ভস্থ প্রহ্লাদকে দীক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর হিরণ্যকশিপু তপস্যা হইতে প্রত্যাগত হইলে তিনি কয়াধূকে পতিসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন।

উত্তানপাদতনয় বালক ধ্রুব বিমাতার বাক্যবাণে ব্যথিতচিত্ত হইয়া জননীর উপদেশে হরিপাদপদ্ম লাভ করিবার জন্য একাকী ভীষণ শ্বাপদসংকুল মধুবনে উপস্থিত হইলে দেবর্ষি নারদ ধ্যানযোগে তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি অবিলম্বে ধ্রুবের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার মস্তকস্পর্শপূর্ব্বক সস্নেহবাক্যে বলিলেন, বৎস ধ্রুব! তুমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সংকল্প করিয়াছ, তাহা অত্যন্ত দুষ্কর। জননীর কথায় যাঁহার পাদপদ্ম লাভ করিবার জন্য তোমার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছে, মুনিগণ নিঃসঙ্গ হইয়া যোগযুক্ত সমাধিদ্বারা অনুসন্ধান করিয়াও বহু জন্মে তাঁহার পদবী জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না। তুমি বালক হইয়া কিরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে। অতএব তুমি এই নিষ্ফল নির্ব্বন্ধ হইতে বিরত হও। দেবর্ষির বাক্যশ্রবণ করিয়া ধ্রুব

তাঁহার সংকল্প হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীত বাক্যে দেবর্ষিকে বলিলেন, ভগবন্! মাদৃশ বালকের পক্ষে হরিপাদপদ্মলাভ করা যে সাতিশয় দুরূহ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মহতের কৃপায় অসাধ্যসাধন হয়। আপনার কৃপা হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি আমার পক্ষে কিছুমাত্র দুরূহ হইবে না। আপনি পরম দয়ালু, কৃপা করিয়া ভগবৎপদারবিন্দপ্রাপ্তির উপায় আমাকে বলিয়া দিন। বালকের এইরূপ সুনৃত বাক্যশ্রবণ করিয়া দেবর্ষি সাতিশয় পরিতোষপ্রাপ্ত হইলেন। করুণায় তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। তখন তিনি ধ্রুবকে দীক্ষামন্ত্রপ্রদানপূর্ব্বক সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিলেন। দেবর্ষির নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ধ্রুব একান্তমনে সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যা ও ঐকান্তিক ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে দর্শন দিলেন। ইষ্টদেবতাকে দর্শন করিয়া তিনি কৃতার্থ ও ধন্য হইলেন।

তিনি দক্ষপ্রজাপতির অনেকগুলি পুত্রকে মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া নিবৃত্তিপথের পথিক করেন। পুত্রগণ তাঁহার উপদেশে সন্ন্যাসী হইয়া অরণ্যে গমন করিয়াছে শুনিয়া দক্ষের মনে নিরতিশয় ক্লেশের উদয় হইল। পুত্রশোকে তিনি অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া রোষকষায়িতলোচনে নারদকে অভিশাপপ্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, তুমি যেমন আমার হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বালকদিগকে সংসার করিতে দিলে না, সেইরূপ তুমিও লোকমধ্যে কুত্রাপি স্থানপ্রাপ্ত হইবে না। দক্ষের অভিশাপ দেবর্ষি প্রশান্তমনে স্বীকার করিয়া লইলেন। সামর্থ্যসত্ত্বেও প্রতিশাপ প্রদান করিলেন না।

একদা যক্ষরাজ কুবেরের নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে পুত্রদ্বয় কৈলাস পর্ব্বতের সুরম্য উপবনে রমণীগণ পরিবৃত হইয়া ক্রীড়াকৌতুক

করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় আগমন করিলেন। তাঁহাকে অবলোকন করিয়া রমণীগণ অত্যন্ত লজ্জিত ও সংকুচিত হইলেন। কিন্তু গুহ্যকদ্বয় কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। তাহারা দেবর্ষিকে উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্ববৎ ক্রীড়াকৌতুকে ব্যাপৃত রহিল। তাহাদিগের এই প্রকার দুর্ব্যবহার দর্শন করিয়া নারদ মনে মনে চিন্তা করিলেন যে ইহারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছে। ইহাদিগকে শাস্তিপ্রদানপূর্ব্বক সেই মত্ততা হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তাহাদিগকে অভিশাপপ্রদান করিলেন। দেবর্ষির শাপে গুহ্যকদ্বয় ব্রজধামে দুই অর্জ্জুন বৃক্ষে পরিণত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁদিগকে উদ্ধার করেন।

পঞ্চপাণ্ডবদিগের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ হইলে একদা দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন, ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালী তোমাদিগের পঞ্চভ্রাতার ধর্ম্মপত্নী। যাহাতে ইহাঁর জন্য তোমাদিগের সৌভ্রাত্র বিনষ্ট হইয়া না যায়, এমন কোন উপায় নির্দ্দেশ কর। দেবর্ষির এই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা এই নিয়ম করিলেন যে তাঁহাদের মধ্যে কেহ নির্জ্জনে দ্রৌপদীর সহিত অবস্থান করিলে অপর কেহ তথায় যাইবেন না। যিনি এই নিয়ম লংঘন করিবেন, তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসরের জন্য আরণ্যব্রত অবলম্বন করিতে হইবে।

শকুনি কপটদ্যূতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করিলে দুর্য্যোধন দুঃশাসন ও কর্ণ পাণ্ডবদিগকে যথেষ্ট অবমানিত ও দ্রৌপদীর উপর লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়া তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করে। পাণ্ডবদিগের এই অন্যায় নির্য্যাতন, বিশেষতঃ সতীর অপমান দেবর্ষির অসহ্যবোধ হওয়াতে তিনি মুনিবৃন্দসমভিব্যাহারে কৌরব সভায় সমুপস্থিত

হইয়া ঘোর অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, দুর্য্যোধনের এই ঘোর অপরাধ নিবন্ধন ত্রয়োদশ বৎসর পরে বীরচূড়ামণি ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে কুরুকুল নির্ম্মূল হইবে।

ভক্ত চূড়ামণি দেবর্ষি নারদের লোকোত্তর পবিত্র জীবন এই প্রকার অসংখ্য ঘটনারাজিতে পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত একত্র সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে গেলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। এই স্বল্পায়তন ঋষিচরিত গ্রন্থে তাহার স্থান কোথায়? অনেক শাস্ত্রেই তাঁহার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় সমস্ত পুরাণেই তাঁহার গুণকীর্ত্তন পরিদৃষ্ট হয়। বহু ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহার অনেক অমূল্য উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। তিনি বহু শাস্ত্রগ্রন্থের বক্তা। ভক্তিপথের আচার্য্য ও আদিগুরুগণের মধ্যে এক জন প্রধান ব্যক্তি। ইনি পরম ভাগবত। বেদব্যাস ইহাঁরই প্রেরণা, কৃপা ও উপদেশে ভক্তিশাস্ত্রের শিরোভূষণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিয়াছেন। দেবর্ষি এক দিন পর্য্যটন করিতে করিতে বদরিকাশ্রমে ব্যাসদেবের তপোবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সত্যবতীসুত বিষণ্নমনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহাকে এই প্রকার অবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া দেবর্ষির মনে করুণার উদয় হইল। তিনি অর্চ্চিত ও আসনে সমাসীন হইয়া মহর্ষিকে তাঁহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেব বলিলেন, ভগবন্! আমি কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। এখনও যেন আমার কিছু অভাব রহিয়াছে। কেন যে আমার চিত্তের এই প্রকার অবস্থা হইয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও আমি তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি সর্ব্বলোকপিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তার পুত্র; আপনার অগোচর কিছুই নাই। আপনি আমার এই বিষাদের কারণ বিবৃত করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। বেদব্যাসের বাক্য

শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি বলিলেন, হে সত্যবতীনন্দন! তোমার প্রণীত গ্রন্থে বাহুল্যভাবে কর্ম্মকাণ্ডের কথাই বিবৃত হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তি যাহা জীবের ত্রিতাপ নষ্ট করিয়া হরিপাদপদ্মে বিমলা রতি উৎপাদন করে, তুমি সেই ভক্তির মহিমা বিশেষভাবে বর্ণনা কর নাই। দেখ, ভক্তির তুল্য আর কিছুই নাই। ভক্তিদেবীর কৃপাভিন্ন মানুষ কিছুতেই কৃতার্থতালাভ করিতে পারে না। সুরধুনী গঙ্গার সুশীতল ধারার ন্যায় ভক্তির সুস্নিগ্ধ বিমল স্রোত যাঁহার চিত্তক্ষেত্রে নিরন্তর প্রবহমান, সেই ধন্য, সেই কৃতার্থ, সেই ভগবানের প্রিয়জন। শ্রীহরি সর্ব্বদা তাঁহার বশীভূত। সর্ব্বোপাধিবিনাশক ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তিবর্জ্জিত হইলে জীবের তৃপ্তিপ্রদ হয় না। তুমি সেই সর্ব্ববিঘ্ননাশিনী পরাশান্তি-প্রদায়িনী হরিভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণন কর; তাহা হইলেই তোমার চিত্তের সর্ব্বপ্রকার অপূর্ণতা ও অবসাদ অপনীত হইবে। ভক্তিদেবীর কৃপায় তুমি অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ ও পরাশান্তি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইবে। দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলেন। নারদ তাঁহাকে কৃপা করিয়া সমাধিস্থ হইতে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। অতঃপর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পবিত্র আসনে সমাসীন হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। তখন তাঁহার হৃদয়াকাশ আলোকিত করিয়া মায়াপতি ভগবান্ প্রকাশিত হইলেন। তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে ভক্তির নির্ম্মল উৎস উৎসারিত হইয়া তাঁহাকে সুস্নিগ্ধ করিল। তাঁহার সমস্ত অভাব, সমুদায় অপূর্ণতা বিদূরিত হইল। তিনি পরাশান্তিপ্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। এই সময়েই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন।

———:*:———

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক।

ব্রহ্মবিত্তম যোগাচার্য্য মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক ঋষিসমাজের পূজনীয়। ইনি এক জন প্রাচীন ঋষি। বেদেও ইহাঁর নামোল্লেখ আছে। বৈদিক মন্ত্রকর্ত্তা ঋষিদিগের মধ্যে ইনি অন্যতম ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ পাঠে জানিতে পারা যায় যে রাজর্ষি জনক যখন মিথিলার সিংহাসন অলংকৃত করিতেছিলেন, এই মহাপুরুষ সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। মিথিলাতেই তাঁহার শান্তরসাস্পদ তপোবন ছিল। অনল-সংকাশ ঋষিবৈখানসপূর্ণ দ্বেষহিংসাবিবর্জ্জিত সেই পবিত্র আশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর তপস্যাদ্বারা তিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিয়া ঋষি-দিগের বরণীয় হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ছিলেন। তিনি অনেক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। একাধারে তিনি স্মৃতিগ্রন্থের প্রণেতা, যোগশাস্ত্রের বক্তা এবং ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেষ্টা। তৎপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র অদ্যাপি মিথিলা প্রদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। মিথিলাবাসিগণ যাজ্ঞবল্কসংহিতার ব্যবস্থানুসারেই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্কদ্বারাই মিথিলার হিন্দুসমাজ অদ্যাপি অনুশাসিত হইতেছে। হিন্দুদিগের দায়াধিকারবিষয়ে তাঁহারই ব্যবস্থা প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের সর্ব্বত্র যাজ্ঞবল্ক-সংহিতোক্ত মিতাক্ষরার মতানুসারেই দায়তত্ত্বনির্ণীত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক বৃহদারণ্যক উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মবিদ্ রাজর্ষি জনক ও স্বীয় সহধর্ম্মিণী ললনারত্ন পতিব্রতা মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষির সেই সকল অমূল্য উপদেশ উক্ত গ্রন্থে লিখিত থাকিয়া তাঁহাকে অমরত্ব

প্রদান করিয়াছে। উপনিষদোক্ত সেই সকল উপদেশ পাঠ করিলে দেখা যায় যে অধ্যাত্ম জগতের কোন তত্ত্বই তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। জড় জগতের ন্যায় অন্তর্জগতের সমস্ত ব্যাপার তিনি দিব্যদৃষ্টি-দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেন এবং সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মকে দর্শন ও তাঁহাতে নিত্যযুক্ত হইয়া অমরত্ব ও ত্রিকালজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

একদা মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক বহুদক্ষিণ এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কুরু পঞ্চাল প্রভৃতি নানা প্রদেশ হইতে অগ্নিকল্প বহু ব্রাহ্মণ যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সেই স্থানের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সেই সকল দ্বিজবর্য্য জনককর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলে বিদেহরাজ তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে তপোধনগণ! আপনাদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মবাদী, তাঁহাকে আমি এক সহস্র স্বর্ণমণ্ডিতশৃঙ্গা পয়স্বিনী গাভি প্রদান করিবার অভিলাষ করিয়া এক স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যিনি ব্রহ্মবিত্তম তিনি এই সকল ধেনুগ্রহণ করিয়া গৃহে প্রেরণ করুন।. জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। কেহই ধেনুগ্রহণে অগ্রসর হইলেন না। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, তাঁহারাও সেই সভামধ্যে আপনাকে ব্রহ্মবিদ্‌শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ব্রাহ্মণদিগকে গাভী-গ্রহণে উদ্যমশূন্য দর্শন করিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক সন্নিহিত শিষ্যকে বলিলেন, বৎস! তুমি এই সকল গাভী লইয়া আমার গৃহে গমন কর। আচার্য্যের আদেশে শিষ্য গাভী লইয়া প্রস্থান করিলেন। যাজ্ঞবল্কের এই কার্য্য ব্রাহ্মণদিগের মনঃপূত হইল না। তাঁহারা সাতিশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন, যাজ্ঞবল্কের এই কার্য্য অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞাপূর্ব্বক ধেনুগ্রহণ করিয়া সাতিশয় ধৃষ্টতাপ্রকাশ

করিয়াছেন। তিনি ভিন্ন এই সভায় ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্ আর কেহ কি উপস্থিত নাই। আর তিনি ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, ইহা তিনি কিরূপে জানিলেন? এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণ কোলাহল করিতে লাগিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক "নমকুর্ম্মো ব্রহ্মিষ্ঠায়" বলিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শান্ত করিলেন। সেই সভায় অশ্বল নামে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মিথিলাপতি জনকের ঋত্বিক। রাজার যাজক বলিয়া তাঁহার অত্যন্ত অহংকার ছিল এবং আপনাকে এক জন ব্রহ্মবিদ্ বলিয়াও অভিমান করিতেন। তিনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্কের কার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া স্পর্দ্ধাসহকারে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক প্রশ্ন করেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলে তিনি বিচারে ক্ষান্ত হইলেন। অতঃপর লহ্যপুত্র লাহ্যায়নি ভূজ্যু বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরাভূত হইলে চাক্রায়ন উষণ্ডের সহিত যাজ্ঞবল্কের বিচার হয়। যাজ্ঞবল্ককর্ত্তৃক সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদত্ত হইলে উষণ্ড বিচারে ক্ষান্ত হইলেন। উষণ্ডের পর কুষীতক্ বংশীয় কহোল বাগাড়ম্বরপূর্ব্বক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরাভূত হইলেন। কহোলকে নিরুত্তর দর্শন করিয়া বচক্নুর কন্যা বাচক্নবী গার্গী যাজ্ঞবল্কের সহিত বিচার আরম্ভ করিলেন। তিনি ব্রহ্মবিদ্ ও তত্ত্বদর্শী ছিলেন না; কেবল শাস্ত্রপাঠ করিয়াছিলেন। অধীত বিদ্যাদ্বারা কেহ ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিতে পারে না। তপস্যা ভিন্ন ব্রহ্ম-বিদ্যা কাহারও অধিগত হয় না। গার্গীর তপস্যা ছিল না; কাজেই তিনি অসাধারণ তপোবলসম্পন্ন দিব্যদৃষ্টি ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্কের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। অনন্তর অরুণের পুত্র আরুণি উদ্দালক বিচারে পরাস্ত হইলে যাজ্ঞবল্ক সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে দ্বিজগণ! যদি আপনাদিগের কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য

থাকে ত বলুন। আমি আপনাদিগের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব। কিন্তু কেহই তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না। তখন যাজ্ঞবল্ক তাঁহাদিগকে কয়েকটি প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু কেহই তাহার উত্তরপ্রদান করিতে পারিলেন না। এইরূপে সকলে পরাস্ত হইলে সমস্ত ব্রাহ্মণ তাহাকে ব্রহ্মবিত্তম বলিয়া স্বীকার করিলেন। যজ্ঞস্থলে সমুপস্থিত জনবৃন্দকর্ত্তৃক তিনি অভিনন্দিত হইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি রাজা, ঋষিসমূহ ও যজ্ঞদর্শনকারী জনগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া সানন্দমনে আশ্রমে গমন করিলেন।

অতঃপর তিনি গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের সংকল্প করিয়া মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নাম্নী পত্নীদ্বয়কে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা সমুপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন; আমি আর গৃহে থাকিব না। গার্হস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া আমি সন্ন্যাসী হইব। তোমরা প্রসন্নমনে আমাকে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। আর আমার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা তোমরা দুই জনে তুল্যরূপে ভাগ করিয়া লও। স্বামিবাক্যশ্রবণ করিয়া ললনারত্ন পতিব্রতা মৈত্রেয়ী বলিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে যে সকল ধন প্রদান করিবেন, তদ্দ্বারা কি আমি অমরত্বলাভ করিতে পারিব? পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বলিলেন, না; নশ্বর ধনরত্নদ্বারা মানুষ অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে না। তাহা লাভ করিবার পন্থা ভিন্ন। কেবল ব্রহ্মপ্রাপ্তি-দ্বারাই মানুষ অমর হইতে পারে। পতিবাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণা মৈত্রেয়ী বলিলেন, তবে এই সকল বস্তু লইয়া আমি কি করিব? আমি ইহার কিছুই গ্রহণ করিব না। যাহা প্রাপ্ত হইলে আমি অমর হইতে পারিব, আপনি দয়া করিয়া আমাকে সেই বস্তু প্রদান করুন। যাহাতে অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করিয়া আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি, আমাকে

সেই উপদেশ প্রদান করুন। ধর্ম্মশীলা পত্নীর এই সুসঙ্গত কথা শুনিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং তাঁহাকে ত্রিতাপহারী ভবরোগের একমাত্র ঔষধ ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি মৈত্রেয়ীকে যোগশিক্ষা প্রদান করেন। ভগবতী মৈত্রেয়ী ভর্ত্তার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া অষ্টাঙ্গ যোগসাধন করেন এবং তাহাতে সিদ্ধ হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন। তিনি যোগসম্বন্ধে পতির নিকট যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই গ্রন্থবদ্ধ হইয়া যোগীযাজ্ঞবল্ক নামে উক্ত হইয়াছে। মহর্ষি পতঞ্জলিপ্রণীত যোগদর্শন ব্যতীত যোগসম্বন্ধে যোগীযাজ্ঞবল্কের ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থ আর নাই। (১)

একদা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক বিদেহপতি রাজর্ষি জনকের নিকট উপস্থিত হন। জনক মহর্ষিকে যথোচিত পূজা করিয়া উপবেশনার্থ পবিত্র আসন প্রদান করিলেন। মহর্ষি রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ প্রদান পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। রাজর্ষি জনক সগুণ ব্রহ্মবিদ্ ছিলেন, তিনি মহর্ষির সহিত সেই বিষয়েই আলাপ করিতে লাগিলেন। রাজার কথা শেষ হইলে যাজ্ঞবল্ক বলিলেন, রাজন্! তুমি কেবল সগুণ ব্রহ্ম বিষয়েই বলিলে; নির্গুণ ব্রহ্মের কথা ত কিছু বলিলে না। রাজা নির্গুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। আর তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে তিনি যাহা জানেন, তাহাই শেষ। তদ্ব্যতীত জ্ঞাতব্য এবং প্রাপ্তব্য আর কিছুই নাই। এক্ষণে ঋষির বাক্য শুনিয়া বলিলেন, ভগবন্ ব্রহ্মতত্ত্ব আমি এই পর্য্যন্তই অবগত আছি। ইহার উপরে আরও যে জ্ঞাতব্য ও প্রাপ্তব্য বিষয় আছে, তাহা আমার বিশ্বাস

(১) অষ্টাঙ্গ যোগ যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। সমাধি দুই প্রকার— সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প।

ছিল না। এক্ষণে আপনার কথায় জানিতে পারিলাম যে ব্রহ্মজ্ঞান-সম্বন্ধে আমার জানিবার আরও অবশিষ্ট আছে। আপনি দয়া করিয়া আমাকে তাহা উপদেশ করুন। যাহাতে আমি সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিদ্ হইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারি, আপনি আমার প্রতি তদনুরূপ কৃপা করুন। আমি আপনাকে আমার গুরুপদে বরণ করিলাম। রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। মহর্ষির প্রসাদে রাজা জনক সর্ব্বদুঃখহারী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মায়া হইতে মুক্ত হইলেন। তাঁহার পঞ্চকোষ ভেদ ও সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি জীবন্মুক্ত ও অচ্যুত পদ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন।

শাস্ত্রে আর এক জন যাজ্ঞবল্কের বিবরণ উল্লিখিত আছে। ইনি মহাভারতবক্তা মহর্ষি বৈশম্পায়নের শিষ্য। বৈশম্পায়ন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট যজুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া যজুর্বেদ শিক্ষা করেন।

এক সময়ে ঋষিগণের মধে এই নিয়ম নিবদ্ধ হয় যে,

"ঋষির্যোঽদ্য মহামেরৌ সমাজে নাগমিষ্যতি।
তস্যৈবে সপ্ত রাত্রান্তু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি॥"

অদ্য মেরুশিখরস্থিত ঋষিসমাজে যে ঋষি সমাগত না হইবেন, সপ্ত রাত্রির মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইবে। মহর্ষি বৈশম্পায়ন কোন কারণ বশতঃ সেই সমাজে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। আশ্চর্য্য ব্যপার! ঋষিবাক্যের অমোঘত্বনিবন্ধন তিনি সপ্তরাত্রির মধ্যে অতর্কিতভাবে এক ব্রাহ্মণের প্রাণবিনাশ করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইলেন। অকস্মাৎ এই অভাবনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়াতে তাঁহার মনস্তাপের পরিসীমা রহিল না। ব্রহ্মহত্যা পাতকের ভীষণত্ব

চিন্তা করিয়া তিনি নিরতিশয় ব্যাকুল হইলেন। পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের জন্য তাঁহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। তখন তিনি শিষ্যদিগকে বলিলেন, বৎসগণ! আমি গুরুতর ব্রহ্মহত্যা পাপে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। তোমরা আমাকে এই পাপ হইতে উদ্ধার কর। তোমরা আমার প্রতিনিধি হইয়া পাপাপনোদনের জন্য তপস্যা করিলে আমার পাপক্ষালন হইবে।" শিষ্যগণ গুরু আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। যাজ্ঞবল্ক সেই সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন না। পরে আগমন করিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। তখন তিনি আচার্য্যকে বলিলেন, ভগবন্! আপনি যাঁহাদিগকে তপস্যা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, তাঁহারা অল্পশক্তি ও হীনবীর্য্য; অতএব তাঁহাদের দ্বারা আপনার অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আজ্ঞা করুন, আমি কঠোর তপস্যা করিয়া আপনার পাপ বিধ্বস্ত করিব। যাজ্ঞবল্কের এই গর্ব্বিত বচন শ্রবণ করিয়া বৈশম্পায়ন কোপসহকারে বলিলেন, তোমার ন্যায় ব্রাহ্মণ অবজ্ঞাকারী শিষ্যে আমার প্রয়োজন নাই; আমি তোমার মুখদর্শন করিব না। তুমি অবিলম্বে এ স্থান হইতে চলিয়া যাও। আর তুমি আমার নিকট যে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ কর। অভিমানী যাজ্ঞবল্ক গুরুর আদেশে অধীত সমস্ত বেদবিদ্যা তৎক্ষণাৎ উদ্গীরণ করিয়া ফেলিলেন। তত্রস্থ কয়েকজন ঋষি তিত্তিরী পক্ষী হইয়া সেই উদ্গীর্ণ বেদ গ্রহণ করিলেন। তদবধি সেই বেদভাগ কৃষ্ণযজুর্বেদ ও তৈত্তিরীয় শাখা নামে প্রসিদ্ধ হইল।

অতঃপর যাজ্ঞবল্ক বেদবিদ্যা অধিগত করিবার জন্য সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করেন। তাঁহার আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব বাজীরূপ-ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে বেদবিদ্যাপ্রদান করিলেন। সূর্য্যোপদিষ্ট এই বেদভাগ শুক্লযজুর্বেদ নামে অভিহিত। সূর্য্যের বাজ অর্থাৎ কেশর

হইতে নির্গত হইয়াছে বলিয়া এবং বাজ অর্থে অন্ন, সনি অর্থে ধন বুঝায়। যাজ্ঞবল্কের যথেষ্ট ধন ও অন্ন ছিল, এই কারণে তিনি বাজসনি নামে উক্ত হইতেন; এজন্য ইহার অপর নাম বাজসনেয়ীসংহিতা। যাজ্ঞবল্ক সূর্য্যের নিকট বেদপ্রাপ্ত হইয়া কণ্ব, মাধ্যন্দিন প্রভৃতি শিষ্যগণকে অধ্যয়ন করান। এই সকল শিষ্যের নামানুসারে কণ্ব মাধ্যন্দিন ইত্যাদি শাখার উদ্ভব হইয়াছে। কৃষ্ণযজুর্বেদেও শিষ্যসম্প্রদায়ের নামানুসারে চরক আধ্বর্য্যব প্রভৃতি শাখার নামকরণ হইয়াছে।

মহর্ষি বাল্মীকি।

পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষে রত্নাকর নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক বাস করিতেন। তিনি পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি ও আচারব্যবহার ব্রাহ্মণোচিত ছিল না। তিনি স্বীয় কুলধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের সর্ব্ববিধ সদাচার পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও উন্মার্গগামী হইয়া উঠিয়াছিলেন। জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তিনি নিন্দিত দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। গুপ্তস্থান হইতে অকস্মাৎ বহির্গত হইয়া লগুড়াঘাতে অসহায় পথিকদিগের প্রাণবিনাশ-পূর্ব্বক তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে তাঁহার অশুভ প্রাক্তনের অবসান হইয়া শুভ সময় সমুপস্থিত হইল। তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য পরমদয়ালু পিতামহ ব্রহ্মা ও দেবর্ষি নারদ তৎসকাশে আগমন করিলেন। রত্নাকর নরদেহধারী পদ্মযোনি ও নারদকে দূর হইতে দর্শন করিয়া দ্রুতপদে তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য দণ্ড উত্তোলন করিলেন। উদ্যতদণ্ড কৃতান্তরূপী সেই দস্যুকে নিরীক্ষণ করিয়া ভগবান্ কমলযোনি বাৎসল্যপূর্ণ মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, রত্নাকর তুমি জগৎপূজ্য পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন হইয়া এই প্রকার ঘৃণিত ও নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ কেন? যে পরিজনবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য তুমি এই গর্হিত পাপকর্ম্মে রত হইয়াছ, তাঁহারা কি তোমার সেই দুষ্কার্য্যের অংশগ্রহণ করিবেন? যাঁহাদের নিমিত্ত তুমি জনসমাজে নরহন্তা দস্যু ও মহাপাপী বলিয়া নিন্দিত হইতেছ এবং মৃত্যুর পর দারুণ যাতনা ভোগ করিবে, তাঁহারা কখনই তোমার

পাপকার্য্যের ভাগী হইবেন না। তোমার সমস্ত দুষ্কার্য্যের ফল তোমা-কেই ভোগ করিতে হইবে। তুমি যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছ, একবার তাহার পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখ। পরলোকে তোমাকে যে ঘোর দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, সে কথা কি তোমার মনে উদিত হয় না? ব্রহ্মার বাক্যশ্রবণ করিয়া রত্নাকরের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। এত কাল তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিতেছিলেন, কখনও ইহা তাহার নিকট অন্যায় ও অধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় নাই; অদ্য স্বয়ম্ভূর বাক্যে তাঁহার মনে পাপানুভূতির উদয় হইল। সৎসঙ্গের প্রভাবে তাঁহার প্রাণে পাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার সর্ব্ব-শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সাধুসঙ্গের অপূর্ব্ব মহিমা; মুহূর্ত্ত মাত্র সাধুসঙ্গদ্বারা মানুষ পরিত্রাণ লাভ করে, ঘোর পশুত্ব হইতে দেবপদবীতে আরূঢ় হয়। "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।" রত্নাকর সৎসঙ্গের গুণে যেন নবজীবন লাভ করিলেন। তাঁহার সম্মুখে যেন এক নূতন আলোক প্রকাশিত হইয়া তাঁহার পাপময় জীবনের ভীষণ ছবি তাঁহার নয়ন সমক্ষে উপস্থিত করিল। তিনি সেই ভীষণ চিত্র দর্শন করিয়া সাতিশয় ভীত ও কাতর হইলেন। তাঁহার হৃৎকম্প ও লোমহর্ষ হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার ভাবী পরিণামের ভয়ানকত্ব চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন।

এত কাল দস্যুবৃত্তি করাতে তাঁহার যে পাপরাশি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ফল তাঁহাকে একাকীই ভোগ করিতে হইবে, অথবা তাঁহার পিতামাতা ওপত্নী তাহার অংশগ্রহণ করিবেন, এ চিন্তা এক দিনের জন্যও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। সে সম্বন্ধে তিনি কখনও কিছু ভাবেন নাই। ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া এক্ষণে সে বিষয়েও তাঁহার মনে চিন্তার উদয় হইল। সত্যই কি একাকী তাঁহাকে সমস্ত পাপের ফল

ভোগ করিতে হইবে, পিতামাতা এবং পত্নী কি তাহার অংশগ্রহণ করিবেন না? না, কখনই এমন হইবে না। অবশ্যই তাঁহারা আমার পাপের অংশী হইবেন। তাঁহাদিগের ভরণপোষণের জন্যই ত আমাকে এই পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। অসাধুবৃত্তিদ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে যখন তাঁহাদিগের জীবিকানির্ব্বাহ হইতেছে, তখন তাঁহারা সেই দুষ্কৃতির ফলভাগী হইবেন না কেন? আর আমি তাঁহাদিগের একান্ত স্নেহভাজন। প্রাণাপেক্ষাও তাঁহারা আমাকে অধিক ভালবাসেন। আমার ক্লেশ দেখিলে কি তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিবেন? " এই প্রকার চিন্তা করিয়া রত্নাকর স্বয়ম্ভূকে বলিলেন, আমি একাকী সমস্ত পাপের ফলভোগ করিব কেন? আমার পিতা-মাতা ও পত্নী অবশ্যই আমার দুষ্কৃতির অংশভাগী হইবেন। তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই ত আমাকে এই গর্হিত নৃশংসবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে; তবে তাঁহারা আমার পাপের ভাগগ্রহণ করিবেন না কেন? আর তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকেন। আমার ক্লেশ দেখিলে তাঁহারা কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। ব্রহ্মা বলিলেন, এ কথা কি তুমি তাঁহাদিগকে কখনও জিজ্ঞাসা করিয়াছ? রত্নাকর বলিলেন, না; কেননা এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যকতা আমার মনে কখনও উদিত হয় নাই। ব্রহ্মা বলিলেন, গৃহে যাইয়া তুমি তোমার পিতামাতা ও পত্নীকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। তুমি প্রত্যাগত না হইলে আমরা এ স্থান পরিত্যাগ করিব না।

ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নাকর গৃহে গমন করিলেন। তিনি প্রথমে জনকজননীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে তাত! হে মাতঃ! আপনাদের ভরণপোষণের জন্য দস্যুবৃত্তিদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া আমি যে পাপসঞ্চয় করিতেছি, ইহার ফলভোগ কি একাকী

আমাকেই করিতে হইবে; অথবা আপনারা আমার দুষ্কৃতির অংশ গ্রহণ করিবেন? পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামাতা বলিলেন, বৎস! আমরা তোমার সদসৎ কোন কর্ম্মেরই ফলভাগী হইব না। তোমার কৃতকর্ম্মের ফল তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে। মানব যেমন একাকী জন্মগ্রহণ ও পরলোকে গমন করে, সেইরূপ তাহার সুকৃতি ও দুষ্কৃতির ফল তাহাকে একাকীই ভোগ করিতে হয়। কেহ কাহারও পাপপুণ্যের অংশগ্রহণ করে না। আর আমরা এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণপোষণ ও সেবা করা পুত্রের অবশ্য-কর্ত্তব্য ও পরম ধর্ম্ম। তুমি যখন শিশু ছিলে, আমরা তোমাকে লালন-পালন করিয়াছি। এক্ষণে তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছ, যে উপায়ে হউক তোমাকে আমাদিগের ভরণপোষণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে তোমার অধর্ম্ম হইবে। আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়া তুমি তোমার কর্ত্তব্যসম্পাদন ও পিতৃঋণ পরিশোধ করিতেছ। মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবামাত্র পিতামাতার নিকট ঋণে আবদ্ধ হয়; ইহাকে পিতৃঋণ বলে। এই ঋণ পরিশোধ করিতে মানবমাত্রই ধর্ম্মতঃ বাধ্য। তোমার কর্ত্তব্য ও ঋণের জন্য ধর্ম্মের নিকট তুমিই দায়ী। আমরা সেজন্য দায়ী হইব কেন? আর তুমি স্বইচ্ছায় দস্যুবৃত্তি-রূপ পাপানুষ্ঠানদ্বারা যে পাতকরাশি সঞ্চয় করিতেছ, তাহার ফল-ভোগ তোমাকেই করিতে হইবে। অপর কেহই তাহার অংশভাগী হইবে না।

অতঃপর রত্নাকর পত্নীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, প্রিয়ে! আমি যে দস্যুবৃত্তিরূপ পাপকার্য্যদ্বারা ধনসংগ্রহ করিয়া তোমার ভরণপোষণ করিতেছি, তুমি কি আমার সেই অধর্ম্মের ফল-ভাগী হইবে না? পত্নী বলিলেন, না; দস্যুবৃত্তিদ্বারা তুমি যে পাপ-

সঞ্চয় করিতেছ, তাহার ফল একাকী তোমাকেই ভোগ করিতে হইবে। আমি কথনই তাহার অংশগ্রহণ করিব না। তুমি আমার ভর্ত্তা; বিবাহসময়ে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া তুমি আমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়াছ। যে উপায়ে হউক তোমাকে আমার ভরণপোষণ করিতে হইবে। পত্নীকে ভরণপোষণ করেন বলিয়াই পতি ভর্ত্তা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। আর আমি ত তোমাকে অসৎবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে বলি নাই। তুমি স্বইচ্ছায় এই অসাধুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতেছ, ইহার জন্য আমি দায়ী হইব কেন?

জনকজননী ও পত্নীর নিকট এইরূপ অপ্রত্যাশিত বাক্য শ্রবণ করিয়া রত্নাকর অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। ভাবিপরিণামের নিদারুণ চিন্তায় তাঁহার শরীর ও মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। পাপের প্রচণ্ড-বহ্নি ভীষণ দাবানলের ন্যায় তাঁহার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল। অতীত পাপের ভয়ংকর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল। অনুতাপের মর্ম্মভেদী যাতনায় তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় তিনি সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ও দেবর্ষি নারদের নিকট আগমন করিলেন এবং সমস্ত বিবৃত করিয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহাদের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন! আত্মত্রাণের জন্য তিনি তাঁহাদিগের নিকট পুনঃ পুনঃ কাকুর্ব্বাদ ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইল। ভগবান্‌ ব্রহ্মা রত্নাকরের এই প্রকার কাতরতা দর্শন ও সকরুণ ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সান্ত্বনাপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার কুণ্ডলিনী জাগ্রত করিয়া চৈতন্যময় সিদ্ধ রামনাম প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! তুমি অনন্যকর্ম্মা হইয়া একাগ্রচিত্তে এই রামমন্ত্র জপ করিতে থাক। এই মন্ত্রের

প্রভাবে তোমার সমস্ত পাপ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সূর্য্যদেব উদিত হইলে যেমন অচিরে নিবিড় কুজ্ঝটিকাজাল লয়প্রাপ্ত হয়, অগ্নিকণা-স্পর্শে যেমন রাশীকৃত তূলা মুহূর্ত্তমধ্যে দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ ভগবানের নামের বলে তোমার সমুদায় পাপ সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। একমাত্র সদ্‌গুরুপ্রদত্ত মহামন্ত্রই জীবের প্রারব্ধ নষ্ট করিতে সমর্থ। ইহা ভিন্ন প্রারব্ধ বিনষ্ট হইবার আর উপায়ান্তর নাই। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় কেবল গুরুদত্ত নামের প্রভাবেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই নামের দ্বারাই মানব ত্রিগুণের অতীত হইয়া অচ্যুত ব্রহ্মপদ লাভ করে। যে দুরত্যয়া বিষ্ণুমায়া জীবগণকে নিয়ত বাসনাজালে জড়িত করিয়া বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিতেছেন, তাঁহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার নামই একমাত্র উপায়। তুমি প্রাণপণে নামসাধন করিতে থাক; ভগবান্ অবিলম্বে তোমাকে কৃপা করিবেন। তিনি মন্ত্রমূর্ত্তি; গুরুদত্ত নাম ও শ্রীহরি অভিন্ন। মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরমাত্মা রামচন্দ্র এই নামের ভিতর হইতে প্রকাশিত হইয়া তোমাকে দর্শনদানপূর্ব্বক ধন্য করিবেন। তোমার কোন ভয় নাই। গতপাপ স্মরণ করিয়া ভীত হইও না।

ভগবান্ কমলযোনি রত্নাকরকে রামনাম প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু পাপাধিক্যনিবন্ধন তাহা তাহার রসনায় উচ্চারিত হইল না। তখন সর্ব্বলোক পিতামহ তাঁহাকে মরাশব্দ জপ করিতে বলিলেন; রত্নাকর তাহাই জপ করিতে লাগিলেন। সদ্‌গুরু শিষ্যের কুণ্ডলিনী জাগ্রত করিয়া সিদ্ধমন্ত্রের সহিত যে শক্তি প্রদান করেন, সেই শক্তিই প্রকৃত মন্ত্র। অক্ষর মন্ত্র নহে; মন্ত্র শক্তি। সদ্‌গুরুপ্রদত্ত জীবন্ত মন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবান্ অদ্বৈতভাবে নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অত-এব সদ্‌গুরু যে নামই জপ করিতে বলুন না কেন, তাহাতেই

সাধকের মুক্তি হয়। তদ্দ্বারাই শিষ্য সিদ্ধিলাভ করিয়া অচ্যুতপদ প্রাপ্ত হন। শক্তিশালী মন্ত্রই একমাত্র মুক্তির হেতু। শক্তিশূন্য নাম কতকগুলি অক্ষরের সমষ্টিমাত্র। তাহাদ্বারা প্রারব্ধক্ষয় এবং ভগবৎ-পাদপদ্মলাভ হয় না। প্রজাপতি ব্রহ্মা রত্নাকরের অন্তরে যে শক্তি নিহিত করিলেন, তাহাই যথার্থ নাম। কাজেই 'রাম,' শব্দের পরিবর্ত্তে 'মরা' শব্দ জপ করিলেও রত্নাকরের অভীষ্টসিদ্ধির কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইল না।

সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া রত্নাকর সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্থির আসনে সমাসীন হইয়া ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত অনন্যচিত্তে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। কিছু কাল এইরূপ করিতেই তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরুদ্ধ হইল। তিনি বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া গেলেন। কত শীত, কত বর্ষা তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল; সমাধিযোগে নামের সহিত তন্ময় হইয়া থাকাতে তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। বাহ্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধ তিরোহিত হওয়াতে তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণার অনুভূতিও থাকিল না। তিনি স্থাণুর ন্যায় উদ্যমশূন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া নামসাগরে ডুবিয়া রহিলেন।

এইরূপে বহু কাল কঠোর তপস্যা করিবার পর তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল। তিনি সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলেন। ইষ্টদেবতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন। মন্ত্রের অভ্যন্তরে তদধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহাতে এমনই তন্ময় হইয়া গেলেন যে বল্মীকস্তূপে শরীর আবৃত হইয়া গেলেও তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি সমাধিযোগে ইষ্টদেবতায় সংযুক্ত হইয়া বিমল ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহু কাল গত হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা সেই স্থানে আগমন করিলেন। কিন্তু তিনি রত্নাকরকে তথায় দেখিতে পাইলেন না। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে রত্নাকর বল্মীকস্তূপের অভ্যন্তরে ইষ্টদেবতায় তন্ময় হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। তখন তিনি বল্মীকস্তূপ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন। রত্নাকর পুরোভাগে পরমারাধ্য গুরুদেবকে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিলেন। ভগবান্ পদ্মযোনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপ্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। তোমার অন্তর হইতে পাপের বীজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তুমি দেবদুর্ল্লভ ঋষিত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ। ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তুমি জীবন্মুক্ত হইয়াছ। বল্মীকস্তূপ হইতে দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিলে, এজন্য তুমি বাল্মীকি নামে অভিহিত হইবে। এইরূপে পিতামহ রত্নাকরকে উদ্ধার করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর মহর্ষি বাল্মীকি প্রসন্নসলিলা তমসা নদীর তীরে আশ্রম স্থাপন করিলেন। তাঁহার শান্তরসাস্পদ পবিত্র তপোবন গুরুসুশ্রূষানিরত শিষ্যমণ্ডলী ও উগ্রতপা তপস্বী বৈখানস প্রভৃতি সাধকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইল। তাঁহারা জীবন্মুক্ত মহর্ষির আশ্রয়ে বাস করিয়া সাধনভজনে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। (১)

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে একদা দেবর্ষি নারদ মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে আগমন করিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া মহর্ষি নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং পাদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। যথাবিধি অর্চ্চিত হইয়া আসনপরিগ্রহ

---

(১) কানপুরের অনতিদূরে বিঠুর নামক স্থানে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন ছিল।

করিলে তপোধন বাল্মীকি সেই কালত্রয়দর্শী দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজোত্তম! আপনি সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। ত্রিলোক মধ্যে আপনার অগম্য স্থান নাই। আপনি কি কোন স্থানে বিদ্বান্ গুণবান্ সত্যবাদী সচ্চরিত্র দৃঢ়ব্রত প্রিয়দর্শন ধর্ম্মপরায়ণ ও মহাবল পরাক্রান্ত কোন মনুষ্য নয়নগোচর করিয়াছেন? যদি দেখিয়া থাকেন ত সেই নরোত্তমের নামোল্লেখ করুন। আমার শুনিতে একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি বলিলেন, তপোধন! তুমি যে সকল সদ্গুণের কথা বলিলে, সাধারণ মানবে তৎসমুদায়ের একত্র সমাবেশ প্রায় সম্ভবপর হয় না! তবে এই সকল বরণীয় গুণমণ্ডিত মনুষ্য বর্ত্তমান সময়ে এই ভারতভূমিতে বিদ্যমান আছেন। অযোধ্যাপতি পুণ্যশ্লোক রামচন্দ্রই সেই নরদেবতা। তিনি আদর্শ ও পূর্ণ মনুষ্য। এই বলিয়া তিনি ধর্ম্মাত্মা কৌশল্যানন্দনের পবিত্র চরিত্র সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। দেবর্ষির নিকট রামচন্দ্রের বিশুদ্ধ জীবনের অমল ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বাল্মীকি নিরতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর দেবর্ষি মহর্ষিকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন।

নারদ প্রস্থান করিলে বাল্মীকি স্নানার্থ প্রসন্নসলিলা তমসাতীরে উপনীত হইয়া অনুগামী শিষ্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! প্রকৃতির কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছে। সজ্জনগণের নির্ম্মল অন্তঃকরণের ন্যায় সরিদ্বরা তমসার জল একেবারে আবিলতাশূন্য। নানাবিধ জলচর বিহঙ্গ ইহার বিমল সলিলে ক্রীড়া করাতে ইহার শোভা সমধিক মনোহারিণী হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি একাগ্রমনে নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক নির্দ্দয় ব্যাধ তীক্ষ্ণ শরাঘাতে মৈথুননিরত এক ক্রৌঞ্চকে সংহার করিল। ক্রৌঞ্চবধূ

বিহারসময়ে প্রিয়তমকে নিহত ও শোণিতলিপ্ত কলেবরে ভূপৃষ্ঠে পতিত দেখিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। করুণহৃদয় ঋষি বিহঙ্গকে নিষাদকর্ত্তৃক এইরূপ নির্দ্দয়ভাবে নিহত দর্শন করিয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চবধূর করুণস্বর ও ক্রন্দনধ্বনিতে তাঁহার কোমল অন্তঃকরণ দয়ায় গলিয়া গেল। এই সময়ে অজ্ঞাত-সারে নূতন ছন্দোবদ্ধ এক অপূর্ব্ব গাথা তাঁহার রসনা হইতে স্বতঃ উচ্চারিত হইল। * অকস্মাৎ এই প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব বিচিত্র গাথা তাঁহার বদন হইতে নির্গত হওয়াতে তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি বহু চিন্তা করিয়াও এই বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। পরে যথাবিধি স্নানাদি সুসম্পন্ন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

আশ্রমে উপনীত হইয়া তিনি নির্জ্জনে উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয় বদন-বিনির্গত গাথার বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা তথায় আগমন করিলেন। মহর্ষি পদ্মযোনিকে সমাগত সন্দর্শন করিয়া পাদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। প্রজাপতি আসনপরিগ্রহ করিলে মহর্ষি তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইয়া সেই ক্রৌঞ্চবধবৃত্তান্ত ও তদীয় রসনানির্গত গাথার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া বিধাতা সহাস্যবদনে বলিলেন, হে দ্বিজসত্তম! শোকের বিষম আবেগে তোমার বদন হইতে যে অপূর্ব্ব বাক্য নির্গত হইয়াছে, তাহা শ্লোক নামে কথিত হইবে। আমার সংকল্পপ্রভাবেই তোমার রসনা হইতে এই বাক্য আপনাহইতে

---

* মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকং অবধীঃ কামমোহিতম্॥

রে নিষাদ। তুই যে এই কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটীকে বধ করিলি, এই জন্য দীর্ঘকাল তোর প্রতিষ্ঠা থাকিবে না।

উচ্চারিত হইয়াছে। শ্লোকের এই অভিনব ছন্দ অনুষ্টুপ নামে প্রসিদ্ধ। এই নূতন ছন্দে তুমি সমগ্র রামচরিত রচনা কর। দেবর্ষির নিকট ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত যাহা তুমি শ্রবণ করিয়াছ, তদনুসারে তুমি রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান্ এবং রাক্ষসদিগের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা কর ; দেবর্ষি তোমাকে যাহা বলেন নাই, সেই সমস্ত অজ্ঞাত বিবরণও গ্রন্থরচনা সময়ে তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে। তোমার কাব্যের কোন অংশ মিথ্যা হইবে না। আপ্রলয় তোমার রচিত রামায়ণীকথা জনসমাজে প্রচারিত থাকিয়া তোমাকে অমর করিয়া রাখিবে। তোমার এই অমল কীর্ত্তি কদাচ বিলুপ্ত হইবে না। এই বলিয়া ব্রহ্মা মহর্ষির নিকট "মা নিষাদ" শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে মহর্ষি বাল্মীকি রামচন্দ্রের সমগ্র ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হইবার অভিলাষে নির্জ্জন স্থানে সমাসীন হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। তখন সমস্ত রামচরিত তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইতে লাগিল। ঘটনার পর ঘটনাগুলি তাঁহার দিব্যজ্ঞানের নিকট যেমন প্রকাশ পাইতে লাগিল, তেমনি তিনি তাহা অনুষ্টুপ ছন্দে লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে মহর্ষিকর্ত্তৃক সমগ্র রামায়ণ রচিত হইল।

নৃপকুলভূষণ রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য পবিত্রস্বভাবা নিরপরাধিনী গর্ভবতী জনকনন্দিনীকে নির্ব্বাসিত করিলে মহর্ষি স্বীয় আশ্রমে তাঁহাকে আশ্রয়প্রদান করিলেন। ভ্রাতৃআজ্ঞাপালননিরত লক্ষ্মণ শোকসন্তপ্তা সীতাদেবীকে তদীয় তপোবনসমীপে পরিত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে মহর্ষি তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া গেলেন এবং দুহিতৃ-নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পবিত্র সংসর্গে ও অকৃত্রিম বাৎসল্যে জানকীর পতিবিচ্ছেদ ক্লেশের অনেক লাঘব হইল।

অনন্তর পতিদেবতা বৈদেহী যথাসময়ে যমজ পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। মহর্ষি শিশুদ্বয়ের জাতকর্ম্মাদি যথাবিধি সুসম্পন্ন করিয়া তাহাদিগের কুশীলব নাম রাখিলেন। কুমারদ্বয় শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় তপোবনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মহর্ষি যথাসময়ে তাহাদিগের উপনয়নক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ করিয়া দিলেন। অসামান্য প্রতিভাশালী জানকীনন্দনদ্বয় অল্পদিনের মধ্যেই নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মহর্ষি শিষ্যদ্বয়কে কৃতবিদ্য ও অস্ত্রকুশল অবলোকন করিয়া যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে স্বপ্রণীত রামায়ণ অধ্যয়ন করাইলেন। বালকদ্বয় মহর্ষির নিকট সুললিত রামায়ণগান শিক্ষা করিয়া ত্রিতন্ত্রী প্রভৃতি বাদ্যসহযোগে মধুরস্বরে গান করিতেন।

রাজচক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র যখন অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি মহর্ষি বাল্মীকিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহর্ষি কুশীলবকে সঙ্গে লইয়া মহারাজ রামচন্দ্রের যজ্ঞে গমন করেন। যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া প্রিয়দর্শন কোকিলকণ্ঠ কুমারদ্বয় নানা স্থানে মহর্ষিবিরচিত সুললিত রামায়ণ গান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদিগের তানলয়বিশুদ্ধ মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। মহীপতি রামচন্দ্র কুশীলবের অপূর্ব্ব রামায়ণ গানের কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে রাজসভায় আনয়নপূর্ব্বক গান শ্রবণ করিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় বালকদ্বয়ের অসামান্য দক্ষতা ও কৃতিত্ব সন্দর্শন করিয়া তিনি সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং মহর্ষির নিকট তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বাল্মীকি যখন কুশীলবকে তাঁহারই অপত্য বলিয়া পরিচয়প্রদান করিলেন, তখন রাজপরিবারস্থ সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। রামজননী কৌশল্যা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া

প্রিয়তম পৌত্রদ্বয়কে অঙ্কে গ্রহণপূর্ব্বক স্নেহভরে বারংবার তাহাদিগের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। পিতৃব্যপত্নীগণ কুমারদ্বয়কে ক্রোড়ে লইয়া সাতিশয় আদর করিলেন। রাজভবন আনন্দভবনে পরিণত হইল। অরণ্যবাসী ঋষিশিষ্য এত দিন পরে আপনাদিগের প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হইলেন। অতঃপর মহর্ষি কুশীলবকে পিতৃহস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তপোবনে গমন করিলেন।

"কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরূঢ়কবিতাশাখম্ বন্দে বাল্মীকিকোকিলম্॥

মহর্ষি বিশ্বামিত্র।

——ঃ০ঃ— —

কান্যকুব্জপতি ধর্ম্মশীল গাধিরাজার সত্যবতী নাম্নী এক ধর্ম্মপরায়ণা সুন্দরী কন্যা ছিল। নরপতি তাঁহাকে মহর্ষি ঋচীকের হস্তে সমর্পণ করেন। গাধি অপুত্রক ছিলেন। অপত্যলাভের জন্য তিনি বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে রাজকুমারী সত্যবতী একদা পতিসন্নিধানে উপনীত হইয়া লজ্জাবনত বদনে বলিলেন, স্বামিন্! আমি পুত্রার্থিনী; যাহাতে আমার একটি ধর্ম্মশীল পুত্র উৎপন্ন হয়, দয়া করিয়া আপনি তাহার উপায়বিধান করুন। আর আমার পিতাও পুত্রধনে বঞ্চিত হইয়া অত্যন্ত মনোদুঃখে কালাতিপাত করিতেছেন। অনপত্যতানিবন্ধন তাঁহার মনে সুখের লেশমাত্র নাই। তিনিও যাহাতে একটী বংশধর পুত্র লাভ করিতে পারেন, আপনাকে তাহারও উপায় করিতে হইবে। পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তপোধন ঋচীক দুইটি দিব্যচরু প্রস্তুত করিলেন। চরুদ্বয়ের একটিতে ব্রহ্মতেজ ও অপরটিতে ক্ষাত্রতেজ নিহিত হইল। অতঃপর সত্যবতীকে আহ্বান-পূর্ব্বক তাঁহার হস্তে চরু দুইটি প্রদান করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! তোমাদের জন্য আমি এই দুইটি চরু প্রস্তুত করিয়া ইহার একটিতে ব্রাহ্মতেজ ও অন্যটিতে ক্ষত্রিয়শক্তি বিনিবেশিত করিয়াছি। তুমি ব্রহ্মতেজযুক্ত চরু ভোজন করিও এবং তোমার জননীকে ক্ষাত্রশক্তি-সমন্বিত চরু ভক্ষণ করিতে দিও; তাহা হইলেই তোমরা পুত্রবতী

হইবে। সত্যবতী চরু দুইটি লইয়া মাতার নিকট গমন করিলেন এবং ঋষি যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা জননীকে বলিলেন। কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজমহিষীর মনে হইল যে ঋষি সত্যবতীর জন্য নিশ্চয়ই উৎকৃষ্টতর চরু প্রস্তুত করিয়াছেন। তখন তিনি কন্যাকে বলিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে চরু পরিবর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মতেজযুক্ত চরু ভক্ষণ করিলেন। সত্যবতী ক্ষাত্রতেজসমন্বিত চরু ভোজন করিয়া সে কথা স্বামীকে গিয়া বলিলেন। পত্নীর নিকট চরু পরিবর্ত্তনের কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বলিলেন, তোমাদের এ কাজ ভাল হয় নাই। চরু পরিবর্ত্তিত হওয়াতে তোমার গর্ভে ক্ষত্রিয়গুণযুক্ত এবং তোমার মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণপ্রকৃতি পুত্র উৎপন্ন হইবে। ভর্ত্তার বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যবতী অত্যন্ত দুঃখিত ও শঙ্কিত হইলেন এবং স্বীয় কার্য্যের জন্য দুঃখ-প্রকাশ করিয়া বিনীতভাবে মহর্ষিকে বলিলেন, ভগবন! আমার গর্ভে যেন. ক্ষত্রিয়স্বভাব পুত্র উৎপন্ন না হয়। আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। তপোবলে আপনি অসাধ্যসাধন করিতে পারেন। আপনি কৃপা করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব আমার পৌত্রে সংক্রামিত করুন। সত্যবতীর বাক্যশ্রবণ করিয়া মহর্ষি বলিলেন, তাহাই হইবে। তোমার পৌত্রই ক্ষত্রিয়গুণবিশিষ্ট হইবে।

চরুভোজন করিয়া মাতা ও কন্যা অন্তঃস্বত্ত্বা হইলেন এবং যথা-সময়ে পরম সুন্দর দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন। গাধিনন্দনের নাম বিশ্বামিত্র রাখা হইল; ঋষিকুমার জমদগ্নি নামে অভিহিত হইলেন।

নরপতি পরম সমারোহে পুত্রের জাতকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিলেন। রাজ-কুমার শুক্লপক্ষের শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। বাল্যকাল অতীত হইলে নরপতি গাধি শিক্ষার জন্য পুত্রকে আচার্য্য-হস্তে অর্পণ করিলেন। আচার্য্যগণ বিশ্বামিত্রকে বিবিধ বিদ্যায়

সুপণ্ডিত করিয়া ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দিলেন। এইরূপে রাজনন্দন শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ও অস্ত্র পারদর্শী হইয়া পিতার আনন্দবর্দ্ধন করিলেন।

অতঃপর গাধিরাজ উপরত হইলে বিশ্বামিত্র পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন ও পুত্রের ন্যায় প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

একদা তিনি চতুরঙ্গ বলসমভিব্যাবহারে মৃগয়া করিতে করিতে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের তপোবনে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ আশ্রম সিদ্ধচারণ-গণে পরিপূর্ণ। অনলতুল্য ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিগণ উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছেন। জপহোমপরায়ণ জিতচিত্ত ব্রহ্মচারী ও বৈখানসগণদ্বারা ঐ স্থান নিয়ত অধ্যুষিত। মৃগগণ শার্দ্দূলের সহিত, মূষিক মার্জ্জারের সঙ্গে এবং ভুজঙ্গকুল নকুলের পার্শ্বে থাকিয়া বিশ্বস্ত ভাবে নিঃশঙ্কমনে ক্রীড়া করিতেছে। ঋষিকন্যাগণ বয়সের অনুরূপ কুম্ভ লইয়া বৃক্ষের আলবালে সলিল সেচন করিতেছেন। পক্ষীগণের আহারের জন্য ইতস্ততঃ নীবার তণ্ডুল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ফলপুষ্প-সমন্বিত লতাজালজড়িত বিবিধ তরুরাজি উহার চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। মহীপতি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবের ব্রহ্মলোকসদৃশ এই তপোবন সন্দর্শন করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর তিনি ব্রহ্মর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিনীতভাবে তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবার আসন প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইলে ঋষি নানাবিধ সুমিষ্ট বন্যফল-মূলদ্বারা তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিলেন। ভূপতি ঋষিপ্রদত্ত আতিথ্যগ্রহণ করিয়া তাঁহার তপস্যা, অগ্নিহোত্র, শিষ্য ও আশ্রম পাদপ সমূহের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বশিষ্ঠদেব তাঁহার প্রশ্নের যথা-

যোগ্য উত্তর প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, রাজন! আপনার রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল? প্রজাগণ ত আধিব্যাধিদ্বারা উপদ্রুত হইতেছে না? শত্রুগণ ত তোমার রাজশ্রী অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই? তোমার কোষ, বল, পুত্র পৌত্রগণ ত কুশলে আছে? বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বিশ্বামিত্র বিনীতভাবে তাহার যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিলেন।

অতঃপর ভগবান্ বশিষ্ঠ সহাস্যবদনে বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, রাজন! তোমরা অতিথি, অতএব সর্ব্বথা আমার অর্চ্চনীয়। অদ্য সৈন্যসহ তোমাকে আমার আশ্রমে অবস্থান করিতে হইবে। আমি তোমার ও সেনাসকলের সেবা করিব। বিশ্বামিত্র তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া সসৈন্যে তপোবনে অবস্থিতি করিলেন। বশিষ্টদেব তাঁহার হোম-ধেনু বিচিত্রবর্ণা নন্দিনীকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার উপর রাজার আতিথ্যসৎকারের ভার অর্পণ করিলেন। অসাধারণ শক্তিশালিনী নন্দিনী ঋষির আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ষড়্‌রস উৎপাদনপূর্ব্বক বিশ্বামিত্র ও তাঁহার সৈন্যদিগের আতিথ্য করিলেন। রসনাতৃপ্তিকর বিবিধ ভোজ্যপেয় উপভোগ করিয়া ভূপতি সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন।

নন্দিনীর লোকোত্তর শক্তি সন্দর্শন করিয়া বিশ্বামিত্রের মনে নিরতিশয় বিস্ময়ের উদয় হইল। ধেনুটী হস্তগত করিবার জন্য লালায়িত হইয়া তিনি বশিষ্টদেবকে বলিলেন; ভগবন্! আপনার এই ধেনুটি অলোকসামান্য প্রভাববিশিষ্টা। আমি আপনাকে এক লক্ষ পয়স্বিনী গাভী প্রদান করিতেছি, তৎপরিবর্ত্তে আপনি আমাকে নন্দিনী প্রদান করুন। বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বশিষ্টদেব বলিলেন, মহারাজ! আপনি লক্ষ ধেনুর কথা কি বলিতেছেন, ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রদান করিলেও আমি নন্দিনীকে ত্যাগ করিতে পারিব না। আমার যজ্ঞাদি

সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্ম নন্দিনীর অধীন। সর্ব্বকামপ্রদায়িনী নন্দিনী হইতেই আমার অগ্নিহোত্রাদি যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইহাকে দান করিলে আমার সে সমস্তই বিলুপ্ত হইবে। অতএব আমি নন্দিনীকে দান করিতে সর্ব্বথা অসমর্থ। এ বিষয়ে আপনি আমাকে অনুরোধ করিবেন না। মহাবল বিশ্বামিত্র বশিষ্ট-দেবকে তাঁহার অভিলাষ পূরণে একান্ত অসম্মত দেখিয়া বলপূর্ব্বক ধেনু-গ্রহণের বাসনা করিলেন। তিনি সৈন্যদিগকে বলিলেন,তোমরা নন্দিনীকে বন্ধন করিয়া রাজধানীতে লইয়া চল। রাজাজ্ঞায় সেনাগণ বশিষ্টদেবকে অগ্রাহ্য করিয়া নন্দিনীকে বন্ধন করিল এবং রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য কশাঘাত করিতে লাগিল। নন্দিনী রাজপুরুষগণকর্ত্তৃক প্রহৃত ও বিপুল বলসহকারে আকৃষ্ট হইয়াও একপদ বিচলিত হইলেন না। তিনি প্রভূত বলপ্রকাশপূর্ব্বক বন্ধন ছিন্ন করিয়া বশিষ্ঠদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গলদশ্রুলোচনে তাঁহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। নন্দিনীকে আহতা ও দীনভাবাপন্না অবলোকন করিয়া ব্রহ্মর্ষির কোমল অন্তঃকরণ দয়ায় গলিয়া গেল। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সকরুণ বাক্যে বলিলেন, বৎসে! আমি ক্ষমাসর্ব্বস্ব তপস্বী; এই এই দুর্বৃত্ত ক্ষত্রিয়ের অত্যাচার আমাকে নীরবে সহ্য করিতে হইবে। কেননা ইনি মহাবল পরাক্রান্ত ও বিশাল বাহিনীর অধিপতি। আর ইহাঁর প্রতি তপোবল প্রয়োগ করিয়া বহু যত্নোপার্জ্জিত তপস্যার ক্ষয় করিতেও আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। তুমি অলোকসামান্য শক্তিশালিনী; তুমিই এই উদ্ধত ক্ষত্রিয়ের দর্প বিচূর্ণ কর।

বশিষ্ঠদেবের আদেশ পাইয়া নন্দিনী তাঁহার শরীর হইতে নানা-জাতীয়, বহু সৈন্য উৎপাদন করিলেন। সেই বিপুল বল সসৈন্য বিশ্বামিত্রকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার সমস্ত সেনা ও পুত্রদিগকে নিহত

করিল। পুত্র ও সৈন্যসকল বিনষ্ট হওয়াতে গাধিনন্দন ভগ্নদন্ত বিষধরের ন্যায় সাতিশয় হতদর্প ও শ্রীহীন হইলেন। অপমানে মৃত-কল্প হইয়া লজ্জাবনত মুখে তিনি আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গেলেন এবং রাজধানীতে উপনীত হইয়া হতাবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি বশিষ্ঠদেবের ধ্বংস কামনায় সিদ্ধচারণ নিষেবিত সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি মহাসত্ত্বপরিপূর্ণ হিমাচলে সমুপস্থিত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্য ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখনও বৃক্ষের গলিত পত্র ভোজন, কখনও কেবলমাত্র জলপান, কখনও শুধু বায়ু ভক্ষণ করিয়া তপশ্চর্য্যা করিতে লাগিলেন। তিনি শীতাতপ দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হইয়া হিম ঋতুতে সলিলাভ্যন্তরে থাকিয়া এবং গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যবর্ত্তী হইয়া কঠোর সাধনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার তীব্র তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বরদশ্রেষ্ঠ আশুতোষ তৎসকাশে সমুপস্থিত হইলেন এবং প্রসন্ন বদনে বলিলেন, রাজন্! আমি তোমার তপস্যা ও ভক্তিতে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ কর। আমি যাঁহার প্রতি সদয় এবং যিনি আমার শরণাগত, জগতে তাঁহার কোন ভয় ও অভাব থাকে না। জগতের আদিপুরুষের এই প্রকার সদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র করজোড়ে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং বিবিধ স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে স্তব করিয়া বলিলেন, হে শরণাগত বৎসল! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে মন্ত্রের সহিত সরহস্য ধনুর্বেদ ও দিব্যাস্ত্র প্রদান করুন। ভগবান্ শঙ্কর বিশ্বামিত্রের বাসনা পূর্ণ করিলেন। তিনি তাঁহাকে ধনুর্ব্বেদ ও নানাবিধ অস্ত্রপ্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

মহাদেবের নিকট অস্ত্রলাভ করিয়া বিশ্বামিত্রের আনন্দের সীমা

রহিল না। তিনি দর্পভরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং মনে করিলেন, এবার আমার হস্তে বশিষ্ঠ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবেন। মহাদেবের নিকট হইতে আমি যে সকল দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছি, ইহার বেগধারণ করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন কেহই নাই। বশিষ্ঠ কিছুতেই এই সমস্ত রৌদ্রাস্ত্র হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি রুচির শরাসন গ্রহণ ও দিব্য রথে আরোহণ করিয়া বশিষ্ঠদেবের তপোবনে উপনীত হইলেন এবং বিবিধ অস্ত্রজাল বর্ষণপূর্ব্বক আশ্রম তরু সকল ভগ্ন ও তপোবনস্থ প্রাণী-গণকে বধ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী বৈখানস প্রভৃতি আশ্রম-বাসীগণ ভীতচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়নপর হইলেন। বশিষ্ঠদেব বিশ্বামিত্রের এই প্রকার অত্যাচার দর্শন করিয়া প্রলয়সময়ের বিধূম পাবকের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং যমদণ্ডসদৃশ ভীষণ দণ্ড উদ্যত করিয়া তাঁহার সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করিলেন। বিশ্বা-মিত্র বাছিয়া বাছিয়া মর্ম্মভেদী ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রসকল ব্রহ্মর্ষির উপর নিক্ষেপ করিয়াও তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। তন্নিক্ষিপ্ত একটি শরও ব্রহ্মর্ষির দেহস্পর্শ করিতে পারিল না। বশিষ্ঠ-দেব একমাত্র ব্রহ্মদণ্ডের সাহায্যে রাজার সমুদায় অস্ত্র নিরাকৃত করিলেন। দয়ার সাগর ক্ষমার অবতার ঋষি বিশ্বামিত্রের অস্ত্র ব্যর্থ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন। সামর্থসত্ত্বেও তিনি তাঁহার কোন অনিষ্ট করিলেন না। বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র পরাহত হইলে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও হীনদর্প হইলেন। তখন তিনি লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিলেন, ক্ষত্রিয় বলে ধিক্! ব্রহ্মতেজরূপ বলই যথার্থ বল। আমাকে এই সর্ব্বোত্তম ব্রহ্মবল লাভ করিতে হইবে। আমি কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণ হইব। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য যদি শরীর পাত

করিতে হয়, তাহাতেও আমি পশ্চাৎপদ হইব না। কোন বিঘ্নই আমাকে এই দৃঢ়সংকল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না।

এইরূপে তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া তিনি রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহিষীসমভিব্যাহারে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিবার পর তপস্যার অনুকূল এক পরম রমণীয় স্থান তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি সেই স্থানে আসনস্থাপন করিয়া ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এই স্থানে তাঁহার হবিষ্পন্দ মধুষ্পন্দ দৃঢ়নেত্র ও মধুরথ নামে ধর্ম্মপরায়ণ চারিটি পুত্র উৎপন্ন হয়।

এই সময়ে অযোধ্যানগরে কল্মাষপাদ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক নরপতি ছিলেন। তিনি একদা মৃগয়ায় গমন করিয়া সিংহ ব্যাঘ্রাদি অনেক প্রাণী বধ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জন্তুগণের অনুসরণ করাতে তিনি সাতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন! তখন তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া এক ব্যক্তির গমনযোগ্য আরণ্য পথ অবলম্বনপূর্ব্বক জলান্বেষণে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বশিষ্ঠদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মাত্মা শক্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। ঋষিকুমার বিপরীত দিক হইতে আগমন করিতেছিলেন। রাজা পুরোভাগে তাঁহাকে দর্শন করিয়া বলিলেন, আপনি আমার গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করুন। শক্তি ভূপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মিষ্টবাক্যে বলিলেন, মহারাজ! রাজা ব্রাহ্মণকে পথপ্রদান করিবেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে এই রূপই কথিত হইয়াছে এবং ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। অতএব আপনারই আমার পথপ্রদান করা উচিত। ঋষিকুমারের ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়াও রাজা ঔদ্ধত্যপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বাগ্বিতণ্ডা করিতে লাগিলেন। ঋষিনন্দন ধর্ম্ম পথানুসারী হইয়া পুনর্ব্বার রাজাকে পথ ছাড়িয়া দিতে

অনুরোধ করিলেন। ইহাতে রাজা দর্প ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া শক্তি্কে দণ্ডাঘাত করিলেন। রাজাকর্ত্তৃক প্রহৃত হওয়াতে শক্তি্ অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইলেন এবং রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি দারুণ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া রাক্ষসের ন্যায় আমাকে প্রহার করিলে, এই অপরাধের জন্য তোমাকে অদ্যাবধি নিশাচর হইয়া নরমাংস ভক্ষণপূর্ব্বক অতি কুৎসিতভাবে জীবনধারণ করিতে হইবে। এইরূপ অভিশাপপ্রদান করিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ঋষির শাপে রাজা রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

বিশ্বামিত্র এই বৃত্তান্ত জানিতেন। বশিষ্ঠদেবের সহিত বৈরসাধন করিবার ইহা উপযুক্ত সুযোগ মনে করিয়া তিনি রাজা কল্মাষপাদের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাকে ব্রহ্মর্ষির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হইয়া কল্মাষপাদ বশিষ্ঠ-দেবের শক্তি্ প্রভৃতি শত পুত্রের প্রাণসংহারপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে বশিষ্ঠকে নির্য্যাতন করিয়া বিশ্বামিত্র অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক এইরূপ নির্য্যাতিত ও উপদ্রুত হইয়াও ক্ষমাসর্ব্বস্ব বশিষ্ঠদেব তাঁহার কোন অনিষ্টচিন্তা করিলেন না। বিশ্বামিত্র তাঁহার এই অসাধারণ চরিত্রগৌরব এবং অপরিসীম ক্ষমা দর্শন করিয়া মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি ঋষির এত অনিষ্ট করিলাম, কিন্তু তিনি সমর্থ হইয়াও আমার কিছুমাত্র অহিতাচরণ করিলেন না। তাঁহাতে ও আমাতে কত প্রভেদ। তিনি কত মহৎ, আর আমি কত হীন। দেবতা ও অসুরে যত অন্তর, তাঁহাতে ও আমাতে তদপেক্ষাও অনেক অধিক পার্থক্য। মনে এই-রূপ চিন্তার উদয় হওয়াতে তিনি অত্যন্ত নির্ব্বেদযুক্ত হইলেন। ব্রহ্ম-

হত্যাজনিত পাপের দারুণ আত্মগ্লানিতে তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য তাঁহার অন্তরে বলবতী আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। তখন তিনি তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া অরণ্যে গমনপূর্ব্বক কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু কাল তপস্যা করিবার পর সমস্ত দিক্‌পালের সহিত ব্রহ্মা তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্! তোমার কঠোর সাধনে আমার সাতিশয় পরিতোষ হইয়াছে। তুমি তপোবলে রাজর্ষিলোক অধিকার করিয়াছ। এখন হইতে আমরা তোমাকে রাজর্ষি বলিয়া সম্বোধন করিব। এই বলিয়া পিতামহ অমরগণসহ সুরলোকে গমন করিলেন।

অনন্তর ইক্ষ্বাকু কুলোদ্ভব রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গগমনে সমুৎসুক হইয়া বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন, ভগবন্! আমি যাহাতে এই দেহ লইয়া সুরলোকে গমন করিতে পারি, আপনি যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তাহার উপায়বিধান করুন। আপনি তপোবলে সমস্তই করিতে পারেন। আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। আপনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই আমাকে অমরধামে প্রেরণ করিতে পারেন। রাজার কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজন্! তোমার এই অভিলাষ কখনই সুসিদ্ধ হইবে না। এই কার্য্য আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি তোমাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিতে পারিব না।

বিশ্বামিত্র এই ব্যাপার অবগত হইয়া বশিষ্ঠদেবকে অপদস্থ করিবার জন্য দর্পভরে ত্রিশঙ্কুর যাজনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজার স্বর্গলাভের জন্য বহু ব্যয়সাধ্য এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। কিন্তু তাহাতে নরপতির অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তিনি সশরীরে দেবলোকে গমন করিতে পারিলেন না।

বিশ্বামিত্র রাজাকে স্বর্গে প্রেরণ করিতে অসমর্থ হইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। নির্বৈর ঋষিকে অপদস্থ করিবার জন্য রাজার যজ্ঞ কার্য্যে ব্রতী হইয়া অতি অন্যায় করিয়াছেন, এই চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইল। এই গর্হিত কর্ম্মের জন্য তিনি সাতিশয় অনুতপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায় পুনর্ব্বার উগ্র তপঃসাধনে নিরত হইলেন। পবিত্র তীর্থ পুষ্করের মলাপহ তপঃক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক তিনি কঠোর সাধনে শরীর শুষ্ক করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অযোধ্যাধিপতি অম্বরীষ এক যজ্ঞ আরম্ভ করেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞপশু অপহরণ করাতে ঋত্বিকগণ বলিলেন, মহারাজ! আপনার যজ্ঞপশু অপহৃত হইয়াছে। আপনি হয় তাহার পুনরুদ্ধার করুন, নতুবা তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ একটি মনুষ্য ক্রয় করিয়া আনুন। পুরোহিতদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বহু ধন ও ধেনুপ্রদানপূর্ব্বক মহর্ষি ঋচীকের মধ্যমপুত্র শুনঃশেফ্‌কে ক্রয় করিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক যজ্ঞস্থলে যাত্রা করিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহারা পুষ্কর তীর্থে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শুনঃশেফ্ দেখিলেন, তাঁহার পূজ্যপাদ মাতুল বিশ্বামিত্র অন্যান্য ঋষিদিগের সহিত সেই স্থানে তপস্যা করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট গমন করিয়া বিষণ্ণ বদনে বলিলেন, মাতুল! এখানে আমার পিতামাতা বন্ধুবান্ধব কেহই উপস্থিত নাই। এই রাজা অম্বরীষ যজ্ঞে বধ করিবার জন্য আমাকে লইয়া যাইতেছেন। আপনি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি শরণাগত বৎসল; যে আপনার শরণগ্রহণ করে, আপনি সর্ব্বদাই তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। যাহাতে এই রাজার যজ্ঞবিঘ্ন না হয় এবং আমিও দীর্ঘজীবী

হইয়া তপোবলে স্বর্গলোক লাভ করিতে পারি, আপনি তাহার উপায়বিধান করুন।

স্নেহাস্পদ ভগিনীপুত্রের এইরূপ সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র তাঁহার পুত্রদিগকে বলিলেন, বৎসগণ! এই ঋষিকুমার বিপন্ন হইয়া আমার শরণগ্রহণ করিয়াছে এবং ইহার সহিত আমাদের সম্বন্ধও আছে; অতএব প্রাণপণে ইহার সাহায্য করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। ইহার পরিবর্ত্তে তোমরা কেহ অম্বরীষের যজ্ঞপশু হইয়া হুতাশনের তৃপ্তিসাধন কর। তোমরা সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ ও সৎ-কর্ম্মশীল; অতএব আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়া এই ঋষিকুমারের প্রাণরক্ষা ও দেবগণকে পরিতৃপ্ত করিতে কদাচ তোমাদিগের বিমুখ হওয়া উচিত নহে। কিন্তু পুত্রগণ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইল না। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিশাপপ্রদান করিলেন।

অনন্তর তিনি শুনঃশেফ্‌কে বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে দুইটি গাথা প্রদান করিতেছি; তুমি যখন যজ্ঞস্থলে যূপে আবদ্ধ হইবে, তখন এই দিব্য গাথাদ্বারা অগ্নি ইন্দ্র ও যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে আরাধনা করিও। তাহা হইলে তুমি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইবে। শুনঃশেফ্‌ তপোধন বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে দিব্য গাথাদ্বয় লাভ করিয়া অম্বরীষের সহিত যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলেন। ঋত্বিকগণ তাঁহাকে বধ করিবার জন্য রক্তমাল্য, রক্তাম্বর ও রক্তচন্দনে ভূষিত করিয়া যূপ-কাষ্ঠে আবদ্ধ করিলেন। শুনঃশেফ্‌ যূপে আবদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্র-প্রদত্ত দিব্য গাথাদ্বারা প্রথমে হুতাশনের পরে দেবরাজ ইন্দ্র ও যজ্ঞ-দেবতা বিষ্ণুর স্তব করিলেন। সুরপতি বিশ্বামিত্রোপদিষ্ট দিব্য গাথা-দ্বারা সংস্তুত হইয়া শুনঃশেফ্‌কে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা ও দীর্ঘজীবন প্রদান করিলেন।

দৃঢ়ব্রত বিশ্বামিত্রে বহু কাল পুষ্কর তীর্থে তপস্যা করিলেন। তিনি ব্রতান্তে কৃতস্নান হইলে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ তপস্যার ফল প্রদান করিবার জন্য দেবগণের সহিত তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, হে তপোধন! তুমি তপস্যার প্রভাবে অদ্যাবধি ঋষিত্ব লাভ করিলে। এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন।

বিশ্বামিত্র সুদুর্ল্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ কবিবার জন্য পূর্ব্ববৎ সুদুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বহু দিন গত হইলে একদা সুরসুন্দরী মেনকা পুষ্কর তীর্থে আগমনপূর্ব্বক স্নান করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিশ্বামিত্রের ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হইল। তিনি মেনকাকে বলিলেন, সুন্দরি! তুমি কৃপা করিয়া আমার এই আশ্রমে আগমন কর। তুমি এখানে অবস্থান করিলে ইহার শোভা সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইবে।

মেনকা ঋষির বাক্যে সম্মত হইয়া আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অপ্সরাসহবাসে বিশ্বামিত্রের দশ বৎসর অতীত হইল। মেনকা গর্ভবতী হইলেন। এইরূপে বিশ্বামিত্রের সুমহৎ তপোবিঘ্ন উপস্থিত হওয়াতে তিনি সাতিশয় লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, আমার এই তপোবিঘ্নসম্পাদন দেবতাদিগেরই কার্য্য। আমি এতদিন একেবারে হতজ্ঞান হইয়াছিলাম। কুলটাসংসর্গে যে আমার দশ বৎসর অতীত হইয়াছে, ইহা আমি কিছুমাত্র জ্ঞাত হইতে পারি নাই। এই কার্য্যে আমার অবলম্বিত ব্রতের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি যারপরনাই অনুতপ্ত হইলেন।

মেনকা ঋষির এই প্রকাব ভাব দর্শন করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। সে কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায়

দিলেন। মেনকা বিশ্বামিত্রসহযোগে অন্তঃস্বত্ত্বা হইয়াছিল; সে গমন-সময়ে হিমালয়পার্শ্বে মালিনীনদীতীরে প্রফুল্ল কমলিনীসদৃশ এক সুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়া তাহাকে সেই স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক স্বর্গে প্রস্থান করিল। বিহঙ্গগণ এই সদ্যজাতা কন্যার প্রাণ রক্ষা করে। অনন্তর কাশ্যপগোত্রসম্ভূত মহর্ষি কণ্ব দেখিতে পাইয়া সেই সদ্যপ্রসূত শিশুর লালনপালন করেন। পক্ষীগণদ্বারা রক্ষিত হইয়াছিল, এজন্য ঋষি কন্যার নাম শকুন্তলা রাখিলেন। কণ্বপালিতা শকুন্তলা রাজর্ষি দুষ্মন্তের সহিত পরিণীতা হইয়া রাজচক্রবর্ত্তী ভরতকে প্রসব করিয়াছিলেন।

মেনকা প্রস্থান করিলে মহাত্মা বিশ্বামিত্র সেই স্থান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উত্তর দিকে গমন করিয়া কৌশিকী নদীতটে আশ্রম স্থাপন করিলেন এবং কামপ্রবৃত্তি দমন করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উগ্র তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া পিতামহ ব্রহ্মা তৎসকাশে উপনীত হইয়া বলিলেন, তপোধন! আমি তোমার কঠোর তপস্যায় অত্যন্ত পরিতোষপ্রাপ্ত হইয়াছি। তোমাকে অতঃপর মহর্ষি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। আমার বরে তুমি মহর্ষিত্ব লাভ করিলে।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র ভগবান্ প্রজাপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক করজোড়ে বলিলেন, দেব! আপনি আমাকে সদাচারসম্পন্ন ক্ষমাসর্ব্বস্ব সর্ব্বপ্রাণীর সুহৃদ্ ব্রাহ্মণের অধিকার প্রদান করিলেন না; ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে আমি এখনও ইন্দ্রিয়-দমন করিতে পারি নাই। ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস! কারণসত্ত্বেও যদি তোমার চিত্তবিকার উপস্থিত না হয়, তবেই তুমি জিতেন্দ্রিয় হইবে। তুমি প্রাণপণে তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

তখন বিশ্বামিত্র ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ুভক্ষণদ্বারা প্রাণধারণপূর্ব্বক ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির মধ্যে, বর্ষাগমে অনাবৃত স্থানে এবং শীতকালে অহোরাত্রি সলিলাভ্যন্তরে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই প্রকার কঠোর তপস্যায় বহু দিন অতীত হইল।

অনন্তর তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র পরম রূপবতী রম্ভাকে বলিলেন, চারুহাসিনি! তুমি বিশ্বামিত্রের তপোবনে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রলুব্ধ কর। রম্ভা দেবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া সশঙ্কচিত্তে বলিল, শচীবল্লভ! সেই ঋষি অত্যন্ত উগ্রস্বভাব। আমি তাঁহার সাধনের বিঘ্ন উৎপাদন করিলে তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিবেন। দেবরাজ ইন্দ্র রম্ভাকে আশ্বাসবাক্যে সাহসপ্রদানপূর্ব্বক বিশ্বামিত্রের তপোবনে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্রের আদেশে রম্ভা মনোজ্ঞ বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়া ঋষির নিকট গমনপূর্ব্বক বিবিধ হাবভাব ও তানলয়বিশুদ্ধ সুমধুর সঙ্গীতদ্বারা তাঁহার চিত্তবিকার উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বর্গবেশ্যা রম্ভাকে নানা প্রকার বিলাসবিভ্রম ও বিবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পরে ইহা ইন্দ্রের চতুরতা বুঝিতে পারিয়া রম্ভাকে শাপ প্রদান করিলেন।

কাম ও ক্রোধ নিবন্ধন তপস্যার সমূহ ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তাঁহার মনে অত্যন্ত নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তখন তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমি আর কখনই ক্রোধের বশীভূত হইয়া কাহাকেও অভিশাপ প্রদান করিব না।, আমি এক্ষণে কুম্ভকযোগে ইন্দ্রিয় নিরোধ করিয়া শরীর শোষণ করিব। ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করিয়া আমি আর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিব না। এই প্রকার

সংকল্প করিয়া তিনি সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে গমন করিলেন এবং তথায় আসন স্থির করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কঠোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন। বহুবিধ বিঘ্ন তাঁহার মনকে আকুল করিয়া তুলিল। কিন্তু কিছুতেই তিনি বিচলিত বা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলেন না। প্রত্যুত ক্রোধের মূলোৎপাটন করিবার জন্য সুদুস্কর তপঃসাধন করিতে লাগিলেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া ভ্রূমধ্যে নিরোধ করিলেন। অবলম্বনশূন্য হওয়াতে ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়াভিমুখী গতি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। বহির্ম্মুখী বৃত্তি ধ্বংস হওয়াতে তাহারা একেবারে নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। তখন তাঁহার সকল প্রকার সংকল্প ও বিকল্প একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে তিনি বহু দিন অতিবাহিত করিয়া এক দিন ভোজনের জন্য অন্ন প্রস্তুত করিয়াছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র দ্বিজাতিবেশে তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া সেই অন্ন প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি সন্তুষ্টমনে সমস্ত অন্ন তাঁহাকে প্রদানপূর্ব্বক অভুক্তাবস্থায় মৌনাবলম্বী হইয়া রহিলেন। এইরূপে তিনি বহু কাল তীব্র তপোনুষ্ঠান করিলে দেবগণ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, পিতামহ! আমরা নানাবিধ উপায়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কাম, ক্রোধ ও লোভ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তপস্যার অনলে তাঁহার সর্ব্ব প্রকার পাপ ও সমস্ত বাসনা একেবারে ভস্ম হইয়া গিয়াছে। তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছেন। আপনি তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রদান করিয়া তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ করুন।

দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের সহিত বিশ্বামিত্রের নিকট আগমনপূর্ব্বক মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, হে

ব্রহ্মর্ষে! তোমার কঠোর তপস্যায় আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি তপোবলে দেববাঞ্ছিত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হইলে। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা একান্ত কঠিন। তুমি অদ্য সেই দেবদুর্ল্লভ পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলে। তোমার সমস্ত বিঘ্ন অপনীত হইল। তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিবে।

মহাত্মা বিশ্বামিত্র ভগবান্ ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, পিতামহ! আপনার কৃপায় যখন আমি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলাম, তখন আমার মধ্যে নিখিল বেদ স্ফূর্ত্তিলাভ করুক। আর ব্রহ্মবিত্তম বশিষ্ঠদেব আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে ব্রহ্মর্ষি বলিয়া অনুমোদন করুন। আপনারা দয়া করিয়া আমার এই অভিলাষ পূর্ণ করুন; নতুবা আমি পুনর্ব্বার কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইব। তখন ব্রহ্মার বরে তাঁহার মধ্যে নিখিলবেদ স্ফূর্ত্তিলাভ করিল। বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতাসকল তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইলে তিনি সমগ্র বেদের নিগূঢ় রহস্য, যথার্থ তাৎপর্য্য ও প্রকৃত অর্থ বোধগম্য করিতে সমর্থ হইলেন। ব্রাহ্মণের সমস্ত লক্ষণ তাঁহাতে প্রকাশিত হইল। তিনি ভগবান্ বশিষ্ঠের সহিত মৈত্রীস্থাপন করিয়া নিরতিশয় সুখী হইলেন। এইরূপে প্রজাপতি ব্রহ্মা মহামতি বিশ্বামিত্রের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দেবগণ-সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্রও ভগবান্ বশিষ্ঠকে অর্চ্চনা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং ঋষি ও শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া ভগবান্ বামনদেবের তপস্যাক্ষেত্র সিদ্ধাশ্রমে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশ্রমে বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

এই সময়ে তাড়কা নাম্নী এক বিকটাকারা রাক্ষসী মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমের সন্নিকটে এক গভীর অরণ্যে বাস করিয়া তপোবন-

বাসী মহর্ষিগণের প্রতি নানা প্রকার উপদ্রব ও যজ্ঞবিঘ্ন উৎপাদন করিত। ঐ রাক্ষসী সুবাহু ও মারিচ নামক পুত্রদ্বয়সমভিব্যাহারে তপোবনে গমনপূর্ব্বক অস্থি, মাংস, শোণিত প্রভৃতি অমেধ্য পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিত। মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিশাচরীকৃত উপদ্রব-নিবারণার্থ কোশলরাজধানী অযোধ্যানগরে গমনপূর্ব্বক রাজকুমার রাম ও লক্ষ্মণকে আনয়ন করিলেন। আগমন সময়ে তিনি রামচন্দ্রকে বলা ও অতিবলা নামে মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মন্ত্রের প্রভাবে বহু পর্য্যটনেও ক্লান্তিবোধ এবং ক্ষুৎপিপাসাজনিত ক্লেশানুভব হয় না এবং নিশাচরগণ কিছুতেই পরাজিত করিতে পারে না।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া তাড়কার বাসস্থান সেই ভীষণ অরণ্যসন্নিধানে উপনীত হইলেন। তাড়কা দূর হইতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া বিনাশবাসনায় দ্রুতবেগে তাঁহাদিগের দিকে আগমন করিতে লাগিল। মহর্ষি তদ্দর্শনে রামচন্দ্রকে তাহার প্রাণসংহার করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। ঋষির অনুজ্ঞায় মহাবল দাশরথি শরাসনে সুতীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া নিশাচরীর প্রাণ সংহার করিলেন। অনন্তর তাঁহারা তপোবনে উপনীত হইলেন। রাজকুমারদ্বয় মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হইলে ভগবান্ বিশ্বামিত্র তাঁহাকে যজ্ঞসংরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। মহর্ষিকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বীরযুগল শরকার্ম্মুক ধারণপূর্ব্বক যজ্ঞরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ঋষিগণ শূরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যাগারম্ভ করিলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইলে তাড়কানন্দন সুবাহু ও মারিচ যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রুধির, বসা প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপপূর্ব্বক যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। তখন মহাবীর রামচন্দ্র শরাসন আকর্ষণ করিয়া এক তীক্ষ্ণ বাণে সুবাহুর প্রাণসংহার এবং আর এক শরে

মারিচকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। সুবাহু ও মারিচের অনুচরগণ সমুদায়ই শূরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইল। রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইলে নির্ব্বিঘ্নে আরব্ধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। যজ্ঞান্তে মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহাত্মা রামচন্দ্রকে বিবিধ দিব্যাস্ত্র প্রদান করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজর্ষি জনকের সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ দর্শনার্থী হইয়া রাম ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বিদেহরাজ্যে যাত্রা করিলেন। গমন-সময়ে তাঁহারা মহর্ষি গৌতমের আশ্রমে উপনীত হইলে বিশ্বামিত্র রামকে বলিলেন, বৎস রাম! গৌতমপত্নী অহল্যা ভর্ত্তৃশাপে প্রস্তরী-ভূত হইয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছেন; তুমি তাঁহাকে শাপমুক্ত কর। মহর্ষির আদেশে রামচন্দ্র অহল্যার নিকট সমাগত হইয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন। তাঁহার প্রসাদে ঋষিপত্নী অহল্যা শাপমুক্ত হইলেন।

অনন্তর তাঁহারা জনকপুরে উপনীত হইলেন। † মিথিলাপতি রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কুলপুরোহিত গৌতমনন্দন মহর্ষি শতানন্দকে পুরোবর্ত্তী করিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে অর্ঘ্য হস্তে তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন। পরে মহর্ষিকে সঙ্গে লইয়া রাজভবনে গমনপূর্ব্বক যথাবিধানে তাঁহার পূজা করিলেন। বিশ্বামিত্র উপবিষ্ট হইয়া সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজর্ষি জনক মহর্ষির কথার যথাযথ উত্তর প্রদানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন! অসি তূণ ও শরাসনধারী সিংহশাবকতুল্য এই বীরযুগল

* বর্ত্তমান ত্রিহুত প্রদেশে দ্বারভাঙ্গা জেলায় গৌতম ঋষির আশ্রম ছিল। যে স্থানে মহর্ষি গৌতমের তপোবন ছিল, এক্ষণে সেই স্থানকে অহল্যাস্থান বলে।

† জনকপুর এখনও বর্ত্তমান আছে। ঐ স্থান নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত। প্রতিবৎসর রামনবমীর সময় তথায় মেলা হইয়া থাকে।

কে? ইহাঁরা কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন? রাজকুমার-দ্বয়ের অসাধারণ বীরত্বব্যঞ্জক পরম সুন্দর রূপমাধুরী সন্দর্শন করিয়া অনুভূত হইতেছে যে ইহাঁরা অতি মহৎ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ! এই দুই রাজকুমারের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। পবিত্র রঘুবংশে ইহাঁরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাজসত্তম দশরথ ইহাঁদের জনক। ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র জ্যেষ্ঠা মহিষী কৌশল্যার গর্ভে ও শূরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ কনিষ্ঠা রাণী সুমিত্রার উদরে উৎপন্ন হইয়াছেন। আপনার গৃহে ভগবান্ শূলপাণির যে বিচিত্র শরাসন স্থাপিত আছে, আপনি ইহাঁদিগকে তাহা প্রদর্শন করুন। কার্ম্মুকদর্শনার্থী হইয়াই ইহাঁরা এই স্থানে আগমন করিয়াছেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিদেহরাজ জনক অনুচর-গণকে ধনুক আনয়ন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অবিলম্বে সেই অপূর্ব্ব শরাসন আনীত হইলে জনক বলিলেন, বৎস রাম! তুমি যদি এই ধনুকে জ্যাযোজনা করিতে পার, তাহা হইলে আমার অলোক-সুন্দরী কন্যা সীতাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব। জনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে গুণ যোজনা করিবার জন্য প্রভূত বলের সহিত আকর্ষণ করিলেন। বিপুলবলশালী রামচন্দ্রকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সেই সুদৃঢ় শরাসন দ্বিধা ভগ্ন হইয়া গেল। ধনুক ভগ্ন হইলে জনক নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া রামের সহিত সুমধ্যমা জানকীর বিবাহ দিলেন এবং তাঁহার অপরা কন্যা শুচিস্মিতা ঊর্ম্মিলা এবং ভ্রাতৃ-কন্যা সুলোচনা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত লক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পরিণয়ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে মহর্ষি

বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রমে ও রাজকুমারগণ সস্ত্রীক পিতার সহিত অযোধ্যায় গমন করিলেন।

মহাভারতে আছে, একবার দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টিনিবন্ধন ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। মহর্ষি বিশ্বামিত্র আহারাভাবে ক্ষুধায় অত্যন্ত পিড্যমান হইয়া চণ্ডালগৃহ হইতে পক্ক কুক্কুরমাংস অপহরণপূর্ব্বক শরীর রক্ষা করেন। পরে তপস্যাদ্বারা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন।

ইহাঁরই কোপে পতিত হইয়া অযোধ্যাধিপতি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্যভ্রষ্ট ও শ্মশানচণ্ডালের নিকট বিক্রীত হইতে হইয়াছিল। ইহাঁরই ঋণ পরিশোধের জন্য নরপতি প্রিয়তমা পত্নী রাজমহিষী শৈব্যা ও প্রাণাধিক পুত্র রাজকুমার রোহিতাশ্বকে এক ব্রাহ্মণের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অদ্যাপি বারাণসীধামে রাজা হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান বিদ্যমান থাকিয়া সেই করুণকাহিনীর স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রাণী শৈব্যার হৃদয়বিদারক দুঃখের কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। হিন্দুমাত্র সে বৃত্তান্ত অবগত আছেন, এ জন্য বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিলাম না।

মহর্ষি অগস্ত্য।
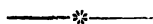
সুরসুন্দরী উর্ব্বশীকে দর্শন করিয়া চঞ্চলচিত্ত মিত্রাবরুণের স্খলিত-বীর্য্যের কিয়দংশ এক কুম্ভ মধ্যে পতিত হয়। তাহা হইতেই মহাতপা অগস্ত্য জন্মপরিগ্রহ করেন। কুম্ভ হইতে জন্মনিবন্ধন তিনি কুম্ভযোনি নামে বিখ্যাত হইয়া ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ তপোবল ছিল। তপস্যার প্রভাবে তিনি অনেক অলৌকিক ব্যাপার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মার সপ্ত মানসপুত্র তপোবলে যেমন সপ্তর্ষিমণ্ডল নামক নক্ষত্ররাজির, সুনীতিনন্দন ভক্ত-চুড়ামণি ধ্রুব সাধনবলে যেমন ধ্রুবতারার এবং চন্দ্রকুমার বুধ, সুরগুরু বৃহস্পতি ও অসুরাচার্য্য উশনা যেমন বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহের আধি-পত্য লাভ করিয়াছিলেন, মহাতপা অগস্ত্যও সেইরূপ অগস্ত্য নামক নক্ষত্রের অধিপতি হইয়াছেন। তিনি দারপরিগ্রহ ও অপত্যোৎপাদন-বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক নিয়ত তপশ্চর্য্যায় নিরত থাকিতেন।

একদা ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক গর্ত্তে অধোমুখে লম্বমান্ পিতৃগণকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে? কি কারণে অধোমুখে গর্ত্তে লম্বমান্ হইয়া দুঃখভোগ করিতেছেন? তাঁহারা বলিলেন, আমরা তোমার পূর্ব্বপুরুষ। তুমি দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদন না করাতে আমাদিগের এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি পুত্রোৎপাদন করিয়া আমাদের বংশরক্ষা কর, তাহা হইলেই আমরা এই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ

লাভ করিয়া সুখী হইতে পারি। পিতৃপুরুষগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অগস্ত্য বলিলেন, হে পূজ্যপাদ পিতৃগণ! আপনাদিগের এই প্রকার দুরবস্থা অবলোকন করিয়া আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম। আমি অবিলম্বে দারপরিগ্রহ ও সন্তানোৎপাদনে যত্নবান্ হইব।

পূর্ব্বপুরুষদিগকে আশ্বাসবাক্যে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্ব্বক তিনি উপযুক্ত পত্নীর অনুসন্ধানে নানা স্থানে পর্য্যটন করিলেন; কিন্তু কুত্রাপি অনুরূপা ভার্য্যা প্রাপ্ত হইলেন না। অনন্তর তিনি বিদর্ভরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া লোপামুদ্রা নাম্নী তাঁহার লাবণ্যবতী সুশীলা কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিলেন। রাজা উগ্রতপা মহর্ষির অসামান্য তপোবলের কথা স্মরণ করিয়া ভীতচিত্তে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে কন্যাদান করিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য বিধিপূর্ব্বক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া তৎসমভিব্যাহারে গঙ্গাদ্বারস্থ আশ্রমে গমন করিলেন। সাধ্বী লোপা-মুদ্রা তপস্বীভর্ত্তা লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি তপোবনে উপনীত হইয়া মহার্হ আভরণ এবং বিচিত্র সূক্ষ্ম বসন পরিত্যাগপূর্ব্বক চীর, বল্কল ও অজিন পরিধান করিয়া পতির যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইলেন। অনন্তর একদা মহর্ষি অগস্ত্য সেই পতিব্রতাকে ঋতুস্নাতা অবগত হইয়া নিকটে আহ্বান করিলেন। শুচিস্মিতা লোপামুদ্রা পতিসন্নিধানে উপনীত হইয়া লজ্জাবনতবদনে প্রণয়সম্ভাষণ পূর্ব্বক বলিলেন, স্বামিন্! আপনি যে উদ্দেশে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আমি তাহাতে অসম্মত নহি। কিন্তু তপস্বীজনসেব্য পবিত্র কাষায় বসন ও অজিন পরিধান করিয়া আপনার সহিত সঙ্গত হইতে পারিব না। তাহাতে এই সকল পবিত্র বস্তুর অমর্য্যাদা হইবে। আর পিতৃভবনে আমি যেরূপ বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিতাম, সেইরূপ বেশভূষা পরিধান এবং উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিতে আমার একান্ত

অভিলাষ হইয়াছে। আপনি কৃপা করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ করুন। পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বলিলেন, প্রিয়তমে! তোমার পিতা অবনীপতি; তাঁহার যেরূপ প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে, আমার তাহা নাই। সুতরাং তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? লোপামুদ্রা বলিলেন, ভগবন্! আপনি তপোবলে মুহূর্ত্ত মধ্যে ত্রিভুবনের যাবতীয় ধন আহরণ করিতে পারেন। আপনার অসাধ্য কি আছে? অগস্ত্য বলিলেন, সুন্দরি! তুমি যাহা বলিলে, তাহা অমূলক নহে। কিন্তু তপোবলে অর্থ আহরণ করিলে আমার তপঃক্ষয় হইবে। যাহা হউক আমি অন্য উপায়ে ধনসংগ্রহ করিয়া তোমার বাসনাপূর্ণ করিব। আমি অর্থ আহরণের জন্য বহির্গত হইলাম।

এই বলিয়া তিনি অর্থার্থী হইয়া নৃপসত্তম শ্রুতর্ব্বার নিকট উপনীত হইলেন। নরপতি মহর্ষি কুম্ভযোনিকে সমুপস্থিত দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলেন। মহর্ষি পূজা গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট হইলে রাজা তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি বলিলেন, মহারাজ! আমি ধনার্থী হইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। অতএব আপনি অন্যের ক্ষতি না করিয়া আমাকে যথাশক্তি ধনদান করুন। রাজা শ্রুতর্ব্বা মহর্ষিকে আপনার সমুদায় আয় ও ব্যয়ের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, তপোধন! আপনার অভিলাষানুরূপ ধন ইহা হইতে গ্রহণ করুন। মহর্ষি অগস্ত্য রাজার আয় ও ব্যয় সমান অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলেন, ইহাঁর নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিলে ইহাঁদিগের অতিশয় ক্লেশ হইবে। তখন তিনি নরপতি শ্রুতর্ব্বাকে সঙ্গে লইয়া ব্রধ্নশ্ব মহীপতির নিকট গমন করিলেন। রাজা ব্রধ্নশ্ব আপনার সমস্ত আয় ও ব্যয়ের বিষয় মহর্ষিকে জ্ঞাত করিলেন। মহর্ষি তাঁহারও আয়ব্যয় সমান জানিতে পারিয়া

তাঁহার নিকট অর্থ গ্রহণ করিলেন না। অনন্তর তিনি ভূপতিদ্বয়ের সহিত নৃপশার্দ্দূল ত্রসদস্যুর নিকট গমনপূর্ব্বক ধন প্রার্থনা করিলেন। রাজা ত্রসদস্যুও রাজ্যের আয়ব্যয় মহর্ষিকে জানাইলেন। রাজার আয়-ব্যয় সমান অবগত হইয়া ঋষি তাঁহার নিকটও অর্থ গ্রহণ করিলেন না। তখন নৃপতিগণ পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণপূর্ব্বক মহর্ষিকে বলিলেন, ভগবন্! দানবেন্দ্র ইল্বল প্রভূত ধনশালী। তাঁহার নিকট গমন করিলে নিশ্চয়ই আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। অনন্তর তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া ইল্বলের নিকট গমন করিলেন।

দানবরাজ ইল্বল মহর্ষি অগস্ত্য ও নৃপতিত্রয়কে সন্দর্শন করিয়া পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। * তৎপরে অতিথিগণের ভোজনের জন্য ছাগরূপী স্বীয় ভ্রাতা বাতাপিকে কর্ত্তন করিয়া তাহার মাংস উত্তমরূপে পাক করিলেন। রাজর্ষিগণ ছাগরূপী মহাসুর বাতাপির মাংস রন্ধন করা হইয়াছে, জানিতে পারিয়া সাতিশয় ভীত

* মণিমতি নামক পুরে ব্রহ্মঘাতী দুরাত্মা ইল্বলের বাসস্থান ছিল। বাতাপি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। একদা ইল্বল তপঃপ্রভাবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকে বলিল, ভগবন্। আমাকে বাসবতুল্য একটী পুত্র প্রদান করুন। ব্রাহ্মণ তাহার অভিলাষ পরিপূরণে অসম্মত হইলে পাপাত্মা দৈত্য অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইল। তদবধি সে জাত-ক্রোধ হইয়া স্বীয় অনুজ বাতাপিকে ছাগরূপী করত তাহার মাংস রন্ধনপূর্ব্বক আগন্তুক ব্রাহ্মণগণের জীবনসংহারার্থ ভোজন করিতে দিত। যেহেতু ইল্বলের বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে সে আহ্বানমাত্র মৃতপ্রাণী জীবিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইত। অনন্তর ইল্বল একদা পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণকে স্বভবনে সমাগত সন্দর্শন করিয়া বাতাপির মাংস উত্তমরূপে রন্ধন করিল। ব্রাহ্মণ সেই সুসংস্কৃত মাংস ভক্ষণ করিলে দুর্ব্বুদ্ধি অসুর তারস্বরে বাতাপীকে আহ্বান করিতে লাগিল। বাতাপি ভ্রাতাকর্ত্তৃক আহূত হইয়া ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশ ভেদ করত বহির্গত হইল। ব্রাহ্মণ কালকবলে নিপতিত হইলেন। এইরূপে সে নিয়ত ব্রহ্মবধ করিত।

ও বিষণ্ণ হইলেন। মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদিগকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, তোমাদিগের কোন আশঙ্কা নাই। আমিই বাতাপিকে ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিব। এই বলিয়া তিনি ভোজনার্থে এক উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। দানবেন্দ্র ইল্বল প্রফুল্লচিত্তে সহাস্য বদনে তাঁহাকে পরিবেশন করিতে লাগিল। মহর্ষি অগস্ত্য ক্রমে ক্রমে বাতাপির সমুদায় মাংস ভোজন করিলেন। আহারান্তে তিনি উপবিষ্ট হইলে ইল্বল বাতাপিকে আহ্বান করিতে লাগিল। তখন মুনিবর হাস্য করিয়া বলিলেন, দানবরাজ! তোমার ভ্রাতা বাতাপি আমার জঠরানলে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর তুমি তাহার সাহায্যে নিরপরাধ ব্রাহ্মণগণকে সংহার করিতে পারিবে না। মহর্ষির এই অলৌকিক কার্য্যে ইল্বল অত্যন্ত ভীত হইয়া অভিলষিত অর্থ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিল। ভূপতিত্রয়ও তাহাদ্বারা অর্চ্চিত হইলেন। মহামুনি অগস্ত্য নরপতিগণকে তাঁহাদিগের ভবনে প্রেরণ করিয়া আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর ইল্বলপ্রদত্ত ধনদ্বারা পত্নীর বাসনানুরূপ বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন। ভর্তৃসহবাসে ধর্ম্মচারিণী লোপামুদ্রা অন্তঃসত্ত্বা হইয়া যথাসময়ে দৃঢস্যু নামে এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র প্রসব করিলেন। তিনি কাষ্ঠের ভার বহন করিতেন বলিয়া ইধ্মবাহ নামেও অভিহিত হইতেন। মহর্ষি ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র লাভ করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলেন। তাঁহার পিতৃগণও অভিলষিত সদ্‌গতি লাভ করিলেন।

পুরাকালে কালকেয় নামক কতকগুলি যুদ্ধদুর্ম্মদ দানব বৃত্রাসুরকে অধিপতি করিয়া বিবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক মহেন্দ্র প্রভৃতি সুরগণকে চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করিল। অমরগণ বৃত্রাসুরবধে সমুৎসুক হইয়া পুরন্দরকে পুরঃসর করত কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার নিকট গমন-

পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বিপদবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ম্ভূ বলিলেন, দেবগণ! তোমরা যে উপায়ে বৃত্রাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি। দধীচি নামে এক পরম দয়ালু মহর্ষি আছেন। তোমরা সকলে তাঁহার নিকট গমন করিয়া বর প্রার্থনা কর। সেই ধর্ম্মাত্মা যখন তোমাদিগকে বরপ্রদান করিতে উদ্যত হইবেন, তখন তোমরা তাঁহাকে বলিবে, তপোধন! আপনি ত্রৈলোক্যের হিতের নিমিত্ত স্বীয় অস্থি প্রদান করুন। পরম কৃপালু ঋষি জগতের হিতের জন্য যোগবলে তনুত্যাগ করিয়া অস্থি প্রদান করিবেন। তোমরা দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে তদ্দ্বারা সুদৃঢ় শত্রুঘাতী বজ্র নির্ম্মাণ করাইবে। পুরন্দর সেই ভীষণ অস্ত্রদ্বারা অনায়াসে বৃত্রাসুরকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইবেন। তোমরা অবিলম্বে মহর্ষি দধীচির আশ্রমে গমন কর।

দেবগণ সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার আদেশে সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী মুনিবর দধীচির আশ্রমে গমন করিলেন। তাঁহারা মহর্ষির নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক বিধিনির্দ্দিষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন। সর্ব্বভূতকৃপালু ঋষি সুরগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া জগতের হিতের জন্য প্রসন্ন মনে তনুত্যাগ করিলেন। দেবগণ ঋষির অস্থি লইয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার হস্তে প্রদান করিলে তিনি তদ্দ্বারা ভীষণ বজ্রাস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। অতঃপর দেবরাজ পুরন্দর অমরগণসহ বৃত্রাসুরকে আক্রমণপূর্ব্বক অশনিপ্রহারে তাহার প্রাণসংহার করিলেন।

লোককণ্টক বৃত্রাসুর নিহত হইলে কালকেয়গণ দেবতাদিগের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত হইল। অনন্তর তাহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া ত্রিলোক বিনাশ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিল। অনেক চিন্তা ও বাগবিতণ্ডার পর তাহারা

এই মীমাংসায় উপনীত হইল যে তপস্যাই লোকস্থিতি ও বৃদ্ধির একমাত্র কারণ। তপস্যার উচ্ছেদসাধন করিতে না পারিলে লোকসমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। ব্রাহ্মণগণই তপস্যার অনুষ্ঠাতা; অতএব পৃথিবী ব্রাহ্মণশূন্য করা একান্ত প্রয়োজন। তপঃনিরত ব্রাহ্মণগণের অভাব হইলেই সংসার তপস্যাশূন্য হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা বিপুল উৎসাহের সহিত তপঃপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের প্রাণবিনাশে প্রবৃত্ত হইল। দুর্বৃত্তগণ রজনী-যোগে সাগরালয় হইতে বহির্গত হইয়া আশ্রম ও পুণ্যায়তনবাসী ঋষিগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। তাহারা বশিষ্ঠাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া একশত সপ্তনবতি বিপ্র ও অনেক তপস্বীর, মহর্ষি চ্যবনের তপোবনে গমন করিয়া ফলমূলাশী শতসংখ্যক ঋষির এবং মহামুনি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বিংশতি জন ব্রাহ্মণের প্রাণ সংহার করিল। পাপাত্মাদিগের উৎপাতে ঋষিদিগের তপোবন এবং পুণ্যস্থান সকল উৎসন্নপ্রায় হইয়া উঠিল। তপঃস্বাধ্যায়নিরত জপহোমপূজাপরায়ণ অনেক দ্বিজ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দানবগণ প্রতিদিন রাত্রিকালে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিত। প্রভাতসময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া শয়নগৃহ হইতে বহির্গত হইবামাত্র নিশাচরগণ-কর্ত্তৃক নিহত ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত তাপসগণের অস্ত্রহীন মৃতদেহ, রক্ত, মাংস, অস্থি, বসা, ভগ্নকলস, শ্রুব, অগ্নিহোত্র ইত্যাদি হতাবশিষ্ট ঋষিদিগের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইত। শান্তরসাস্পদ পুণ্যভূমিতে শ্মশানের এই প্রকার মর্ম্মভেদী বীভৎস দৃশ্য দর্শন করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত শোকাকুল হইতেন। যজ্ঞ, বেদপাঠ, তপস্যা, আনন্দোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সমস্ত জগৎ কালকেয়গণের ভয়ে সাতিশয় ব্যাকুল ও নিরুৎসাহ হইয়া উঠিল।

এইরূপে বিষম লোকক্ষয় উপস্থিত হইলে হতাবশিষ্ট মানবগণ যারপরনাই ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ পর্ব্বতগহ্বরে প্রবেশ করিল। কেহ কেহ নির্ঝরিণীসমীপে লুক্কায়িত হইয়া প্রাণরক্ষা করিল। সাহসী বীরপুরুষগণ ধনুর্ধারণ করিয়া যত্নসহকারে দানবগণের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু সাগরগর্ভে অবস্থিত থাকাতে কেহই তাহাদিগের সন্ধান জানিতে পারিলেন না।

দানবগণের দৌরাত্ম্যে পৃথিবী উৎসন্নপ্রায় এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও উৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ লুপ্তপ্রায় হইলে দেবগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন। দেবতাদিগের নিকট দারুণ প্রজাক্ষয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বলিলেন, সুরগণ! এই ভয়ঙ্কর লোক-ক্ষয়ের বিষয় আমার অপরিজ্ঞাত নাই। কালকেয়গণ অগাধ অর্ণবগর্ভে লুক্কায়িত থাকিয়া ভুবনোৎসাদনের জন্য নিশাভাগে নিরপরাধ ঋষি-গণের প্রাণসংহার করিতেছে। যত দিন তাহারা সাগরগর্ভে বাস করিবে, তত দিন কিছুতেই তাহাদিগকে নিপাত করিতে পারিবে না। অতএব তোমরা সমুদ্রশোষণের উপায় অবধারণ কর। তদ্ব্যতীত তাহাদিগকে বিনাশ করিবার আর উপায়ান্তর নাই। মহর্ষি অগস্ত্য ব্যতিরেকে অন্য কাহারও সিন্ধুশোষণ করিবার ক্ষমতা নাই। তোমরা তাঁহার শরণাগত হও

ভগবান্ নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ অগস্ত্যাশ্রমে গমন-পূর্ব্বক মহর্ষির শরণাপন্ন হইলেন। মুনিবর অগস্ত্য দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সিন্ধুতীরে সমুপস্থিত হইলেন এবং মহার্ণবের সমুদায় সলিল পান করিলেন। তখন সুরগণ বিবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক দানব-

দিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন। দেবতাদিগের নির্ঘাত প্রহারে বহুসংখ্যক অসুর ছিন্নবাহু ছিন্নমুণ্ড হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিল। হতাবশিষ্ঠ দানবগণ ভয়ে পাতালে প্রবেশ করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য দেবগণকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। দেবগণও সুস্থচিত্তে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। কালকেয়গণ নিহত ও পলায়িত হইলে জগৎ নিরাপদ ও নিরুদ্বিগ্ন হইল। আবার পূর্ব্ববৎ যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য ও উৎসবাদি ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল।

সূর্য্য প্রতিদিন অদ্রিরাজ সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করেন, তদ্দর্শনে বিন্ধ্যগিরি ঈর্ষাপরবশ হইয়া ভাস্করকে বলিলেন, তুমি প্রতিদিন যেমন সুমেরুকে প্রদক্ষিণ কর, সেইরূপ আমাকেও করিতে হইবে। দিবাকর বলিলেন, আমি স্বেচ্ছাক্রমে সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করি না। বিধাতার নিয়োগক্রমে আমাকে এই কার্য্য করিতে হয়। ভূধর সূর্য্যের বাক্যে অমর্ষপূর্ণ হইয়া তাহার গতিরোধ করিবার জন্য অতিশয় বৰ্দ্ধিতকলেবর হইলেন। দেবগণ বিন্ধ্যাচলের অত্যুন্নতি দর্শনে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক কলেবর খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত অনেক অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিন্ধ্যাচল তাঁহাদিগের কথায় সম্মত হইলেন না। তখন সুরগণ মহর্ষি অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইয়া ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। ভগবান্ কুম্ভযোনি অমরগণের অনুরোধে বিন্ধ্যাদ্রিসমীপে গমন করিয়া বলিলেন, ভূধর! কোন কার্য্যানুরোধে আমি দক্ষিণদিকে গমন করিব, অতএব আমাকে পথ প্রদান কর। আমি প্রতিনিবৃত্ত না হইলে তুমি কলেবর উন্নত করিও না। মহামুনি অগস্ত্য বিন্ধ্যগিরিকে এইরূপ নিয়মে আবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। তিনি অদ্যাবধি প্রত্যাগমন করেন নাই। ভাদ্র

মাসের প্রথম দিনে তিনি দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছিলেন, এজন্য ঐ দিনে কেহ কোথাও যাত্রা করে না। বিন্ধ্যপর্ব্বত মহর্ষির নিকট সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়া আর কলেবর বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মণ বংশসম্ভূত ভীমবিক্রম বৃত্রাসুর ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইলে ব্রহ্মহত্যা মূর্ত্তিমতি হইয়া চণ্ডালিনীর বেশে দেবেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতে লাগিল। পুরন্দর ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য মানসসরোবরস্থ মৃণালতন্তুর ভিতরে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। তিনি স্বর্গ পরিত্যাগ করিলে দেবরাজ্য অরাজক হইল। তখন ঋষিগণ দেবগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজর্ষি নহুষকে অমরগণের অধিপতি করিলেন। ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া নহুষের দুর্বুদ্ধির উদয় হইল। তিনি ইন্দ্রানীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন, দেবেন্দ্রানি! আমি এখন স্বর্গরাজ্যের অধিপতি; অতএক তুমি আমাকে ভজনা কর। ইন্দ্রানী ধর্ম্মলোপভয়ে সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট গমনপূর্ব্বক নহুষের দুরভিসন্ধি বিবৃত করিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। বৃহস্পতি ধর্ম্মশীলা শচীকে বলিলেন, নন্দিনি! তুমি নহুষকে বলিবে যে ঋষি বাহ্যযানে আরোহণ করিয়া আমার নিকট আগমন করিলেই আমি তোমার অঙ্কশায়িনী হইব। বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া পৌলমী নহুষকে বলিলেন, রাজন! আপনি ব্রাহ্মণবাহ্য যানে আরোহণ করিয়া আমার আবাসে সমুপস্থিত হইলেই আমি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিব। কামমোহিত নহুষ ইন্দ্রানীর বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্যপ্রমুখ ঋষিগণবাহ্য শিবিকায় আরূঢ় হইয়া শচীভবনে যাত্রা করিলেন। যানবহনকার্য্যে সম্পূর্ণ অনভ্যস্তনিবন্ধন ঋষিগণ অতি ক্লেশে তাঁহাকে বহন করিতেছিলেন। স্মরদুর্ম্মদ নহুষ তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে গমন করিতে দেখিয়া দ্রুতগমন জন্য সর্প সর্প, বলিয়া ত্বরাপ্রদান করিতে লাগিলেন। তপঃকৃশ

মহর্ষিগণ তৎকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও শীঘ্রগমনে সমর্থ হইলেন না। ইহাতে নহুষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মহর্ষি অগস্ত্যকে পদাঘাত করিলেন। পদদ্বারা আহত হওয়াতে ঋষির কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল! তিনি রোষকষায়িত লোচনে বলিলেন, দুরাত্মন! কামমদে মত্ত ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পূজ্যপাদ ঋষিদিগকে শিবিকাবহনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াও সন্তুষ্ট হইতেছ না; অর্চনার পাত্রদিগকে পদাঘাত করিতেছ। তোমার এই ঔদ্ধত্য ও অপরাধের সমুচিত দণ্ডভোগ করা উচিত। অপরাধের দণ্ড না হইলে ধর্ম্মের সেতু ভাঙ্গিয়া যায়। অতএব তুমি যেমন সর্প সর্প, বলিয়া নিরপরাধ ঋষিদিগকে পীড়ন করিতেছ, এই জন্য তোমাকে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া সর্পদেহ ধারণ করিতে হইবে। পাষণ্ড! তুমি এখনই স্বর্গচ্যুত হও। তোমার ন্যায় পাপীষ্ঠ স্বর্গধামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে কামাসক্ত নহুষ তৎক্ষণাৎ স্বর্গ-ভ্রষ্ট হইয়া সর্পযোনিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির-কর্তৃক শাপমুক্ত হইয়া পুনরায় স্বর্গে গমন করেন।

ভগবান্ রামচন্দ্র বনগমনসময়ে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন। ঋষি পরম সমাদরে তাঁহার আতিথ্যবিধান করিয়া তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রদত্ত দিব্য শরাসন, অমোঘশরপূর্ণ অক্ষয় তূণীর ও স্বর্ণ-কোষ ও কনকমুষ্টিযুক্ত অসি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার আশ্রম হইতে দুই যোজন দূরবর্ত্তী পঞ্চবটী নামক স্থানে বাস করিবার আদেশ করেন। *

পার্ব্বতীনন্দন স্কন্দের নিকট তিনি কাশীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া-ছিলেন। তাহাই গ্রন্থবদ্ধ হইয়া কাশীখণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছে।

---

* পঞ্চবটী নাসিক নগরের নিম্নস্থ গোদাবরী নদীর পর পারে অবস্থিত। তথায় ভগবান্ রামচন্দ্রের আবাসস্থান এখনও বর্ত্তমান আছে। তাঁহারা যে স্থানে বাস করিতেন, তথায় এক প্রস্তর মন্দির নির্ম্মিত হইয়া তাহাতে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অদূরে সীতাগুফা নামে একটি গভীর গহ্বর বিদ্যমান্ আছে।

প্রজাপতি কর্দ্দম।

—:০:—

মহর্ষি কর্দ্দম সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্ন হন। ভগবান্ কমল-যোনি প্রজাপতি কর্দ্দমকে প্রজাসৃষ্টি অর্থাৎ সন্তানোৎপাদন করিবার আদেশ প্রদান করিলে তিনি পবিত্র স্রোতস্বতী সরস্বতীতীরে সমাধি-যুক্ত হইয়া বহুকাল ভগবান্ হরির আরাধনা করেন। তাঁহার তপস্যা ও আরাধনাতে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন। প্রজাপতি কর্দ্দম ভক্তার্ত্তিহারী জগদীশ্বরকে নয়নগোচর করিয়া শ্রুতি-মধুর বিবিধ স্তুতিবাক্যে তাঁহার স্তব করিলেন। কর্দ্দম ঋষির স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান্ নারায়ণ মেঘগম্ভীর মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, হে দ্বিজসত্তম ! আমি তোমার তপস্যায় পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার অভিলাষ সম্পূর্ণ হইবে। তুমি অনুরূপা ভার্য্যা ও সন্তান-প্রাপ্তির জন্য আমার আরাধনা করিয়াছ, তোমার সে বাসনা অচিরে সিদ্ধ হইবে। আগামী পরশ্ব স্বায়ম্ভুব মনু মহিষী শতরূপা ও কন্যা দেবহূতির সহিত তোমার আশ্রমে আগমন করিবেন। মনুকন্যা দেবহূতি রূপগুণ ও শীলসম্পন্না। তিনি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। তিনিই তোমার ভার্য্যা হইবেন। মনু তোমার হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া তোমার মনোরথ পূর্ণ করিবেন। সেই মানবীর গর্ভে তোমার অনেকগুলি কন্যা উৎপন্ন হইবে। অনন্তর আমি তাঁহার জঠরে অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সাংখ্যবিদ্যা প্রকাশ করিব। পরে তুমি আমাতে নিখিল কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব হইলে আমার অচ্যুতপদ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবে। তুমি গার্হস্থ্যাশ্রমে

প্রবিষ্ট হইয়া জীবের প্রতি দয়া করিও। এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন।

ভগবান্ তিরোহিত হইলে ঋষিবর কর্দ্দম সরস্বতী নদীবেষ্টিত সেই বিন্দুসরোবরের তীরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ভগবন্নির্দ্দিষ্ট দিনে আদিরাজ মনু প্রজাপতি কর্দ্দমের আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি কর্দ্দমও পাদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর তিনি মহামতি মনুকে সাদর-সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন, রাজন! তুমি যদি এই জয়শীল রথে আরোহণপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন না কর, তাহা হইলে সমস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। তোমার জ্যানির্ঘোষ ও কার্ম্মুকধ্বনি শ্রবণ করিলে পাপীগণ ভীত হয়। তুমি যদি সসৈন্যে পরিভ্রমণ না করিতে তাহা হইলে ভগবান্ ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত যে সকল সেতু নিম্মাণ করিয়াছেন, তাহা কি বর্ত্তমান থাকিত? দস্যুগণ কোন্ কালে তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলিত। আপনার পর্য্যটন নিরর্থক নহে। আমার আশ্রমে আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? কর্দ্দমের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি-সত্তম মনু বলিলেন, আমার এই দুহিতা বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছে। ইহাকে এখন সৎপাত্রে ন্যস্ত না করিলে আর চলে না। দেবর্ষি নারদের, নিকট শ্রবণ করিলাম, আপনি দারপরিগ্রহের জন্য উৎসুক হইয়াছেন। আপনি আমার কন্যাটিকে গ্রহণ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। প্রজাপতি কর্দ্দম ভগবদ্বচন স্মরণ করিয়া মনুর বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন মহামতি মনু শাস্ত্র বিধানানুসারে মহর্ষি কর্দ্দমের সহিত দেবহূতির উদ্বাহক্রিয়া সুসম্পন্ন করিলেন। অনুরূপ বরে কন্যা সমর্পিত হওয়াতে তাঁহার ও তদীয় পত্নী শতরূপার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কন্যা ও জামাতাকে তাঁহারা অনেক যৌতুক

দিলেন। অতঃপর জনক জননী দেবহূতিকে মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা ও পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহারা স্বীয় রাজধানীতে গমন করিলেন।

পিতা মাতা প্রস্থান করিলে শুচিস্মিতা দেবহূতি সন্তুষ্টমনে পতি-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। জগজ্জননী পার্ব্বতী দেবী যেমন অনন্যমনে ভগবান্ শঙ্করের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, পতিব্রতা দেবহূতিও সেইরূপ একান্তভাবে পতিশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি ভর্ত্তার প্রতি বিশ্বাসস্থাপন, শৌচাবলম্বন, ইন্দ্রিয়দমন, সৌহৃদ্যপ্রদর্শন ও মিষ্ট বাক্য-প্রয়োগদ্বারা নিয়ত তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিতেন। ঐকান্তিক ভক্তি ও পরিচর্য্যায় মহর্ষি কর্দ্দম তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইলেন।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে অসাধারণ তপোবলসম্পন্ন তপোধন কর্দ্দম যোগবলে এক দিব্য রথ নির্ম্মাণ করিয়া পত্নীসহ তাহাতে আরোহণ-পূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঔরসে দেবহূতি বসু, অন-সূয়া শ্রদ্ধা, বহির্ভূ, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী ও শান্তি নাম্নী নয়টি কন্যা প্রসব করিলেন। প্রজাপতি কর্দ্দম কন্যাগণকে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিদিগের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। মরীচিকে বসু, অত্রিকে অন-সূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা, পুলস্তকে বহির্ভূ, পুলহকে গতি, ক্রতুকে ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী এবং অথর্ব্বাকে শান্তি প্রদত্তা হইল।

অতঃপর সৌভাগ্যবতী দেবহূতির গর্ভে ভগবান্ নারায়ণ কপিলরূপে অংশে অবতীর্ণ হইলেন। কপিলদেব জন্মগ্রহণ করিলে মহর্ষি কর্দ্দম পত্নীর অভিমতিঅনুসারে প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। যোগাগ্নিতে তাঁহার সমস্ত পাপ ও বাসনা সমূলে দগ্ধ হইয়া গেল। তিনি নিষ্পাপ ও গুণাতীত হইয়া বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিলেন।

ভগবান্ কপিলও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও বেদবিৎ হইলেন। জননী যাহাতে সংসারপাশ ছিন্ন করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন, তিনি তাঁহাকে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন। পুত্ররূপী নারায়ণের নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার সমস্ত বাসনা সমূলে বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি অচ্যুত পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। অতঃপর কপিলদেব ত্রিতাপক্লিষ্ট নরনারীর কল্যাণের জন্য সাংখ্যশাস্ত্র প্রচার করিয়া মোক্ষমার্গ সুগম করিয়া দিলেন। পরে জননীর আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক তপস্যা করিবার জন্য অরণ্যে গমন করিলেন। বিশুদ্ধস্বভাবা দেবহূতিও কপিলপ্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে বিগতকল্মষ ও আসক্তি-শূন্য হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিলেন। অযোধ্যাপতি সগরের ষষ্ঠি সহস্র পুত্র এই কপিলদেবের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। মহীপতি ভগীরথ কঠোর তপস্যাদ্বারা গঙ্গাদেবীকে ধরাতলে আনয়ন করিলে তাঁহারা সদ্গতিলাভ করেন।

মহর্ষি কশ্যপ।

সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি মরীচি প্রজাপতি কর্দ্দমের বসু নাম্নী দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। মহর্ষি কশ্যপ এই দম্পতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি প্রজাপতিদিগের মধ্যে অন্যতম। দক্ষপ্রজাপতির অদিতি, দিতি দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্টা, সুরসা ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি ও তিমি নাম্নী ত্রয়োদশ কন্যার ইনি পরিণেতা। এই সকল পত্নীর গর্ভে মহর্ষির বহু সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল। অদিতির গর্ভে ইহাঁর যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, দেবরাজ ইন্দ্র, সূর্য্য ও বামনদেব তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান। ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপ পরিগ্রহ করিয়া অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ভক্ত চূড়ামণি প্রহ্লাদের পৌত্র বিরোচননন্দন বলি বাহুবলে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট করেন। দেবগণ স্বর্গচ্যুত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে তিনি অদিতির গর্ভে বামনমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রাদুর্ভূত হন এবং বলির যজ্ঞে গমন করিয়া ত্রিপদ ভূমি ভিক্ষাচ্ছলে ত্রিলোক অধিকারপূর্ব্বক দেবতাদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ ও বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পবনদেব জন্মগ্রহণ করেন। দনুর গর্ভে সম্বর, বৃষপর্ব্বা প্রভৃতি দানবগণ উৎপন্ন হয়। এই বৃষপর্ব্বাদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে চন্দ্রবংশসম্ভূত রাজর্ষিসত্তম যযাতির পুরুনামে যে পুত্র সমুদ্ভূত হয়, তিনি পৌরব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মহর্ষি কশ্যপ গোত্রপতি ঋষি-দিগের মধ্যে এক জন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গোত্র কাশ্যপগোত্র নামে

অভিহিত। এই গোত্রে কণ্ব নামে এক জন অসাধারণ তপোবলসম্পন্ন ব্রহ্মবিদ্ ঋষি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। দুষ্মন্তমহিষী পতিব্রতা শকুন্তলা ইহাঁরই আশ্রমে প্রতিপালিতা।

মহর্ষি সম্বর্ত্ত।

ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি অঙ্গিরা কর্দ্দমদুহিতা ধর্ম্মশীলা শ্রদ্ধার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে মহর্ষির উতথ্য, বৃহস্পতি ও সম্বর্ত্ত নামে তিন পুত্র সমুৎপন্ন হয়। ভগবান্ অঙ্গিরার তিন পুত্রই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ বেদবিদ্ ও প্রভূত তপোবলসম্পন্ন ছিলেন। বৃহস্পতি ও সম্বর্ত্তের মধ্যে সৌভ্রাত্র ও সৌহৃদ্যের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। এক পিতার সন্তান দেবতা ও অসুরদিগের ন্যায় অঙ্গিরানন্দনদ্বয় পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। এক জন অন্য জনের সহিত নিয়ত স্পর্দ্ধা করিতেন। বৃহস্পতিকর্ত্তৃক বারংবার নিপীড়িত হইয়া মহর্ষি সংবর্ত্ত সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগম্বরবেশে অরণ্যে গমন করেন। ঐ সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র দৈত্যদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া মহামতি বৃহস্পতিকে দেবতাদিগের পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহর্ষি অঙ্গিরা নরপতি

করন্ধমের কুলপুরোহিত ছিলেন। করন্ধমের পুত্র অবিক্ষিৎ। প্রবল প্রতাপ মরুত্ত সেই নৃপশ্রেষ্ঠ অবিক্ষিতের তনয়। রাজকুমার মরুত্ত রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। দেবেন্দ্র সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে স্পর্দ্ধা করিতেন। তিনি যত্নবান্ হইয়াও মরুত্তকে অতিক্রম করিতে পারিতেন না। পরিশেষে তিনি তাঁহাকে অতিক্রম করিবার মানসে বৃহস্পতিকে আহ্বানপূর্ব্বক দেবগণসমক্ষে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হন, তাহা হইলে কখনও মরুত্ত রাজার পৌরহিত্য করিতে পারিবেন না। আমি ত্রিলোকের অধিপতি, মরুত্ত কেবল মর্ত্ত্যলোকের অধীশ্বর। অতএব আপনি মৃত্যু-বিহীন সুরগণের যাজক হইয়া কিরূপে মৃত্যুর বশবর্ত্তী মরুত্ত রাজার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করিবেন? আপনি যদি তাঁহার পৌরহিত্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমার পৌরহিত্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। দেবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃহস্পতি বলিলেন, দেবেন্দ্র! তুমি জীবগণের অধিপতি। তোমা হইতেই দৈত্যগণের দর্পচূর্ণ হইয়াছে। নমুচি, বৃত্র প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যসকল তোমার হস্তেই নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বদা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যবাসী দিগের ভরণপোষণ করিতেছ। তোমার পৌরহিত্য সম্পাদন করিয়া আমি কিরূপে মর্ত্ত্যলোকস্থিত মরুত্ত রাজার যাজনক্রিয়া স্বীকার করিব? আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি যে আমি কদাচ মনুষ্যের যজ্ঞকার্য্যে শ্রুব গ্রহণ করিব না। আমার এই অঙ্গীকার-বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না। বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্র পরিতুষ্ট হইলেন।

সুরাচার্য্য বৃহস্পতি এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিলে নরপতি মরুত্ত তাহা জানিতে পারিলেন। তখন তিনি এক সুসমৃদ্ধ বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া বৃহস্পতিসমীপে গমনপূর্ব্বক বলিলেন, ভগবন্! আপনি আমার কুলপুরোহিত। আমি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার অভিলাষে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনি আমার যজ্ঞ সমাধান করুন।

তখন বৃহস্পতি বলিলেন, বৎস! আমি দেবরাজের পৌরহিত্যে বৃত হইয়া তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে কদাচ মনুষ্যের যাজনক্রিয়া করিব না। মাদৃশ লোকের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করা কদাচ উচিত নহে। অতএব আমি তোমার যাজ্যক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারিব না। মরুত্ত বলিলেন, মহাত্মন্! আমি আপনার পৈতৃক যজমান্। আর আমি আপনাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকি। অতএব আমাকে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিত নহে। আপনাকে অবশ্যই আমার যাজনক্রিয়া করিতে হইবে। বৃহস্পতি বলিলেন, রাজন্! আমি অমরদিগের পুরোহিত হইয়া কিছুতেই তোমার যাজনক্রিয়া করিতে পারিব না। অতএব তুমি আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া যাহাকে অভিলাষ হয়, যজ্ঞে বরণ কর।

বৃহস্পতি এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিলে নরপতি মরুত্ত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি দেবর্ষিকে অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিষণ্ণভাবে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান রহিলেন। দেবর্ষি তাঁহাকে সাতিশয় বিষাদযুক্ত সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! অদ্য তোমাকে ঈদৃশ নিরানন্দ দেখিতেছি কেন? কোন অমঙ্গল হয় নাই ত? তোমার অপ্রসন্নতার

কারণ কি? বক্তব্য হইলে আমার নিকট ব্যক্ত কর; আমি সাধ্যানুসারে তোমার দুঃখাপনোদন করিব। দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া মরুত্ত বলিলেন, ভগবন্! আমি যজ্ঞ করিবার অভিলাষে যজ্ঞীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণপূর্ব্বক আমাদিগের কুলপুরোহিত মহাত্মা বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ইহাই আমার বিষাদের কারণ। রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি বলিলেন, মহারাজ! তুমি বিষণ্ণ হইও না। মহর্ষি অঙ্গিরার কনিষ্ঠ পুত্র পরম ধার্ম্মিক সংবর্ত্তকে আনয়নপূর্ব্বক যজ্ঞে বরণ কর। তিনি তোমার যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন। নরপতি মরুত্ত দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তপোধন! আপনি আমাকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া আমার প্রাণদান করিলেন। এক্ষণে মহাত্মা সম্বর্ত্ত কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন? কোথায় গমন করিলে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হইবে। দেবর্ষি বলিলেন, মহারাজ! মহর্ষি সম্বর্ত্ত উন্মত্তের ন্যায় দিগম্বর হইয়া বিশ্বেশ্বর দর্শনাভিলাষে বারাণসীতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তুমি তথায় গমনপূর্ব্বক বিশ্বনাথের মন্দিরের দ্বারদেশে এক মৃতদেহ সংস্থাপন কর। যিনি প্রাতঃকালে বিশ্বেশ্বর দর্শনার্থ তথায় সমাগত হইয়া সেই মৃতদেহ দর্শন করিবামাত্র প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তিনিই অঙ্গিরানন্দন তপোধন সম্বর্ত্ত। ঐ মহাত্মা শবদর্শনান্তর যে দিকে গমন করিবেন, তুমি অবিচারিতচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিবে। পরে কোন নির্জ্জন স্থানে উপনীত হইলে তুমি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কাহার নিকট আমার বিষয় অবগত হইলে তাহা হইলে বলিবে, আমি দেবর্ষি নারদের নিকট আপনার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছি।

দেবর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি মরুত্ত তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক বারাণসীতে উপনীত হইলেন এবং দেবর্ষির উপদেশানুসারে বিশ্বেশ্বরের পুরীর দ্বারদেশে এক মৃতদেহ স্থাপন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি সম্বর্ত্ত ঐ পুরীর দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়া শবদর্শন করিবামাত্র তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন মহীপতি মরুত্ত তাঁহাকে পৌরহিত্যে বরণ করিবার জন্য তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি সম্বর্ত্ত নির্জ্জন স্থানে নরপতি মরুত্তকে সম্মুখীন অবলোকন করিয়া তাহার গাত্রে পাংশু, কর্দ্দম, শ্লেষ্মা ও নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মরুত্ত তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্‌-গামী হইলেন। পরিশেষে সংবর্ত্ত সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া এক বহুশাখাসমন্বিত অশ্বত্থ বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় সমাসীন হইলেন। মহীপতি মরুত্তও তাঁহার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তখন মহর্ষি সম্বর্ত্ত নরপতি মরুত্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন্‌! তুমি কাহার নিকট আমার বৃত্তান্ত অবগত হইলে? আমার নিকট তোমার কি প্রয়োজন? কি নিমিত্তই বা তুমি আমার নিকট আগমন করিয়াছ? মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া মরুত্ত বলিলেন, ভগবন্‌! আমি দেবর্ষি নারদের নিকট আপনার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। আপনি আমার যজ্ঞে ব্রতী হইয়া যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন করেন, এই অভিলাষে আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি। অবনীপতি মরুত্ত এই বাক্য প্রয়োগ করিলে মহর্ষি সংবর্ত্ত অতি কঠোর বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, রাজন্‌! আমি যজ্ঞকার্য্যে সমর্থ বটি, কিন্তু আমি বায়ুরোগগ্রস্ত ও বিকৃত বেশধারী। আমার চিত্তের কিছুমাত্র স্থৈর্য্য নাই। অতএব কিরূপে তোমার যজ্ঞকার্য্য

আমার দ্বারা সুসম্পন্ন হইবে? আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃহস্পতিদ্বারা যজ্ঞকার্য্য নিষ্পন্ন করিলে তাহা অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে। তিনি যজ্ঞকর্ম্মে অতিশয় দক্ষ। অতএব তাঁহাদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি আমার পরমপূজ্য জ্যেষ্ঠ সহোদর; তাঁহার অনুমতি ব্যতীত আমি তোমার যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। আমার দ্বারা যজ্ঞ করাইবার ইচ্ছা হইলে তুমি তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া আইস। তাঁহার অভিপ্রেত হইলে আমি তোমার যাজনক্রিয়া নির্ব্বাহ করিব। ঋষিসত্তম সম্বর্ত্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া মরুত্ত বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ইতিপূর্ব্বে বৃহস্পতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে আমার যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। দেবগণের যাজনক্রিয়া ভিন্ন তিনি মনুষ্যের পৌরাহিত্য করিবেন না। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বিশেষতঃ দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে আমার যাজনক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি সংবর্ত্ত বলিলেন, মহারাজ! যদি তুমি আমার অভিপ্রায়মত কার্য্য করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমার সমুদয় অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। আমি তোমার যাজনক্রিয়া আরম্ভ করিলে দেবেন্দ্র ও বৃহস্পতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমার বিদ্বেষাচরণ করিবেন। সেই সময়ে আমার প্রতি তোমার দৃঢ়ভক্তি থাকিবে কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে। মরুত্ত বলিলেন, ভগবন্! আমি শপথপূর্ব্বক বলিতেছি যে আমি কদাচ আপনাকে পরিত্যাগ করিব না। আমি আপনার নিকট সত্যপাশে আবদ্ধ হইলাম। তখন মহর্ষি সংবর্ত্ত বলিলেন, মহারাজ! আমার কিছুমাত্র ধনলিপ্সা নাই। কেবল ইন্দ্রের সহিত সমকক্ষ হইবার জন্য

আমি তোমাকে এই উপদেশ প্রদান করিতেছি যে তুমি অতিশয় সুসমৃদ্ধরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান কর। যেরূপে তুমি উৎকৃষ্ট যজ্ঞোপকরণ সকল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে, আমি তোমাকে তাহার উপায় বলিতেছি। হিমালয় পর্ব্বতের অনতিদূরে মুঞ্জবান্ নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতে গণ্ড শৈলের ন্যায় প্রচুর বিশুদ্ধ সুবর্ণ সঞ্চিত রহিয়াছে। দেবাদিদেব মহাদেব জগজ্জননী পার্ব্বতীর সহিত নিরন্তর সেই ভূধরে বাস করেন। তুমি ভগবান্ ভূতনাথের আরাধনা করিয়া সেই স্বর্ণরাশি আনয়নপূর্ব্বক তদ্দ্বারা যজ্ঞোপকরণসকল নির্ম্মাণ কর। তাহা হইলেই তোমার যজ্ঞ নিরতিশয় সুসমৃদ্ধ হইবে।

মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া মহীপাল মরুত্ত অচিরে মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতিকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর সুবর্ণরাশি আনয়নপূর্ব্বক যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শিল্পকরগণ সেই সমুজ্জ্বল কাঞ্চনদ্বারা যজ্ঞপাত্রসকল নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এ দিকে সুরগুরু বৃহস্পতি ভূপতি মরুত্তের সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তাপিত হইলেন। তাঁহার ভ্রাতা সংবর্ত্ত ঐ যজ্ঞে পৌরহিত্য করিয়া সাতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী হইবেন, এই চিন্তায় তাঁহার চিত্তে সুখের লেশমাত্র রহিল না।

সুরপতি ইন্দ্র সুরাচার্য বৃহস্পতিকে চিন্তাযুক্ত ও নিরানন্দ অবলোকন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনাকে এত বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? আপনার অসুখের কারণ কি? বৃহস্পতি বলিলেন, দেবরাজ! আমি শুনিয়াছি, নরপতি মরুত্ত প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে এক সুসমৃদ্ধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন। আমার ভ্রাতা সংবর্ত্ত সেই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে আমার ইচ্ছা যে সংবর্ত্ত মরুত্তের যাজনকার্য্য না করে। ইন্দ্র বলিলেন,

সুরাচার্য্য! আপনি দেবগণের পুরোহিত, আপনার সকল কামনাই পূর্ণ হইয়াছে। আপনি স্বকীয় প্রভাববলে জরামৃত্যু অতিক্রম করিয়াছেন। অতএব সংবর্ত্ত হইতে আপনকার কি অপকারের সম্ভাবনা? বৃহস্পতি বলিলেন, সুররাজ! শক্রর সমৃদ্ধি ও উন্নতি দর্শন করা যে সাতিশয় দুঃখাবহ, তাহা তোমার অবিদিত নাই। অসুরগণের মধ্যে যাহাদিগকে তুমি শক্তিশালী ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন দর্শন কর, দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহাদিগকেই সংহার করিয়া থাক। সংবর্ত্ত আমার শক্র; তাহার উন্নতি দর্শন করিয়া আমি যার পর নাই সন্তপ্ত হইয়াছি। আমার শক্র পরিবর্দ্ধিত হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। তুমি যে কোন উপায়ে হউক, মরুত্ত ও সংবর্ত্তকে নিগ্রহ কর। বৃহস্পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্র হুতাশনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অনল! তুমি বৃহস্পতিকে মরুত্ত রাজার নিকট লইয়া গিয়া বল, এই সুরগুরুকে তুমি যাজনকার্য্যে নিযুক্ত কর। ইনি তোমার যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিবেন। ত্রিদশপতি বাসবের আদেশে অগ্নি বৃহস্পতিকে সঙ্গে লইয়া রাজা মরুত্তের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! দেবরাজ, ইন্দ্র আমাকে দূতরূপে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি তোমার নিকট বৃহস্পতিকে প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে তুমি ইহাঁকে তোমার যাজনকার্য্যে নিযুক্ত কর। ইনি তোমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়া তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিবেন। রাজা মরুত্ত অগ্নি ও বৃহস্পতিকে অর্চ্চনা করিয়া বলিলেন, হুতাশন! মহর্ষি সংবর্ত্ত আমার যাজনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন; অতএব আমি বৃহস্পতির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিতেছি যে উনি অমরাধিপতি পুরন্দরের পুরোহিত হইয়া এক্ষণে মৃত্যুর বশবর্ত্তী আমার পৌরহিত্য

না করুন। অগ্নি বলিলেন, রাজন্! তুমি বৃহস্পতিকে পৌরহিত্যে বরণ করিলে তোমার অতিশয় কল্যাণ হইবে। সুরপতি ইন্দ্রের প্রসাদে স্বর্গমধ্যে কোন উৎকৃষ্ট লোকই তোমার অপ্রাপ্য থাকিবে না। তুমি অমরত্ব লাভ করিয়া দেবগণের সহিত অত্যুত্তম স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিয়া সুখী হইতে পারিবে।

অগ্নি মরুত্তকে এইরূপে প্রলোভিত করিলে মহর্ষি সংবর্ত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া হুতাশনকে বলিলেন, অনল! তুমি অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান কর। আর কখনও এখানে আগমন করিও না। তুমি পুনরায় বৃহস্পতিকে লইয়া এস্থানে উপস্থিত হইলে আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিব। মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া হুতাশন অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং বৃহস্পতিসমভিব্যাহারে দেবসভায় গমনপূর্ব্বক দেবেন্দ্রের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। অনলের বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র বলিলেন, তুমি পুনরায় বৃহস্পতিকে সঙ্গে লইয়া মরুত্ত রাজার নিকট গমন কর এবং তাঁহাকে বল যে তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা না করিলে আমি তাঁহাকে বজ্র প্রহার করিব। অগ্নি বলিলেন, দেবরাজ! আপনি গন্ধর্ব্বপতি ধৃতরাষ্ট্রকে তথায় প্রেরণ করুন; আমি তথায় গমন করিলে মহর্ষি সংবর্ত্তকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইব। আমি ব্রহ্মশাপকে সাতিশয় ভয় করি। ইন্দ্র বলিলেন, হুতাশন! তুমিই সকলকে দগ্ধ করিয়া থাক। তোমার দাহকর্ত্তা কেহ আছেন, এ কথায় আমার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা হইতেছে না। অগ্নি বলিলেন, সুরেশ্বর! আপনি নরপতি শর্য্যাতির যজ্ঞ স্মরণ করুন। মহর্ষি চ্যবন আপনাকে কিরূপ বিপন্ন করিয়াছিলেন। তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণের অসাধ্য কিছুই নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আপনাকে স্বর্গভ্রষ্ট ও তপোবলে নূতন ইন্দ্র সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব আমি

কিছুতেই মহর্ষি সম্বর্ত্তের নিকট গমন করিতে পারিব না। আপনি অন্য কাহাকেও তথায় প্রেরণ করুন।

হুতাশনের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসব গন্ধর্ব্বাধিপতি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, ধৃতরাষ্ট্র! তুমি মরুত্ত রাজাকে যাইয়া বল, তিনি বৃহস্পতিকে যজ্ঞে বরণ না করিলে আমি তাঁহাকে বজ্র প্রহার করিব। ধৃতরাষ্ট্র ইন্দ্রের আদেশে বৃহস্পতিসমভিব্যাহারে মরুত্ত রাজার যজ্ঞ-স্থলে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে আপনি বৃহস্পতিকে যজ্ঞে বরণ না করিলে তিনি বজ্রাঘাতে আপনার প্রাণবিনাশ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া মরুত্ত বলিলেন, গন্ধর্ব্বরাজ! আমি মহর্ষি সংবর্ত্তকে যজ্ঞকার্য্যে বরণ করিয়াছি; এক্ষণে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া বৃহস্পতিকে বরণ করিলে আমার মহা অপরাধ হইবে আর মহর্ষি সংবর্ত্তও আমাকে সহজে নিষ্কৃতিপ্রদান করিবেন না। তিনি অবশ্যই আমাকে অভিশাপ প্রদান করিবেন। আমি ব্রাহ্মণের অভিশাপকে অতিশয় ভয় করি। বৃহস্পতি অমরগণের যাজনকার্য্য করেন বলিয়া আমাকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। অতএব আমার যাজনকার্য্যে তাঁহার নিযুক্ত হওয়া কদাচ উচিত নহে। তিনি সুরগণের পৌরহিত্যকার্য্য সম্পাদন করুন। মহাত্মা সংবর্ত্তই আমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিবেন। আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, মহারাজ! ঐ দেখুন, শতক্রতু আপনার প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করিবার জন্য অন্তরীক্ষে আগমনপূর্ব্বক ভীষণ সিংহনাদ করিতেছেন। অতএব আপনি অবিলম্বে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করুন।

গন্ধর্ব্বরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা মরুত্ত আকাশে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র বজ্রহস্ত পুরন্দরকে দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি তপোনুষ্ঠান-

নিরত ধর্ম্মবিদগ্রগণ্য মহাত্মা সংবর্ত্তকে বলিলেন, ভগবন্! দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে সংহার করিবার অভিলাষে বজ্র উদ্যত করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতেছেন। তিনি বজ্রপ্রহার করিলে আমাকে নিশ্চয়ই কাল-কবলে পতিত হইতে হইবে। আমি সাতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়াছি। যাহাতে ইন্দ্র আমাকে বজ্রপ্রহারে বিনাশ করিতে না পারেন, আপনি অচিরে তাহার উপায়বিধান করুন। মরুত্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি সংবর্ত্ত বলিলেন, মহারাজ! আপনি ভীত হইবেন না। আমি এখনই সংস্তম্ভিনী বিদ্যার প্রভাবে উহাঁর ভুজস্তম্ভ করিয়া তোমাব ভয় নিবারণ করিব। এই বলিয়া দেবরাজের ভুজ স্তম্ভিত করিলেন। অনন্তর তিনি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সমস্ত দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়া মরুত্তকে বলিলেন, মহারাজ! ঐ দেখ, আমার মন্ত্রবলে দেবরাজ সুরগণসমভিব্যাহারে যজ্ঞস্থলে আগমন করিতেছেন। অনন্তর দেবরাজ মহর্ষির শরণাপন্ন হইলে ঋষি তাঁহাকে সুস্থ করিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক পাদ্যাদি প্রদান করিলেন। অনন্তর পুরন্দর দেবগণের সহিত তথায় উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞে তাঁহাদিগের যথাযোগ্য ভাগ গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মহর্ষি সংবর্ত্ত সেই সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ সমাপন করিলেন। দেবরাজ মরুত্তের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ঐ দেখ অমরবৃন্দ এবং তোমার পিতৃপুরুষগণ যার পর নাই প্রীত হইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ ও অভিনন্দন করিতেছেন। এই বলিয়া দেবরাজ অমরগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে নরপতি মহর্ষি সংবর্ত্তকে প্রচুর ধনপ্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। ব্রাহ্মণদিগকেও তিনি প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া অবভৃত স্নান করিলেন। এইরূপে মহর্ষি সংবর্ত্ত

ভূপতি মরুত্তের সেই সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিয়া তপস্যার জন্য বনে গমন করিলেন।

——ঃ❋ঃ——

মহর্ষি চ্যবন।

মহর্ষি ভৃগু পুলোমা নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই নারী ত্রিলোকবিশ্রুতা রূপবতী ছিলেন। অসামান্য সৌন্দর্য্যের সহিত তিনি পাতিব্রত্য, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি বিবিধ গুণাবলির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। ঋষিপতি লাভ করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ ও বিলাসিতা পরিহারপূর্ব্বক প্রগাঢ় ভক্তির সহিত একান্ত ভাবে ভর্ত্তৃ-সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে তিনি অন্তঃস্বত্ত্বা হইলেন। অতঃপর একদা মহর্ষি স্নানার্থ গমন করিলে পুলোমা নামে এক মহাবল নিশাচর আশ্রমে সমুপস্থিত হইল। ভৃগুপত্নী আশ্রমে একাকিনী ছিলেন। তিনি অতিথি সমাগত দর্শন করিয়া পাদ্য ও বন্যফলমূলদ্বারা তাহার আতিথ্য বিধান করিলেন। সাক্ষাৎ রমার ন্যায় ঋষিপত্নীকে সন্দর্শন করিয়া রাক্ষসের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব হইতেই এই রমণীরত্নের প্রতি তাহার গাঢ় আসক্তির উদয় হইয়াছিল। ললনারত্ন পুলোমা কন্যাবস্থায় যখন

পিতৃগৃহে ছিলেন, সেই সময়েই তিনি নিশাচরের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হন। রাক্ষস তাঁহার মনোজ্ঞ রূপ ও লোভনীয় যৌবনশ্রী দর্শন করিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষী হয়। কিন্তু তাহার অভীষ্ট সফল হয় নাই। কন্যা পিতাকর্ত্তৃক মহর্ষিহস্তে সমর্পিত হওয়াতে তাহার যত্নপালিত আশালতা সমূলে উন্মলিতা হইয়া গেল। ইহাতে তাহার মনস্তাপ ও মর্ম্মব্যথার অবধি রহিল না। এক্ষণে সেই চিত্তহারিণীকে নয়নগোচর করিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া তাঁহাকে হস্তগত করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে উদিত হইল। যাহাকে তিনি পূর্ব্বে মনে মনে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন, ইনিই সেই নারীরত্ন পুলোমা কি না, হুতাশনকে সে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। নিশাচরের বাক্য শ্রবণ করিয়া অনল উভয়সংকটে পতিত হইলেন। ঋষিপত্নীর যথার্থ পরিচয় প্রদান না করিলে সত্য হইতে বিচ্যুতি ঘটে, পরিচয়প্রদান করিলেও ঋষির অভিশাপ অনিবার্য্য। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? সত্যরক্ষা করিবেন কি ভৃগুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইবেন? এই প্রকার দোলায়মান চিত্ত হইয়া তিনি কিছুকাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। পরে সত্যরক্ষা করাই সমীচীন বোধ করিয়া রাক্ষসকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, দানব! পূর্ব্বে তুমি যাঁহাকে মনে মনে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলে, ইনিই সেই রমণীরত্ন পুলোমা। মহর্ষি ভৃগু যথাশাস্ত্র ইহাঁর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। অগ্নির নিকট ঋষিপত্নীর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বৃত্ত অসুর ভয়ংকর বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক কুক্কুরকর্ত্তৃক পবিত্র যজ্ঞীয় হবি হরণের ন্যায় শুচিস্মিতা পুলোমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া চলিল। নিশাচরের এই দুর্ব্যবহার পুলোমার গর্ভস্থ বালকের সহ্য হইল না। তিনি অবিলম্বে গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টি-

নিক্ষেপ করিলেন। ঋষিকুমারের তীব্র দৃষ্টিতে রাক্ষস তৎক্ষণাৎ গতজীবিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল। চারুশীলা পুলোমা রাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সদ্যজাত পুত্রকে অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সময়ে তথায় সমুপস্থিত হইয়া বোরুদ্যমানা স্নুষাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। অতঃপর ভৃগু আশ্রমে উপনীত হইলে পুলোমা রাক্ষসকৃত অত্যাচারকাহিনী সমস্ত কীর্ত্তন করিলেন। পত্নীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বলিলেন, দুরাচার তোমার পরিচয় কিরূপে জানিতে পারিল ? চারুহাসিনী পুলোমা বলিলেন, হুতাশন রাক্ষসকে আমার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সহধর্ম্মিণীর কথা শুনিয়া মহর্ষির কোপানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি রোষারুণ নেত্রে অনলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, অদ্য হইতে আমার শাপে তোমাকে সর্ব্বভূক্ হইতে হইবে।

বেগবশতঃ মাতৃগর্ভ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, এই জন্য ভৃগু পুত্রের নাম চ্যবন রাখিলেন। পরে জাতকর্ম্মাদি যথাবিধানে সুসম্পন্ন করিলেন। শুক্লপক্ষের শশীকলার ন্যায় ঋষিকুমার দিন দিন পরি-বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যথাসময়ে মহর্ষি পুত্রের উপনয়নক্রিয়া সুসম্পন্ন করিলেন। উপনয়নের পর চ্যবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তিনি এক সরোবরতীরে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি স্থির আসনে স্থাণুর ন্যায় সমাসীন হইয়া বহু কাল অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লতাজালে বেষ্টিত হওয়াতে বল্মীকবৎ প্রতীয়মান হইলেন। এইরূপে ধীমান্ ভার্গব নিশ্চলভাবে ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহু দিন অতীত হইলে একদা রাজা শর্য্যাতি সস্ত্রীক হইয়া

বিহারার্থ সেই সরোবরে আগমন করিলেন। রাজনন্দিনী সুকন্যাও পিতার সহিত আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত হইয়া সখীগণসমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ও বনস্থলীর শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে ভৃগুনন্দনের সমীপস্থ হইলেন। বিপ্রর্ষি চ্যবন নিবিড় অরণ্যমধ্যে ক্ষণপ্রভার ন্যায় অলোকসুন্দরী সুকন্যাকে নয়নগোচর করিয়া আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইলেন এবং বারংবার তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠাননিবন্ধন তাঁহার কণ্ঠস্বর অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল, এজন্য তাঁহার কথা রাজকুমারীর শ্রবণগোচর হইল না। অনন্তর নৃপনন্দিনী সুকন্যা বল্মীকমধ্যে ভৃগুনন্দনের উজ্জ্বল নয়নদ্বয় নিরীক্ষণ করিয়া কণ্টক দ্বারা তাহা বিদ্ধ করিলেন। লোচন আহত হওয়াতে তপোধন চ্যবন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার সৈন্যগণের শৌচপ্রস্রাব রুদ্ধ করিয়া দিলেন। মলমূত্র অবরুদ্ধ হওয়াতে সৈন্যগণের নিরতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইল। সৈন্যদিগের এই প্রকার অবস্থা অবলোকন করিয়া রাজা বলিলেন, তোমরা কি কেহ মহর্ষি ভার্গবের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছ? যদি করিয়া থাক ত আমার নিকট বল। কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

রাজা নন্দিনী সুকন্যা সৈন্যদিগকে দুঃখার্ত্ত এবং পিতাকে বিষণ্ণ অবলোকন করিয়া বলিলেন, পিতঃ! আমি এক বল্মীকস্তূপে কোন উজ্জ্বল পদার্থ দর্শন করিয়া তাহা কণ্টকদ্বারা বিদ্ধ করিয়াছি। নরপতি কন্যার বাক্য শ্রবণমাত্র দ্রুতপদে বল্মীকসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক ভৃগুনন্দনকে অবলোকন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বলিলেন, হে তপোধন! মদীয় দুহিতা অজ্ঞানবশতঃ আপনার নিকট যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা মার্জ্জনা করুন। মহর্ষি চ্যবন বলিলেন,

মহারাজ! আপনার কন্যা রূপ ও যৌবনমদে মত্ত হইয়া আমাকে অবমানিত ও আমার চক্ষুপীড়া উৎপাদন করিয়াছেন। আপনি যদি তাঁহাকে আমার হস্তে সমর্পণ এবং সেই রূপবতী যদি আমাকে পতিত্বে বরণ করেন, তাহা হইলেই আপনার সৈন্যগণ সুস্থতা লাভ করিবে; নতুবা নহে।

রাজা ঋষিবাক্য শ্রবণান্তর সদসৎ বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ মহর্ষি চ্যবনকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ভগবান্ চ্যবন কন্যা গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হইলে সৈন্যগণ সুস্থ হইল। মহীপাল রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে শুভাননা সুকন্যা তপস্বীপতি লাভে অতিশয় প্রীত ও অসূয়াশূন্য হইয়া প্রতিদিন তপস্যা, নিয়ম, অতিথিসৎকার ও পতিশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অবস্থাবিপর্য্যয়ে তাঁহার কিছুমাত্র ক্লেশানুভব হইল না।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা অশ্বিনীকুমারদ্বয় মহর্ষির আশ্রমে আগমন করিলেন। তাঁহারা কৃতস্নাতা লাবণ্যবতী সুকন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার পত্নী? কি নিমিত্ত কাননে আগমণ করিয়াছ? সুকন্যা লজ্জাবনতমুখী হইয়া বলিলেন, হে সুরোত্তম! আমি রাজা শর্য্যাতির দুহিতা, মহাত্মা চ্যবনের ভার্য্যা। অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, কল্যাণি, তোমার পিতা কি নিমিত্ত তোমাকে এই অতীতবয়স্ক ঋষির হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন? তুমি অরণ্যমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছ। তোমার সদৃশ সুন্দরী কামিনী দেবলোকেও প্রত্যক্ষ হয় না। তুমি বস্ত্রালঙ্কারবিহীন হইয়াও বনস্থলী অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছ। বিবিধ আভরণ ও মনোহর বসন পরিধান করিলে তোমার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব এই প্রকার দুরবস্থায় অবস্থিতি করা কি তোমার

উচিত ? তুমি কি নিমিত্ত দীনহীনের ন্যায় জরাগ্রস্ত কামভোগবহিষ্কৃত পতির উপাসনা করিতেছ ? ইনি তোমাকে ভরণপোষণ করিতেও সম্পূর্ণ অসমর্থ। অতএব তুমি বৃদ্ধ চ্যবনকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের অন্যতরকে ভজনা কর। আমরা তোমার সর্ব্ববিধ কামনা পরিপূর্ণ করিব। এই অকর্ম্মণ্য স্বামির জন্য এই স্পৃহনীয় যৌবন নষ্ট করিও না।

পতিপরায়ণা সুকন্যা অশ্বিনীকুমারকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বলিলেন, অমরযুগল! কেন আপনারা আমাকে অসৎ বুদ্ধি প্রদান করিতেছেন? আমি স্বামির প্রতি একান্ত অনুরক্ত। আমার মন বিচলিত হইবার নহে। তখন দেববৈদ্য অশ্বিনীসুতদ্বয় বলিলেন, ভদ্রে! আমরা তোমার পতিকে রূপযৌবনসম্পন্ন করিব। এই বলিয়া তাঁহারা ভার্গবের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর অশ্বিনীনন্দনগণ মহর্ষি চ্যবনকে বলিলেন, মহাভাগ! আপনি এই সরোবরে অবগাহন করুন। মহর্ষি চ্যবন রূপ ও যৌবনাকাঙ্ক্ষী হইয়া অবিলম্বে সলিলে অবগাহন করিলেন। অশ্বিনীকুমারেরাও সেই সরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহারা তিন জনে জল হইতে উত্থিত হইলে দৃষ্ট হইল যে তাঁহারা সকলেই এক প্রকার অবয়ব বিশিষ্ট, দিব্যাকৃতি, যুবাপুরুষ ও তুল্য বেশভূষায় বিভূষিত। তাঁহারা বলিলেন, চারুশীলে! তোমার পতি নির্ব্বাচন করিয়া লও। সুকন্যা তিন জনকেই একাকৃতি দর্শন করিয়া সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক আপন পতিকে গ্রহণ করিলেন। মহর্ষি চ্যবন অভিলষিত যৌবন ও মনোহর রূপলাবণ্য লাভ করিয়া প্রসন্নচিত্তে দেবতাদ্বয়কে বলিলেন, আমি বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্থ ছিলাম, আপনারা আমাকে রূপযৌবনসম্পন্ন করিলেন। অতএব আমি আপনাদিগকে সত্য করিয়া

বলিতেছি যে দেবরাজসমক্ষে আপনাদিগকে সোমরস পান করাইব। মহর্ষি চ্যবনের এই প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া অশ্বিনীকুমারগণ প্রীতমনে সুরলোকে গমন করিলেন। মহর্ষি চ্যবন ও অভিমত রূপযৌবন প্রাপ্ত হইয়া সেই অরণ্যে পরমসুখে পত্নীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

রাজা শর্য্যাতি জামাতা ভার্গবের তরুণাবস্থাপ্রাপ্তিবৃত্তান্ত শ্রবণ-পূর্ব্বক সস্ত্রীক তদীয় আশ্রমে আগমন করিলেন। নৃপদম্পতি সুরসদৃশ জামাতা ও দুহিতাকে নয়নগোচর করিয়া অপার আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। মহর্ষি রাজা ও রাজমহিষীর যথাবিধি সৎকার করিলে পর তাঁহারা সুখোপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ শুভকরী মনোহারিণী কথা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে ভৃগুনন্দন রাজা শর্য্যাতিকে বলিলেন, মহারাজ! আমি আপনার যজ্ঞ সম্পাদন করিব; আপনি যজ্ঞীয় দ্রব্য-সকল আহরণ করুন। রাজা ভার্গববাক্য শিরোধারণপূর্ব্বক যজ্ঞো-পযোগী সমস্ত আয়োজন করিলেন। মহামতি ভার্গব ব্রতী হইয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন। তিনি পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারযুগলকে সোমরস প্রদান করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি যজ্ঞা-নুষ্ঠান সময়ে অশ্বিনীকুমারদিগের নিমিত্ত সোমরস গ্রহণ করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, অশ্বিনীকুমারগণ দেবতাদিগের চিকিৎসক; অতএব তাঁহারা কদাচ সোমরস পানে অধিকারী হইতে পারেন না। চ্যবন বলিলেন, দেবেন্দ্র! যাঁহারা আমাকে রূপযৌবন প্রদান করিয়া অমরতুল্য করিয়াছেন, তাঁহারা সোমভাজন হইবেন না, কেবল আপনারাই সোমভাগী হইবেন, ইহা অতিশয় অযোগ্য ও অন্যায়। তাঁহারাও অমর, সুতরাং সোমরসপানে সম্পূর্ণ যোগ্য। কিন্তু দেবরাজ পুনঃপুনঃ বাগাড়ম্বরপূর্ব্বক ঐ কথাই বলিতে লাগিলেন।

কিন্তু ভৃগুনন্দন চ্যবন তাঁহার কথায় অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বয়ং অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের অংশ গ্রহণ করিলেন। তখন দেবরাজ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি যদি অশ্বিনীকুমারদিগকে সোমরস প্রদান কর, তাহা হইলে আমি ভীষণ বজ্রপ্রহারে তোমার প্রাণসংহার করিব। তপোবলসম্পন্ন ভার্গব তাঁহার বাক্যে উপেক্ষাপ্রদর্শনপূর্ব্বক অশ্বিনীকুমারদিগের জন্য সোমরস গ্রহণ করিলেন। তখন শচীপতি ক্রোধভরে মহর্ষি চ্যবনকে প্রহার করিবার জন্য বজ্র উদ্যত করিলে মহাতপা পুলোমানন্দন তদীয় বাহু সংস্তম্ভিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। মহর্ষির তপোবলে যজ্ঞকুণ্ড হইতে মদ নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত বিকটাকার মহাসুর সমুৎপন্ন হইল। সেই মহাসুরের দশন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং মুখমণ্ডল অতিশয় ভয়ংকর। মহাসুর মদ গভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া ইন্দ্রকে ভক্ষণ করিবার জন্য ক্রোধভরে ধাবিত হইল।

দেবরাজ ইন্দ্র সেই ভীষণানন জিঘাংসু অসুরকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় মুখব্যাদানপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রাস করিবার জন্য ধাবমান্ অবলোকন করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে মহর্ষি চ্যবনকে বলিলেন, তপোধন! আমি সত্য বলিতেছি, অদ্য হইতে অশ্বিনীকুমারেরা সোমভাগী হইলেন। দেবরাজের এবম্বিধ বিনয়বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা ভার্গবের ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল। তখন তিনি মহাসুর হইতে ইন্দ্রকে মুক্ত করিলেন। অনন্তর তিনি সোমরসদ্বারা ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া নৃপতি শর্য্যাতির যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক পতিপরায়ণা সুকন্যার সহিত তপোবনে প্রস্থান করিলেন।

মহর্ষি চ্যবন দ্বাদশ বৎসর প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাযমুনার সংযোগস্থলে সলিলাভ্যন্তরে বাস করিয়াছিলেন। ঐ মহাত্মা গঙ্গাযমুনার বায়ুবেগ

সদৃশ প্রবল জলবেগ অনায়াসে সহ্য করিতেন। তিনি কাষ্ঠের ন্যায় স্থির হইয়া সলিলমধ্যে কখনও শয়ন, কখন বা উপবেশন করিয়া থাকিতেন। জলচর জীবগণ তাঁহাকে নিরন্তর জলমধ্যে বাস করিতে দেখিয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি বিশ্বাসপ্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। মৎস্যেরা তাঁহার সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক প্রফুল্লমনে বিশ্বস্তচিত্তে তাঁহার দেহ আঘ্রাণ করিত। মহর্ষি ভৃগুনন্দন এইরূপে সলিলমধ্যে বহু দিন বাস করিলেন।

অনন্তর একদা মৎস্যজীবী ধীবরগণ মৎস্য সংগ্রহ করিবার অভিলাষে প্রয়াগতীর্থে সমুপস্থিত হইয়া যে স্থানে মহর্ষি চ্যবন বাস করিতেছিলেন, তথায় সুবিস্তীর্ণ জাল নিক্ষেপ করিল। ধীবরগণ জাল আকর্ষণ করিলে মৎস্য প্রভৃতি জলচর জন্তুগণের সহিত মহর্ষি চ্যবনও জালে বদ্ধ হইয়া তীরে উত্তোলিত হইলেন। ঐ মহাত্মার কলেবর শৈবালজালে জড়িত ও শঙ্খশম্বুক প্রভৃতি জলজন্তুগণে সমাকীর্ণ হইয়াছিল। মৎস্যজীবীগণ তাঁহাকে জালে আবদ্ধ অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বারংবার অভিবাদন করিতে লাগিল। মৎস্যগণ উপরে উত্তোলিত হইলে তাহারা অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিল। মহর্ষি চ্যবন মৎস্যগণের এই প্রকার শোচনীয় মৃত্যু দর্শন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বারংবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখন ধীবরগণ মহর্ষিকে মৎস্যবিনাশনিবন্ধন যার পর নাই দুঃখিত বিলোকন করিয়া বিনীতভাবে বলিল, ভগবন্! আমরা অজ্ঞতাপ্রযুক্ত যে মহাপাপানুষ্ঠান করিয়াছি, আমাদিগকে তদ্বিষয়ে ক্ষমা করুন। এক্ষণে আমরা আপনার কি প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহাও আদেশ করুন। মহর্ষি ধীবরগণের বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ধীবরগণ আমার এই অভিলাষ যে আমি হয় এই মৎস্যগণের

সহিত প্রাণত্যাগ করিব, না হয় ইহাদিগের সহিত বিক্রীত হইব। আমি ইহাদিগের সহিত বহু দিন বাস করিয়াছি, এক্ষণে কদাচ ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীবরগণ নিতান্ত ভীত হইল এবং দীনবদনে রাজা নহুষের নিকট গমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করিল।

নরপতি নহুষ মৎস্যজীবীগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরোহিত ও অমাত্যগণসমভিব্যাহারে মহর্ষি চ্যবনের নিকট গমনপূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। মহাত্মা চ্যবনও সেই সত্যব্রত নরপতিকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। তখন মহীপতি নহুষ ঋষিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, হে মহাভাগ! এক্ষণে আমাকে আপনার কি প্রিয়কার্য্যসাধন করিতে হইবে, আদেশ করুন। আপনি আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, অত্যন্ত দুষ্কর হইলেও আমি তাহা সংসাধন করিব।

মহর্ষি চ্যবন বলিলেন, মহারাজ! আপনি অচিরে ধীবরগণকে মৎস্য সকলের মূল্যের সহিত আমার মূল্য প্রদান করুন।

পৃথিবীপতি নহুষ মহর্ষিকে বলিলেন, হে তপোধন! আপনার অভিমত হইলে আমি ধীবরগণকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করি।

মহর্ষি বলিলেন, মহারাজ! সহস্র মুদ্রা আমার উপযুক্ত মূল্য নহে। তখন মহারাজ নহুষ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তবে আমি ধীবরগণকে লক্ষ মুদ্রা প্রদান করি। মহর্ষি বলিলেন, মহারাজ! তুমি ঋষিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া আমার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত কর। তখন ধরাপতি নহুষ এক ঋষিকে মহাত্মা ভৃগুনন্দনের যথার্থ মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, মহারাজ! তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণ অমূল্য পদার্থ। ত্রৈলোক্যের সমস্ত ধনরত্ন প্রদান করিলেও তাঁহা-

দিগের যথার্থ মূল্য হয় না। কেবল একমাত্র গোধনই উহাঁদিগের প্রকৃত মূল্য হইতে পারে। ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি নহুষ ধীবরগণকে গোধন প্রদানপূর্ব্বক মহর্ষি চ্যবনকে ক্রয় করিলেন। ধীবরগণ নরপতিপ্রদত্ত গোধন মহর্ষি চ্যবনকে প্রদান করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদে মৃত মৎস্যগণের সহিত সর্ব্বসমক্ষে স্বর্গে গমন করিল। মহর্ষির বরে তাহাদিগকে স্বর্গে গমন করিতে দেখিয়া রাজা নহুষ অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন মহর্ষি চ্যবন নরপতিকে অনুরূপ বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। ভূপতি ঋষির সদয় বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীতমনে বলিলেন, হে দ্বিজবর! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাকে। মহর্ষি চ্যবন নহুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া তথাস্তু বলিয়া বর প্রদানপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

একদা মহর্ষি চ্যবন কুশিকবংশ হইতেই তাহার বংশে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের সঞ্চার হইবে, ইহা অবগত হইয়া এবং ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চারিত হইলে ভৃগু বংশের সমূহ ক্ষতি হইবে, ইহা অনুমান করিয়া কুশিক বংশ ধ্বংস করিবার অভিলাষে কুশিকরাজের নিকট সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি কিয়দ্দিবস তোমার ভবনে অবস্থান করিতে অভিলাষ করি। এসম্বন্ধে তোমার কি অভিপ্রায় তাহা অবিলম্বে আমাকে জ্ঞাত কর। রাজা কুশিক মহর্ষির বাক্যে সম্মতি প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, হে তপোধন! আপনি যত দিন ইচ্ছা আমার ভবনে অবস্থান করুন। আমি যথাসাধ্য আপনার পরিচর্য্যা করিব। এই বলিয়া নৃপশ্রেষ্ঠ কুশিক ঋষিকে পাদ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি চ্যবন বলিলেন,, মহারাজ! যদি তোমার ও রাজমহিষীর অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমি তোমার গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক

কোন একটী ব্রতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই। এ নিয়মানুষ্ঠানসময়ে তোমাদের উভয়কে অকুণ্ঠিতমনে আমার পরিচর্য্যা করিতে হইবে। রাজ-দম্পতি মহর্ষির বাক্যে সম্মত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা মহর্ষিকে এক সুরম্য গৃহে লইয়া গিয়া বলিলেন, ভগবন্! আপনি এই গৃহে অবস্থান-পূর্ব্বক যথাসুখে আপনার ব্রতানুষ্ঠান করুন।

মহর্ষি চ্যবন মহার্হ সুখস্পর্শ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। রজনী সমাগত হইলে মহর্ষি বলিলেন, মহারাজ! আমার অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছে; আমাকে আহার প্রদান করুন। রাজা মহর্ষিকে নানাবিধ সুস্বাদু অন্নপান প্রদান করিলেন। মহর্ষি আহার সমাধা করিয়া বলি-লেন, মহারাজ! এখন আমি নিদ্রিত হইবার অভিলাষ করিয়াছি। আমি নিদ্রিত হইলে আমাকে জাগরিত করিবেন না। এই বলিয়া তিনি নিদ্রিত হইলেন; রাজদম্পতি আহারনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি একবিংশতি দিন এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রিত রহিলেন। রাজা ও রাজমহিষী এতাবৎ-কাল উপবাসী থাকিয়া মহর্ষির সেবায় নিযুক্ত রহিলেন। অনন্তর ঋষি জাগ্রত হইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। রাজা কুশিক সস্ত্রীক অনাহারে থাকিয়া মহর্ষির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নানা স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। অনন্তর মহর্ষি সহসা সেই গৃহে আগমন করিয়া পুনর্ব্বার নিদ্রিত হইলেন। রাজা ও রাণী অভুক্ত থাকিয়া তাঁহার সুশ্রূষায় রত রহিলেন। তৎপরে মহর্ষি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া স্নান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। রাজা ও রাজমহিষী স্বহস্তে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিলে তিনি পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর তিনি সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া আহারের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। রাজাদেশে বিবিধ উপাদেয়

ভক্ষ্যদ্রব্য আনীত হইল। তখন ঋষি সেই গৃহস্থিত সমস্ত দ্রব্য ও খাদ্যবস্তু একত্র করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন। ঋষির এই কার্য্যে রাজদম্পতির মনে কিছুমাত্র বিকার, বিরক্তি বা ক্রোধের সঞ্চার হইল না। অনন্তর মহর্ষি বলিলেন, মহারাজ! তুমি পত্নীসমভি-ব্যাহারে আমাকে রথারূঢ় করিয়া বহন কর। রাজা মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া এক দিব্য রথ আনয়নপূর্ব্বক তাহাতে ঋষিকে আরোপিত করিলেন এবং রাজমহিষীর সহিত রথ আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিলেন। ঋষি তীব্র কশাঘাতে রাজদম্পতির সুখপালিত দেহ ক্ষতবিক্ষত করিলেন। মহর্ষিকর্ত্তৃক নির্দ্দয়রূপে আহত হইয়াও তাঁহারা কিছুমাত্র বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইলেন না। দীর্ঘকাল অনাহারে থাকাতে তাঁহারা অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিলেন; তাহার উপর মহর্ষির নির্দ্দয় প্রহারে শরীর জর্জ্জরিত হইল। কিন্তু ইহাতেও তাঁহাদিগের মনে বিন্দুমাত্রও বিকার উপস্থিত হইল না। অনন্তর ঋষি রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! আমি তোমার রাজকোষ হইতে ইচ্ছানুরূপ দান করিতে চাই। রাজা ঋষির বাক্যে সম্মত হইলে মহর্ষি চ্যবন রাজকোষের সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিলেন। রাজকোষ নিঃশেষিত হইলেও রাজা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না।

এইরূপে বিবিধ প্রকারে নিগৃহীত হইয়াও যখন নরপতি কুশিক মহর্ষির প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হইলেন না, প্রীতমনে ও নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁহার সর্ব্ব প্রকার উৎপীড়ন সহ্য করিলেন, তখন মহর্ষি চ্যবন তাঁহার উপর অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আমি তোমার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি সস্ত্রীক অদ্য রাজধানীতে গমন করিয়া যথেচ্ছ পানভোজন ও নিদ্রাসুখ সম্ভোগ কর। আগামী কল্য তুমি আমার নিকট আগমন করিও।

রাজা ও রাজমহিষী বহু দিন অভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা ভোজন ও নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিয়া সুস্থ হইলেন। পর দিন তাঁহারা গঙ্গাতীরে মহর্ষির নিকট গমন করিলে তথায় অরণ্যের পরিবর্ত্তে এক অপূর্ব্ব নগরী দর্শন করিলেন। মহর্ষি চ্যবন সেই পুরীমধ্যে এক সুরম্য অট্টালিকায় সুখস্পর্শ মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। রাজ-দম্পতিকে সমুপস্থিত দর্শন করিয়া তিনি তাঁহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র সেই অপূর্ব্ব নগরী মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল। রাজ-দম্পতি মহর্ষির এই অদ্ভুত তপোবল অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন প্রীতিপ্রফুল্লবদনে রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! আমি ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট শুনিয়াছিলাম যে তোমার বংশ হইতে আমার বংশে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের সঞ্চার হইবে এবং তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবে। ব্রহ্মার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি তোমার বংশ বিনাশ করিবার বাসনায় তোমার গৃহে আগমন করিয়াছিলাম। বহু দিন তোমার সহিত একত্র বাস করিলে অবশ্যই তোমার কোন না কোন রন্ধ্র পাইব, তাহা হইলেই আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। কিন্তু আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াও তোমার ত্রুটি পাইলাম না। তোমার পুত্র ধর্ম্মাত্মা গাধির বিশ্বামিত্র নামে এক কুলপাবন তনয় উৎপন্ন হইবে। ঐ মহাত্মা কঠোর তপস্যাদ্বারা ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া সুদুর্ল্লভ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন। মহারাজ! তোমার ও রাজমহিষীর সেবা ও পরিচর্য্যায় আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। আমি তোমাদিগকে বর দিতেছি যে তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন্ কুশল হইবে। এই বলিয়া মহর্ষি চ্যবন রাজদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ ও বরপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সম্মতিগ্রহণ করিয়া তীর্থপর্য্যটনের নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

রাজনন্দিনী সুকন্যার গর্ভে মহর্ষি চ্যবনের প্রমতি নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মহামতি প্রমতি পিতার ন্যায় তপোবলসম্পন্ন ছিলেন।
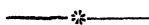
মহর্ষি অষ্টাবক্র।
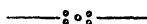
মহর্ষি উদ্দালকের কহোড় নামে এক শিষ্য ছিলেন। তিনি সতত আচার্য্যের বশবর্ত্তী ও শুশ্রূষাপরায়ণ হইয়া বহুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে স্বীয় আচার্য্যের পরিচর্য্যা করিতেন। মহর্ষি উদ্দালক তাঁহার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সমস্ত শ্রুতি প্রদান করিলেন। পূর্ব্বকালে বেদশাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে শিষ্যকে যেমন অধ্যয়ন করিতে হইত, সেই সঙ্গে সুশ্রূষাদ্বারা আচার্য্যকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিবারও আবশ্যক হইত। আচার্য্য প্রসন্ন হইয়া শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ না করিলে তাঁহার বেদশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইত না। বেদে যে সকল মন্ত্র আছে, তাহার প্রত্যেকের এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। গুরুর কৃপা না হইলে সেই সকল দেবতার প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। দেবতাগণ কৃপা করিয়া প্রকাশিত না হইলে বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য ও প্রকৃত রহস্য অবগত হইতে পারা যায়

না। যাঁহারা আচার্য্যের নিকট প্রণালীমত অধ্যয়নপূর্ব্বক সুশ্রূষাদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের কৃপা লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহারাই বেদশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়া বেদবিদ্ হইতে সমর্থ হইতেন। এই জন্যই বেদশাস্ত্রকে শব্দব্রহ্ম বলে। কেবল অধ্যয়নদ্বারা বেদজ্ঞ হইতে পারা যায় না। মহামতি কহোড় আচার্য্য উদ্দালকের কৃপায় বেদশাস্ত্রের নিখিল অর্থ, নিগূঢ় রহস্য ও যথার্থ তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত হইয়া বেদজ্ঞ হইলেন। মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে শব্দব্রহ্মবিদ্ করিলেন।

মহর্ষি উদ্দালকের সুজাতা নাম্নী এক সুশীলা কন্যা ছিল। মহর্ষি সুজাতাকে প্রিয়শিষ্য কহোড়ের হস্তে অর্পণ করিলেন। শুচিস্মিতা সুজাতা কিয়দ্দিনান্তর গর্ভধারণ করিলেন। প্রাক্তন সংস্কারের প্রভাবে মাতৃজঠরে অবস্থান সময়েই সুজাতার গর্ভস্থ বালকের, সম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হইযাছিল। একদা মহামতি কহোড় শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেছিলেন। অধ্যয়নসময়ে গর্ভস্থ বালক তাঁহাকে বলিল, পিতঃ! আপনার অধ্যয়ন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইতেছে না। গর্ভে থাকিয়াই আমি নিখিল বেদ ও সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়াছি। মহর্ষি কহোড় গর্ভস্থ বালককর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া রোষভরে তাঁহাকে শাপ প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, তুমি গর্ভে থাকিয়া আমাকে অবমাননা করিলে, অতএব তোমার কলেবরের অষ্ট স্থল বক্র হইবে।

ক্রমে ক্রমে গর্ভের উপচয় হওয়াতে সুজাতা সাতিশয় পিড্যমানা হইয়া নির্জ্জনে স্বামী কহোড়কে বলিলেন, প্রিয়তম! আমার দশম মাস সমুপস্থিত; আপনি নিতান্ত নির্ধন; এ সময়ে অর্থ ব্যতীত আমি কিরূপে এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইব? কহোড় প্রণয়িনীর এই যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া ধনপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় মিথিলাধিপতি

জনকের নিকট গমন করিলেন। জনকের সভাপণ্ডিত বন্দী অসাধারণ পণ্ডিত ও বাদবেত্তা ছিলেন। তিনি মহর্ষি কহোড়কে বিচারে পরাস্ত করিয়া জলে নিমগ্ন করিলেন। মহর্ষি উদ্দালক স্বীয় জামাতার শোচনীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সুজাতার নিকটে সমুদায় প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, বৎসে! তোমার পুত্র যেন এই বৃত্তান্ত কোন প্রকারে অবগত হইতে না পারে। সুজাতা পতিশোকে অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন।

যথাসময়ে তিনি এক পুত্র প্রসব করিলেন। পিতৃশাপে বালকের অষ্ট অঙ্গ বক্র হইল। তিনি অষ্টাবক্র নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। সুজাতা-নন্দন মাতামহ উদ্দালকের আশ্রমে জননীর স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সুজাতা অষ্টাবক্রের নিকট তাঁহার পিতৃবৃত্তান্ত প্রকাশ না করাতে অষ্টাবক্র পিতার বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি মহর্ষি উদ্দালককে পিতা ও উদ্দালকনন্দন শ্বেতকেতুকে ভ্রাতা বলিয়া মনে করিতেন। এইরূপে তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ হইলে একদা তিনি মাতামহ মহর্ষি উদ্দালকের অঙ্কে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে শ্বেতকেতু তথায় আগমন করিয়া ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলে তিনি ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। ইহাতে শ্বেতকেতু বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, অষ্টাবক্র! এ তোমার পিতৃক্রোড় নহে। আমার পিতার অঙ্ক হইতে তুমি অবতরণ কর। শ্বেতকেতুর বাক্যে অষ্টাবক্র অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি মাতৃসন্নিধানে উপনীত হইয়া বিষণ্ণ বদনে জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! আমার জনক কোথায়? পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুজাতার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। প্রিয়তম পতিকে স্মরণ করিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রাণাধিক

পুত্রকে অঙ্কে গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখিত মনে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, বৎস! তোমার পিতা ধনার্থী হইয়া বিদেহরাজ জনকের নিকট গমন করিয়াছিলেন। সেই হইতে আর তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। শুনিয়াছি, তিনি নাকি জনক রাজার সভাপণ্ডিত বন্দীকর্ত্তৃক বিচারে পরাস্ত হইয়া জলমগ্ন হইয়াছেন। বন্দী তাঁহাকে সলিলে নিমজ্জিত করিয়াছে। বন্দী কেবল তোমার পিতাকেই যে সলিলে নিমগ্ন করিয়াছে, এমন নহে। ঐ কূটবুদ্ধি অনেক ব্রাহ্মণকে বিচারে পরাজয় করিয়া সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছে। মাতার নিকট এই নিদারুণ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া অষ্টাবক্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন, আগামী কল্য আমি মহীপতি জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে গমন করিব। রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণকে অনেক ধন দান করিতেছেন। প্রার্থনা করিলে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে ধন প্রদান করিবেন। আর তথায় বহু সংখ্যক বেদবেত্তা বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট পবিত্র ব্রহ্মঘোষ ও শাস্ত্রালাপ শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইব। অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন, অষ্টাবক্র! আমিও তোমার সঙ্গে নরপতি জনকের সুসমৃদ্ধ যজ্ঞবাটিকায় গমন করিব।

অনন্তর মাতুল ও ভাগিনেয় উভয়ে জনক রাজার যজ্ঞে গমন করিলেন। তাঁহারা দ্বারদেশে উপনীত হইলে রাজার সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। তখন অষ্টাবক্র ভূপতিকে বলিলেন, মহারাজ! আমরা আপনার যজ্ঞ দর্শন করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি; কিন্তু দ্বারপাল আমাদিগকে যজ্ঞস্থলে গমন করিতে দিতেছে না। আপনি দ্বারপালকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে আদেশ প্রদান করুন। অষ্টাবক্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল বলিল, হে ঋষিকুমার! রাজপণ্ডিত মহামতি বন্দীর আদেশে কেবল শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বর্ষীয়ান্

ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে গমন করিতে পারেন। বালকগণের তথায় প্রবেশাধিকার নাই। দ্বারপালের বাক্য শ্রবণ করিয়া অষ্টাবক্র বলিলেন, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যিনি বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, স্বাধ্যায়নিরত ও তপস্যারত তাঁহারাই বৃদ্ধ। বাহুবল-দ্বারা ক্ষত্রিয়গণের বৃদ্ধত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। ধনধান্যের প্রাচুর্য্যই বৈশ্যগণের বৃদ্ধত্ব নিরূপক। শূদ্রগণ বয়সের দ্বারা বৃদ্ধ হইয়া থাকেন। আমাতে যখন শাস্ত্রজ্ঞান, স্বাধ্যায় ও তপস্যা বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন আমি বালকমধ্যে গণ্য হইতে পারি না। রাজা ঋষিকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত পূজা করিলেন। তখন অষ্টাবক্র বলিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি, আপনার সভাস্থ বন্দী প্রভূত বিদ্যাসম্পন্ন। তিনি বিচারে ব্রাহ্মণগণকে পরাজিত করিয়া অনুচরগণ-দ্বারা সলিলে নিমজ্জিত করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই এই স্থানে আগমন করিয়াছি। রাজা বলিলেন, বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার কি ইষ্টলাভ হইবে? তাঁহার সহিত তুমি কি উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করিবে। অষ্টাবক্র রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রাজন্! আমি বন্দীর সহিত বিচার করিবার বাস-নায় এখানে সমুপস্থিত হইয়াছি। আমি তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিলে আমার বিপুল সম্মানলাভ হইবে। আর যজ্ঞো-পলক্ষে মহারাজের নিকট যথেষ্ট ধনপ্রাপ্ত হইব। ঋষিকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন, হে ব্রাহ্মন্! তুমি বন্দীকে কখনও নয়ন গোচর কর নাই, সেইজন্যই তুমি তাঁহার সহিত বিচার করিবার মানস করিতেছ। কিন্তু তাঁহার সহিত বিচারে যে তুমি জয়লাভ করিতে পারিবে, তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া অষ্টাবক্র বলিলেন, মহারাজ! আমাকে বালক বলিয়া অবজ্ঞা

করিবেন না। আমি বন্দীর সহিত বিচারে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব। আপনি আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া চলুন। কার্য্যের ফল না দেখিয়া সে বিষয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্ত করা পণ্ডিতগণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অষ্টাবক্রের এই প্রকার তেজঃপূর্ণ বাক্য ও প্রতিভা-মণ্ডিত মুখশ্রী দর্শন করিয়া রাজা প্রসন্নমনে দ্বারপালকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে আদেশ প্রদান করিলেন। অষ্টাবক্র শ্বেতকেতুসমভিব্যাহারে যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলেন।

অনন্তর মহামতি অষ্টাবক্র বাদীশ্রেষ্ঠ বন্দীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সমাগত পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের বিচার দর্শন করিতে লাগিলেন। বিচারে বন্দী জ্ঞানবৃদ্ধ অষ্টাবক্রের নিকট সম্পূর্ণ পরাস্ত হইলেন। তখন রাজর্ষিসত্তম জনক জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ অষ্টাবক্রকে বলিলেন, হে দ্বিজ-নন্দন! আমি তোমার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও বিচারনৈপুণ্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি বয়সে বালক হইলেও জ্ঞান-প্রবীণ। আমি তোমার কি অভিলাষ পূর্ণ করিব? মহামতি অষ্টা-বক্র বলিলেন, মহারাজ! বন্দী বিচারে পরাস্ত করিয়া অনেক ব্রাহ্মণকে জলমগ্ন করিয়াছেন। আমি এক্ষণে তাঁহাকে সলিলে নিমজ্জিত করিতে ইচ্ছা করি। বরুণনন্দন বন্দী অষ্টাবক্রের অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও বিচারনৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। অনন্তর তিনি সলিলে নিমগ্ন হইয়া পিতা বরুণের নিকট গমন করিলেন।

জলাধিপতি বরুণ এক সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। বন্দী-কর্ত্তৃক পরাজিত ব্রাহ্মণগণ জলে নিমজ্জিত হইলে বরুণ তাঁহাদিগকে যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত করেন। এক্ষণে যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়াতে তিনি প্রচুর ধনদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাঁহারা বরুণকর্ত্তৃক সৎকৃত

হইয়া যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভপূর্ব্বক সলিল হইতে উত্থিত হইলেন। মহর্ষি কহোড়ও জল হইতে উত্থিত হইয়া জনকের যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন। অষ্টাবক্র পিতাকে দর্শন করিয়া যার পর নাই আনন্দলাভ করিলেন। পুত্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি কহোড় অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রাজর্ষি জনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! লোকে এই জন্যই পুত্র কামনা করিয়া থাকে। পুত্রের ন্যায় সুহৃৎ আর নাই। দেখুন, আমি যাহা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম, আমার পুত্র অক্লেশে তাহা সুসম্পন্ন করিল।

অনন্তর মিথিলাপতি জনক বিবিধ মিষ্টবাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া বিপুল অর্থ প্রদান করিলেন। রাজার নিকট যথেষ্ট সম্মান ও প্রভূত ধন প্রাপ্ত হইয়া অষ্টাবক্র পিতা ও মাতুল সমভিব্যাহারে মাতৃসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। চিরদুঃখিনী সুজাতা নষ্টপ্রায় পতি ও প্রবাসাগত পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর কহোড় প্রসন্ন বদনে পুত্রকে বলিলেন, বৎস! তোমার প্রতি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার অভিশাপেই তোমার অঙ্গবৈকল্য হইয়াছে। তুমি এই নদীতে অবগাহন করিলে আমার বরে তোমার শরীরের সমস্ত বিকলতা বিদূরিত হইবে। তুমি এখনই সলিলে অবগাহন কর। পিতৃ আদেশে অষ্টাবক্র নদীতে অবগাহন করিবামাত্র তাঁহার দেহের বক্রতা অপনীত হইয়া গেল। তাঁহার শরীর অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন ও পরম সুন্দর হইল। অষ্টাবক্রের অঙ্গবৈকল্য দূর করিয়া স্রোতস্বতী সমঙ্গা নামে বিখ্যাত হইলেন।

মহর্ষি বদান্যের সুপ্রভা নাম্নী এক রূপবতী কন্যা ছিল। অষ্টাবক্র সেই ললনারত্নের পাণিপ্রার্থী হইয়া বদান্যের নিকট গমনপূর্ব্বক

বিবাহের কথা উত্থাপিত করিলেন। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বদান্য বলিলেন, বৎস! আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে হইলে তোমাকে একবার কৈলাস পর্ব্বতে গমন করিতে হইবে। পর্ব্বতরাজ হিমালয় ও যক্ষপতি কুবেরের অলকাপুরী অতিক্রম করিলে হরপার্ব্বতীর আবাসস্থান কৈলাস তোমার নয়নগোচর হইবে। ঐ পর্ব্বতে এক নীলবন আছে। সেইস্থানে গমন করিলে এক বৃদ্ধা তপস্বিনীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি যত্নসহকারে তাঁহার সৎকার করিবে। সেই বর্ষীয়সীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগত হইলেই আমি তোমাকে কন্যা সম্প্রদান করিব।

মহর্ষি অষ্টাবক্র তপোধন বদান্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি সিদ্ধচারণ-নিষেবিত হিমালয় পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইয়া প্রসন্নসলিলা বাহুদা নদীর পবিত্র জলে স্নান ও তর্পণ করিলেন। অনন্তর তিনি হরপার্ব্বতীর ক্রীড়াভূমি কৈলাস পর্ব্বতে উপনীত হইয়া ধনপতি কুবেরের অলকা-পুরী দর্শন করিলেন। তিনি অলকাপুরীর সমীপবর্ত্তী হইলে যক্ষরাজ কুবের পরম সমাদরে তাঁহাকে স্বভবনে লইয়া গেলেন। মহর্ষি অষ্টাবক্র কুবেরকর্ত্তৃক অর্চ্চিত ও সৎকৃত হইয়া তদীয় ভবনে কিছুকাল অবস্থান-পূর্ব্বক অভিলষিত কাননোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বহু দূর গমন করিবার পর এক রমণীয় অরণ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল। তিনি সেই কাননে সমুপস্থিত হইয়া এক দিব্য আশ্রম দেখিতে পাইলেন। আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলে এক সুরম্যপুরী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন তিনি সেই মনোহর ভবনের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, আমি অতিথি; কেহ উপস্থিত থাকিলে আমার আতিথ্য-বিধান কর। মহাত্মা অষ্টাবক্র এই কথা বলিবামাত্র পুরমধ্য হইতে

সাতটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কামিনী বহির্গত হইয়া অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহাকে এক প্রকোষ্ঠে লইয়া গেল। অষ্টাবক্র তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক শুক্লাম্বরধারিণী পর্য্যঙ্কে উপবিষ্টা সর্ব্বাভরণভূষিতা বৃদ্ধা রমণীকে অবলোকন করিলেন। মহর্ষি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে সেই স্থবীরা প্রত্যুদ্‌গমন করিয়া তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। অষ্টাবক্র তথায় উপবিষ্ট হইয়া বিশ্রামসুখসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দিবস অতীত হইল। রজনী সমুপস্থিত হইলে বর্ষীয়সী মহর্ষিকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন মহর্ষি এক দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, রজনী অধিক হইয়াছে, তুমি এখন শয়ন কর। বৃদ্ধা মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্য এক শয্যায় শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে ঐ রমণী শীত-ব্যপদেশে কম্পিতকলেবরা হইয়া মহর্ষির শয্যায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিলেন। রমণীকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া মহর্ষি প্রভূত ধৈর্য্যের সহিত ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক কাষ্ঠের ন্যায় নির্ব্বিকারভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তাঁহাকে তদবস্থ সন্দর্শন করিয়া দুঃখিতমনে বলিলেন, প্রিয়তম! আমি আপনাকে স্পর্শ করিয়া কামানলে দগ্ধ হইতেছি; আপনি আমার মনোরথ পূর্ণ করিয়া মদন আগুন নির্ব্বাপিত করুন। মহর্ষি বলিলেন, পরনারী সঙ্গ করা মহাপাপ। আমি কদাচ এই পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। তখন সেই রমণী বলিলেন, পরনারী সঙ্গ করিতে আপনি যদি নিতান্তই অসম্মত হন, তাহা হইলে আপনি আমার পাণি-গ্রহণ করুন। আমি কুমারী, অদ্যাপি আমার বিবাহ হয় নাই। আর আমিই আমার প্রভু; আমি আপনার করে আমাকে সমর্পণ করিলাম। আপনি আমার পাণিপীড়ন করিয়া আমার কামনাপূর্ণ

করুন। সেই রমণী এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ অষ্টাবক্রকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। অষ্টাবক্র অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্ব্বক রমণীকে বলিলেন, ভদ্রে! আমি কিছুতেই তোমার পাপাভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিব না। তুমি সহস্র চেষ্টা করিয়াও আমাকে বিপথগামী করিতে সমর্থ হইবে না। রমণী অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন মহর্ষিকে ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না, তখন সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, তপোধন! আমি তোমার ন্যায় ধৈর্য্যশালী ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষ অতি অল্পই দর্শন করিয়াছি। আমি তোমাকে বিবিধ প্রকারে প্রলুব্ধ করিলাম, কিন্তু তুমি কিছুতেই ধর্ম্মচ্যুত হইলে না। তুমি পরদারবিমুখ কিনা জানিবার জন্য আমি তোমাকে কঠোর পরীক্ষা করিয়াছি; কিন্তু তুমি তাহাতে সম্পূর্ণ জয়ী হইয়াছ। তুমি আপনার নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ করিলে। তোমার এই কার্য্য দেবগণেরও অনুকরণীয়। তুমি আমাকে সামান্য নারী মনে করিও না। আমি উত্তরদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মহর্ষি বদান্য যে কার্য্যের জন্য তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সুসিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি অভিলষিত স্থানে গমন কর। তোমার মঙ্গল হউক। তুমি চারুশীলা সুপ্রভার পাণিগ্রহণ করিয়া সন্তানোৎপাদন-পূর্ব্বক পিতৃঋণ পরিশোধ কর। বদান্যদুহিতার গর্ভে অচিরে তোমার কুলপাবন পুত্র সমুৎপন্ন হইবে। এই বলিয়া সেই রমণী মহর্ষিকে গৃহগমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। অষ্টাবক্র তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া মহর্ষি বদান্যের আশ্রমে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে সমুপস্থিত দেখিয়া বদান্য তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। অষ্টাবক্র তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলে তিনি যার

পর নাই আনন্দিত হইলেন। অনন্তর তিনি প্রীতমনে মহর্ষি অষ্টাবক্রের সহিত কন্যার উদ্বাহক্রিয়া সুসম্পন্ন করিলেন। মহর্ষি অষ্টাবক্র সুশীলা ধর্ম্মপরায়ণা পত্নীলাভ করিয়া তদীয়সহবাসে পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে পতিব্রতা সুপ্রভা পুত্রবতী হইলেন।

মহর্ষি অষ্টাবক্র মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনককে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই উপদেশাবলি গ্রন্থবদ্ধ হইয়া অষ্টাবক্রসংহিতা নামে অভিহিত হইয়াছে। অষ্টাবক্রসংহিতা অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

মহর্ষি জরৎকারু।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে যাযাবর বংশসম্ভূত ব্রহ্মচারীব্রতপরায়ণ কঠোর তপস্যানিরত পরম ধাম্মিক জরৎকারু নামে এক ঋষি ছিলেন; উগ্র তপস্যাদ্বারা শরীরশোষণ করিয়াছিলেন, এজন্য তিনি জরৎকারু নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। তিনি সর্ব্বদা নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন এবং যে স্থানে সায়ংকাল সমুপস্থিত হইত, সেই স্থানেই রজনী অতিবাহিত করিতেন। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি দেখিতে পাইলেন যে কয়েকটী লোক একটি প্রকাণ্ড গর্ত্তে মূষিককর্ত্তৃক ভক্ষিতপ্রায় বীরণস্তম্ভ

অবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে অতিশয় কষ্টে অবস্থান করিতেছেন। ঋষি তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কে এবং এই প্রকার শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইয়াছেন কেন? জরৎকারুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বলিলেন, আমরা যাযাবর নামক ব্রতপরায়ণ ঋষি। আমাদিগের বংশলোপের উপক্রম হওয়াতে আমাদিগকে এই প্রকার ঘোরতর দুরবস্থায় পতিত হইতে হইয়াছে। আমাদিগের একমাত্র বংশধর জরৎকারু দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎ-পাদন না করাতে আমরা এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। জরৎকারু পিতৃপুরুষগণকে দারুণ দুরবস্থায় নিপতিত অবলোকন করিয়া নিরতি-শয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, হে পূর্ব্বপুরুষগণ! আমিই আপনাদিগের অযোগ্য সন্তান। আমার জন্যই আপনাদিগের এই শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে আপনাদিগের এই প্রকার ক্লেশ অপনীত হয়, তাহা আদেশ করিলে আমি তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। জরৎকারুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বলিলেন, বৎস! তুমি দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদন করিলেই আমাদিগের এই দুরবস্থা দূরীভূত হইবে। পৃথিবীতে যাহাদিগের বংশলোপ হয়, তাহারা পরলোকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করে। পার-লৌকিক সুখভোগের জন্যই লোকে সন্তানকামনা করিয়া থাকে। সন্তানগণ যদি অনুরূপ ভার্য্যাতে পুত্র উৎপাদন করিয়া বংশরক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার পিতৃপুরুষগণ স্বর্গসুখ সম্ভোগ করিয়া পরম সুখী হইয়া থাকেন। পুত্রবান্ লোক পরলোকে যে প্রকার সুখভোগ করিয়া থাকে, পুত্রহীন ব্যক্তি বহুকালসঞ্চিত তপস্যা ও বিবিধ সৎকার্য্যদ্বারাও সে প্রকার সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না। তুমি আমাদিগের একমাত্র বংশধর। তুমি যদি দারপরিগ্রহ ও

আস্তিক যজ্ঞক্ষেত্রে উপনীত হইলে নরপতি তাঁহাকে বিধানানুসারে অর্ঘ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।

অনেক সর্প যজ্ঞাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইলেও পিতৃহন্তা তক্ষক তখনও জীবিত রহিয়াছে। তাহাকে বিনাশ করিতে না পারিলে রাজার মনে শান্তি আসিবে কেন ? তিনি ঋত্বিক্‌গণকে বলিলেন, আমার পিতৃহন্তা সেই দুরাচার তক্ষক এখনও বিনষ্ট হয় নাই। যাহাতে অচিরে সেই পাপাত্মা যজ্ঞাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়, আপনারা তাহার উপায়বিধান করুন। ঋত্বিক্‌গণ বলিলেন, মহারাজ! ক্রূরমতি তক্ষক প্রাণভয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বাসব তাহাকে অভয়প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় অঙ্কদেশে স্থানপ্রদান করিয়াছেন। সে দেবেন্দ্রকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্ক মনে তাঁহার উৎসঙ্গে শয়ন করিয়া আছে। ঋত্বিকগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন, আপনারা ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করুন। রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ অতিশয় ভীত হইলেন এবং প্রাণভয়ে তৎক্ষণাৎ তক্ষককে পরিত্যাগ করিলেন। ঋত্বিকগণের অমোঘ মন্ত্রবলে নীচাশয় তক্ষক অবশ হইয়া যজ্ঞকুণ্ডাভিমুখে অবতীর্ণ হইতে লাগিল। তক্ষককে যজ্ঞানলে পতনোন্মুখ সন্দর্শন করিয়া আস্তিক হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, তিষ্ঠ। আস্তিকের বাক্যে তক্ষকের যজ্ঞানলে পতন নিবারিত হইল। সে শূন্যে অবস্থান করিতে লাগিল। তৎপরে ঋষি রাজার নিকট যজ্ঞসমাপ্তির প্রার্থনা জানাইলেন। ব্রাহ্মণের অনুরোধ লংঘন করা কদাপি উচিত নহে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজা যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। দহনোন্মুখ তক্ষক ও অপরাপর ভুজঙ্গগণ আসন্ন-মৃত্যুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইল। অনন্তর মহর্ষি আস্তিক ভূপতিকর্ত্তৃক বিবিধ উপচারে অর্চ্চিত হইয়া বাসুকীসদনে উপনীত হইলেন।

সর্পগণ এই সুসংবাদ অবগত হইয়া নিরতিশয় প্রীতিপ্রাপ্ত হইল। তাহারা বিহিতবিধানে মহর্ষি আস্তিকের পূজা করিল। ভুজঙ্গগণ-কর্ত্তৃক সৎকৃত ও অর্চ্চিত হইয়া তিনি মাতার সহিত মাতুলালয়ে বাস করিতে লাগিলেন। ভুজঙ্গগণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এই বরপ্রদান করিলেন যে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে মহর্ষি আস্তিকের নামগ্রহণ করিবে, তাহার কখনও সর্প-ভীতি উপস্থিত হইবে না।

অনন্তর মহর্ষি আস্তিক দারপরিগ্রহ করিয়া সন্তানোৎপাদনপূর্ব্বক পিতৃঋণ পরিশোধ করিলেন। পরে অরণ্যে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিয়া অচ্যুতপদ লাভ করিলেন।

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ।

—————ঃ০ঃ—————

১। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। (এই গ্রন্থে গোস্বামী মহাশয়ের পবিত্র জীবনের ঘটনাবলি অতি বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। বেঙ্গলি, বসুমতী, হিতবাদী, নায়ক, ডন্ প্রভৃতি সংবাদ ও সাময়িক পত্রসমূহ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।) মূল্য ২৲ টাকা।

২। গুরুশিষ্যসংবাদ। (এই গ্রন্থপাঠে হিন্দুধর্ম্মের ও শাস্ত্রের নিত্য প্রয়োজনীয় ও জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় জানিতে পারা যায়। সাধ্যসাধনতত্ত্ব, জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ, মুক্তি, পরলোক, অবতারতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্ত বিষয় অতি সহজ ও বিশদভাবে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।)

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলেন, "আপনার গুরুশিষ্যসংবাদ গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যার পর নাই আনন্দলাভ করিয়াছি। এই গ্রন্থখানি যিনিই পাঠ করিবেন, তিনিই যথেষ্ট উপকৃত হইবেন।" মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। উপদেশামৃত। (প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত অমূল্য উপদেশাবলি।) মূল্য ৷৷০ আট আনা।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকান ও অন্যান্য প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।